BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1062 ♦ Friday 11 July - Thursday 17 July 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

চট্টগ্রামে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ, হতাশ সিলেট!

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সম্প্রতি সরকারের আইন ও বিচার সংস্কার কমিটি কর্তৃক চট্টগ্রামে সুপ্রীমকোর্টের স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ (এডমিরালটি ও কোম্পানি জুরিসডীকশনসহ) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। তবে দীর্ঘদিন থেকে সিলেটে স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপণের দাবী জানিয়ে আসা হলেও তা রয়েছে --১৬ পৃষ্ঠায়

বিবিসির প্রতিবেদন

আন্দোলনে গুলির নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা

পোস্ট ডেস্ক : গত বছরের জুলাই-আগস্টে চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলনে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া একটি অডিও রেকর্ডিং এর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি।

ফাঁস হওয়া রেকর্ডিংটি যাচাই করে বিবিসি জানিয়েছে, শেখ হাসিনা তার নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে 'প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার' করার অনুমতি দিয়েছেন এবং 'তারা (এসব বাহিনীর সদস্যরা) যেখানেই তাদের (আন্দোলনকারী) পাবে, তারা গুলি করবে'।

অজ্ঞাত একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে শেখ হাসিনার কথোপকথনের ফাঁস হওয়া অডিওটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ

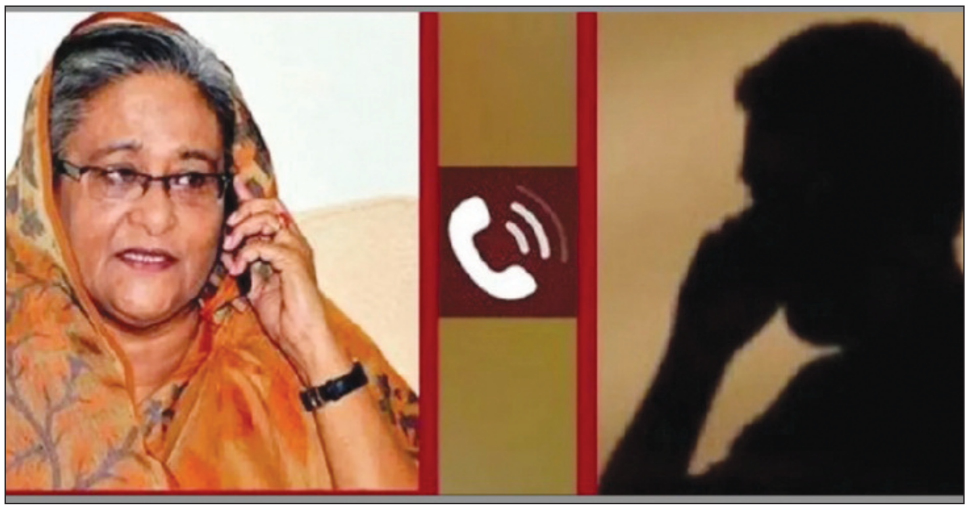

যে, তিনি সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের গুলি করার জন্য সরাসরি অনুমতি দিয়েছিলেন।

ফাঁস হওয়া অডিওটি সম্পর্কে জানেন এমন একটি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, গত ১৮ জুলাই নিজের সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে শেখ হাসিনা ওই ফোনালাপটি করেন। রেকর্ডিংয়ের কণ্ঠের সঙ্গে শেখ হাসিনার কণ্ঠস্বরের মিল শনাক্ত করেছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ।

বিবিসি আলাদাভাবে ইয়ারশটের অডিও ফরেনসিক এক্সপার্টদের দিয়ে এই রেকর্ডিংয়ের সত্যতা যাচাই করেছে এবং তারা এটিতে এডিট করার বা কোনো রকম পরিবর্তন করার কোনো প্রমাণ পায়নি। অডিওটি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে এমন সম্ভাবনাও খুবই কম বলে তারা জানিয়েছে।

মানবাধিকার বা পরিবেশ রক্ষার ইস্যুতে অডিও সংক্রান্ত তদন্তের কাজ করে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইয়ারশট। তারা বলছে, ফাঁস হওয়া রেকর্ডিংটি সম্ভবত এমন একটি ঘরে ধারণ করা হয়েছিল যেখানে ফোন কলটি স্পিকারে বাজানো হয়েছিল। কারণ এতে স্বতন্ত্র টেলিফোনিক ফ্রিকোয়েন্সি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু শব্দ ছিল।

ইয়ারশটের বিশেষজ্ঞরা রেকর্ডিংজুড়ে ইলেকট্রিক নেটওয়ার্ক ফ্রিকোয়েন্সি বা ইএনএফ শনাক্ত করেছে, যে ফ্রিকোয়েন্সি অন্য একটি ডিভাইস থেকে অডিও রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রায়ই উপস্থিত থাকে।

এটি এমন এক সূচক যার মানে হলো অডিওটিতে হেরফের করা হয়নি।

তারা শেখ হাসিনার বক্তব্যে ছন্দ, স্বর এবং শ্বাসের শব্দ বিশ্লেষণ করেছে এবং ধারাবাহিক নয়েজের স্তরও শনাক্ত করেছে। অডিওতে কৃত্রিম কোনো পরিবর্তন আনার প্রমাণও খুঁজে পায়নি।

ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান বিবিসিকে বলেছেন, 'রেকর্ডিংগুলো তার (শেখ হাসিনার) ভূমিকা প্রমাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো স্পষ্ট এবং সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।'

তিনি বাংলাদেশের --১৬ পৃষ্ঠায়

চীনের প্রতি ঝুঁকছে বাংলাদেশ, হতাশ ভারত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গত বছর সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের রাজনীতির পট পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। পরিবর্তন এসেছে কূটনীতিতেও। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ভারতের ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়াদিল্লি-ভিত্তিক বিশ্লেষক প্রবীণ ডন্থি বলেছেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্ভবত এর আগে এমন বৈরিতা দেখা যায়নি। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নয়াদিল্লির হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার হাসিনাকে আশ্রয় দেয়াতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন --১৬ পৃষ্ঠায়

ইউরোপে দাবদাহে ২৩০০ মানুষের মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : জলবায়ু পরিবর্তন বা বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সম্প্রতি ইউরোপজুড়ে সৃষ্ট দাবদাহে মাত্র ১০ দিনে ২ হাজার ৩০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইউরোপের প্রায় এক ডজন শহরের ওপর চালানো এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ স্বাস্থ্য সংকট ক্রমেই আরও অবনতি হতে পারে।

গত মাসের শেষ দিকে ইউরোপজুড়ে স্মরণকালের ভয়াবহ দাবদাহ দেখা দেয়। এতে ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালিসহ বিভিন্ন দেশের প্রাণ ও প্রকৃতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। প্রচণ্ড গরমে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়।

প্রাথমিক এক গবেষণা মতে, ওই দাবদাহের সময় গত ২২ জুন থেকে গত ২ জুলাই পর্যন্ত মাত্র ১০ দিনে ১২টি শহরে প্রায় ২ হাজার ৩০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১ হাজার ৫০০ মানুষের মৃত্যু সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটেছে।

গবেষকরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং তীব্র দাবদাহ দেখা দিচ্ছে।

গবেষণার তথ্য মতে, ইতালির মিলান সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শহর, যেখানে ৪৯৯টি মৃত্যুর ৩১৭টিই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটেছে।

এরপরই রয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী শহর প্যারিস ও স্পেনের বার্সেলোনা শহর। ইংল্যান্ডের লন্ডনে ২৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ১৭১টিই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হয়েছে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। --১৬ পৃষ্ঠায়

ফেঞ্চুগঞ্জে মাটির নিচে জ্বলছে আগুন

সিলেট অফিস : সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ফেঞ্চুগঞ্জ প্রধান সড়কের নিচের গ্যাস লাইন লিক হয়ে জলছে আগুন! মাসখানেক থেকে এ অবস্থা চললেও সাড়া মিলেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের!

সড়কের মাঝ বরাবর এভাবে গ্যাস উদগীরণ হওয়ায় চলতি গাড়ি ও আশপাশের দোকানগুলো পড়েছে ঝুকির মধ্যে। বুধবার দুপুর থেকে বৃষ্টির জমা পানি ভেদ করে গ্যাসের বুদবুদ বেশি করে উঠলে --১৬ পৃষ্ঠায়

গুম কমিশনে নিখোঁজ ২০০ জনের তালিকা প্রদান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকারের অগ্রাধিকার বিষয়ে গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশন ও ইউনাইটেড ফর দ্য ভিকটিমস অব এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেসের (ইউভিইডি) মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৯ জুলাই) রাজধানীর গুলশানে কমিশনের কার্যালয়ে সংগঠনটির মুখ্য আহ্বায়ক এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব মারুফ জামানের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সভাপতি বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী আগতদের স্বাগত জানান এবং কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে কমিশনের সদস্য মো. নুর খান, মো. সাজ্জাদ হোসেন এবং ড. নাবিলা ইদ্রিস উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের কাছে গুম থেকে ফেরত না আসা ২০০ জনের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি তাদের বর্তমান অবস্থা শনাক্তে কমিশনের সহযোগিতা চাওয়া হয়।

এছাড়া গুমের শিকার ফিরে আসা ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার বিষয়েও আলোচনা হয়। গুম অবস্থা থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের ও নিখোঁজ পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও আর্থসামাজিক --১৬ পৃষ্ঠায়

অবৈধ অভিবাসী ঠেকাতে একমত স্টারমার-ম্যাক্রোঁ

পোস্ট ডেস্ক : ছোট নৌকাতে করে ব্রিটেনে পাড়ি দেওয়া অভিবাসী ঠেকাতে ব্রিটিশ সরকারের কঠোরতার পরও কোন উন্নতি না হওয়ায় এ নিয়ে অবশেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী --১৬ পৃষ্ঠায়

হৃদয়ে৭১' এর লন্ডনে ব্যাতিক্রমী প্রতিবাদ মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার

লন্ডনঃ রাষ্ট্রীয় মদদে একজন ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত মানবতা বিরোধী অপরাধীর মুক্তি, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি অসম্মান। 'হৃদয়ে ৭১' বলেছে এটি শুধু অসম্মানই নয় মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাকে অবমানননা করা। এতে বুঝতে বাকি নেই অন্তবর্তিকালীন সরকার চলছে একাত্তরের পরাজিত শক্তির ঈশারায়।
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রংপুর অঞ্চলের তৎকালীন আলবদর কমান্ডার আজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে হত্যা গণধর্ষণ সহ একাধিক মানবতা বিরোধী অপরাধ প্রমাণিত হয় যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে ও পরবর্তিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে।
পাকিস্তানীদের দোষর এই জামাত নেতা ও সাবেক আলদবর কমান্ডার আজহারুল ইসলামের রাষ্ট্রীয় মদদে মুক্তির প্রতিবাদে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে আয়োজকরা কবিতা পথনাটক ও গণসঙ্গীতের মাধমে তাদের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলেন।
৫জুলাই ২০২৫ মঙ্গলবার লন্ডন সময় সন্ধ্যা ছয়ঘটিকায় পূর্বলন্ডনের আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ''মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার''। প্রতিবাদ জানাতে শহীদমিনারের পাদদেশে সমবেত হন দলমত নির্বিশেষে সর্বস্থরের প্রবাসী বাঙ্গালী নারী পুরুষ। কোন ধরনের লম্বা বক্তব্য ও সভাপতি ছাড়াই আয়োজন করা হয় ব্যতিক্রমী এই প্রতিবাদ সমাবেশের।
প্রতিবাদকারীরা পথনাট্য গণসঙ্গীত ও কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেন তাদের বক্তব্য। মুক্তিযুদ্ধা -সাংবাদিক-সাংস্কৃতিককর্মি ও কবিদের কবিতায় উঠে আসে তাদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। প্রতিবাদ সমাবেশের সঞ্চালক ও 'হৃদয়ে ৭১'-এর আহবায়ক বীরমুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান বলেন, "এই প্রতিবাদ এখানেই শেষ নয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। ১৯৭১-এর শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না।"
প্রতিবাদি কবিতা পাঠে অংশ নেন বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার এডভোকট মুজিবুল হক মনি, মুর্শিদ উদ্দিন আহমদ, গোলাম রসুল, সালমা বেগম প্রমুখ। তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিবাদী কবিতাগুলোতে উঠে আসে সেই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের কথা, যেখানে আজহারুল ইসলাম ও তার মতো যুদ্ধাপরাধীরা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল।
পরে মঞ্চস্থ হয় এক প্রতিবাদী পথনাটক, নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন এভোকেট ও কবি মুজিবুল হক মনি। নাটকে অভিনয় করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, শেখ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শেখ নুরুল ইসলাম, সামসুদ্দিন আহমদ, ফারুক উদ্দিন, অসীমা দে, সামসুল সুমেল, অনামিকা মিটু, মুর্শিদ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। নাটকের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়- যুদ্ধাপরাধীদের কোনোভাবেই মাফ করা যাবে না, তাদের বিচারের আওতায় আনতেই হবে।

আল ইসলাহ- ব্রমলী বাই বো এর উদ্যোগে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০৬/২০২৫ ইং তারিখ সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রমলী বাই বো মসজিদে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে, ব্রমলী বাই বো উদ্যোগে পবিত্র আশুরা উপলক্ষে মাহফিল অনুষ্টিত হয়। এতে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুক্তার মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারী আলহাজ্ব আব্দুল মান্নানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বো ওয়েষ্ট অর্গানাইজেশন মসজিদের খতিব মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ। তিনি আশুরার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রমলী বাই বো মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওঃ লুৎফুর রহমান, আরও উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গেনাইজেশন এর উপদেষ্টা ও শেডওয়েল নেটওয়ার্ক সভাপতি এ কে এম হেলাল ও টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি আমীর উদ্দিন, শেডওয়েল নেটওয়ার্ক এর ট্রেজারার মনির উদ্দিন কমিউনিটি নেতা আক্তার হোসেন, নিউহ্যাম শাখার সদস্য শামছুল ইসলাম।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- আবুল হাসান, হাফিজ ময়নুল ইসলাম, ইছন মিয়া, রেজান উদ্দিন, হাজী ইলিয়াছ সাজু, হাজী সিরাজুল ইসলাম, হাজী আব্দুল মালিক, হাজী মফিজ মিয়া, আং কাদির, আনোয়ার হোসেন, মানিক মিয়া, আং রহমান তোফায়েল আহমেদ সহ এলাকার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। পরিশেষে দোয়া ও নৈশভোজের মাধ্যমে মাহফিলের কাজ সমাপ্ত করা হয়।

সলিসিটার মাওলানা আবদুর রাকীবের স্মরন সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে মাদ্রাসার সাবেক কৃতিছাত্র ও ছাত্র সংসদের জি এস সলিসিটার মাওলানা আবদুর রাকীব স্মরনে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাদ্রাসার সাব্ক ছাত্র ও সুধিজন উপস্থিত ছিলেন। স্পষ্ঠাবাদী ও কর্মপাগল একজন মানুষ। পূর্ব লন্ডনের সেন্টার ফর ইসলামিক গাইডেন্সের একাডেমিক মিলনায়তনে পরিষদের সভাপতি মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভা পরিচালনা করেন পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা হেলাল উদ্দিন আহমদ। প্রধান

অতিথিগণ মাওলানা আব্দুর রাকীবের ছাত্র জীবন ও কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী একজন কৃতি ছাত্র, আলেমে দ্বীন, একজন সাংবাদিক, সংগঠক ও আইনজীবি। নিজ আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি ছিলেন অনঢ় ও অতিথি ছিলেন মাদ্রাসার সাবেক কৃতি ছাত্র ও পরিষদের উপদেষ্ঠা হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ।
বক্তব্য রাখেন মাওলানা এ কে মওদুদ হাসান, ব্যারিস্টার মাওলানা আহমেদ আব্দুল মালিক, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, মাওলানা সুলেমান আলী পীর, মাওলানা তাজুল ইসলাম তালুকদার, মাওলানা দিলোয়ার হোসেন, মাওলানা শাহ রিদওানুর রহমান. মাওলানা এ বি এ হাসান, মাওলানা আবদুল্লাহ হাবীবুর রহমান ও জনাব শামসুল আলম প্রমূখ।
সভায় মরহুমের তিন ছেলে. আব্দুর রহমান ওবায়দুল্লাহ আব্দুর রহিম. যোগদান করেন ও তাঁদের পিতার স্মৃতির উপর বক্তব্য রাখেন এবং তাঁদের পিতার জন্য সকলের নিকট দোয়া চান।
পরিশেষে হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ মাওলানা আবদুর রাকীবের ও তার পরিবারের জন্য দোয়া করেন।

১৯৭৮ সালে বর্ণবাদী হামলার শিকার ইসহাক আলীর স্মরণে স্মরণসভা

পূর্ব লন্ডন, ২৫ জুন ২০২৫ - ১৯৭৮ সালে হ্যাকনিতে বর্ণবাদী হামলার শিকার ইসহাক আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডের পিওর চায় সেমিনার রুমে একটি হৃদয়স্পর্শী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলতাব আলী ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি আলীর ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীর ঠিক একদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়।
ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন নূরউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আনসার আহমেদ উল্লাহর পরিচালনায়, এই সমাবেশে ইসহাক আলীর জীবন নিয়ে প্রতিফলন করার জন্য পরিবারের সদস্য, বর্ণবাদ বিরোধী এবং যুব সংগঠকদের একত্রিত করা হয়।
আনসার আহমেদ উল্লাহ ২৬ জুন ১৯৭৮ সালের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ৪৫ বছর বয়সী ইসহাক আলী এবং ২০ বছর বয়সী ফারুক উদ্দিন হ্যাকনির উরসউইক রোডে আলীর বাড়ির কাছে তিনজন শ্বেতাঙ্গ যুবক দ্বারা আক্রান্ত হন। দুইজনকে ঘুষি মেরে এবং একটি প্রতিবেদন অনুসারে, তাদের বুটের ফিতা দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। কুপারসেল রোডে বসবাসকারী পাঁচ সন্তানের জনক আলী মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং হ্যাকনি হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান।
সেই সময়, ইসহাক আলীর চাচাতো ভাই, সফর উদ্দিন, হ্যাকনি গেজেটকে বলেছিলেন, "তার গায়ের রঙের কারণে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। কোনও টাকা নেওয়া হয়নি। ইস্ট এন্ডে এটি সর্বদা ঘটে।" হ্যাকনি কর্মী অলোক বিশ্বাস, যিনি পরিবারকে চিনতেন, বলেছেন ফারুক উদ্দিন রিপোর্ট করেছেন যে আক্রমণকারীরা বর্ণবাদী গালিগালাজ করেছিল, দুই ব্যক্তিকে "পাকি" এবং "কালো" বলে অভিহিত করেছিল।
সভায় ইসহাক আলীর শ্যালক, জাহাঙ্গীর খান, বলেন বিয়ানী বাজারের মোরিয়া ইউনিয়নের ফেন গ্রামে জন্মগ্রহণকারী ইসহাক আলী খুব বন্ধুত্বপূর্ণ, রসিক এবং অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন হলওয়ে রোডে একটি রেস্তোরাঁ এবং হ্যাকনিতে একটি কারখানার মালিক ছিলেন ইসহাক আলী।
বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আলতাব আলী ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা আকিকুর রহমান, আলতাব আলী ট্রাস্টের রফিক উল্লাহ, বাংলাদেশ ইয়ুথ ফ্রন্টের (বিওয়াইএফ) জামাল মিয়া, জয়নাল চৌধুরী এবং আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশ ইয়ুথ মুভমেন্টের চুনু মিয়া, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুল মালিক খুকন, অভিনেতা স্বাধীন খসরু, ফাউন্ডেশনের সহকারী সম্পাদক জামাল খান, স্বাধীনতা ট্রাস্টের চেয়ারপারসন জুলি বেগম , বাংলাদেশ ইয়ুথ লীগের সেলিম উল্লাহ, সাংবাদিক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান বেলাল, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সাজিদুর রহমান, ইসহাক আলীর কনিষ্ঠ পুত্র শুহেল আহমেদ, তার পুত্রবধূ হাসিনা আহমেদ, প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ অর্গানিসশনের শুভা মতিন এবং খালিক আহমেদ।
অনুষ্টানে হ্যাকনি ও টাওয়ার হ্যামলেটস ডিফেন্স কমিটির সদস্যদের - অলোক বিশ্বাস, ভজন চ্যাটার্জী এবং প্যাট্রিক কোডিকারা প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় - যারা ইসহাক আলীর মৃত্যুর পর বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
বক্তারা ইসহাক আলীর এবং বৃহত্তর বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন সংরক্ষণের জন্য স্বাধীনতা ট্রাস্টের সহযোগিতায় একটি স্মারক পুস্তিকা তৈরির পক্ষে সমর্থন জানান এবং তার মৃত্যু বার্ষিকভাবে উদযাপনের প্রস্তাব করেন।
ইসহাক আলী তার মৃত্যুর নয় বছর আগে বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে ইসহাক আলীর হত্যার জন্যে তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত করা হয়, কেন্টিশ টাউন রোডের ১৭ বছর বয়সী একজন ক্যাবিনেট মেকার এবং হোমারটনের ১৬ বছর বয়সী দুই কিশোর। ১৯৭৯ সালে, তাদের প্রত্যেককে মাত্র ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, খুনের অভিযোগে নয় বরং ছিনতাইয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।
হাফিজ মোঃ জিল্লু খানের নেতৃত্বে ইসহাক আলীর জন্য একটি বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে সভাটি শেষ হয়।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের লিডারশিপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পতাকাবাহী সংগঠন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের উদ্যোগে এক লিডারশীপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার ২৪শে জুন। ওল্ডহ্যামস্থ দারুল হাদীস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্ট এর হলরুমে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন শাখার প্রায় এক শত দায়িত্বশীল উপস্থিত হন।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা খায়রুল হুদা খান এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা নজরুল ইসলাম এবং সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে ছিল নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন ও উত্তম চরিত্র গঠনের নিমিত্তে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ইউকের জমিনে দ্বীনী খিদমত বিস্তারে বিভিন্ন শহরভিত্তিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় এবং যুগোপুযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পারস্পরিক পরামর্শ প্রদান।

কনফারেন্সে সম্মানিত প্রশিক্ষক হিসেবে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন সেন্ট্রাল কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হাফিয মাওলানা কয়েছুজ্জামান, ওর্গেনাইজিং সেক্রেটারি ও দারুল হাদীস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী, দ্যা বৃটিশ মুসলিম স্কুল বার্মিংহামের প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান, লাতিফিয়া উলামা সোসাইটি ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী।

হাফিয মাওলানা রায়হান আহমদের কুরআন তিলাওয়াত এবং মাওলানা ফখরুল ইসলামের নাতে রাসূল পরিবেশনের মাধ্যমে সূচিত অনুষ্ঠানে আনজুমানে আল ইসলাহর নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, উপদেষ্টা হাজী আরজু মিয়া, তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা দুলাল আহমদ, গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবুল কালাম, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মাওলানা বেলালুর রহমান, প্রেস সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান কাইয়ূম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেচস্টার শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, সেক্রেটারি মাওলানা আবদুস সালাম, ওল্ডহ্যাম শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা এম এ বাছিত আশরাফ, সেক্রেটারি হাফিয শামসুজ্জামান সুহেল, সাবেক প্রেসিডেন্ট হাফিয আসকির মিয়া, ব্রাডফোর্ড শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারি আবদুর রব, বার্নলি শাখার প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ আবদাল, সেক্রেটারি হাফিয রায়হান আহমদ, রসেন্ডেল শাখার প্রেসিডেন্ট হাজী আমতর আলী, সেক্রেটারি মাওলানা মিজানুর রহমান, রচডেল শাখার প্রেসিডেন্ট হাজী আবদুল বাছিত, শেফিল্ড শাখার প্রেসিডেন্ট সবুজ মিয়া, হাইড শাখার সেক্রেটারি কারী খলিল আহমদ রওনক, কিথলী শাখার সেক্রেটারি হারুন মিয়া, ব্লাকবার্ন শাখার সেক্রেটারি মাওলানা শামসুজ্জামান, স্কানথর্প শাখার দায়িত্বশীল হাফিয দেলওয়ার হুসেনসহ উপরোক্ত শাখা সমূহের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে ব্যারিস্টার নাজির আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসী নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ও স্মারকলিপি প্রদান।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী ভোটাধিকার অবিলম্বে পূর্ন নিশ্চিত করণের দাবীতে আন্দোলনরত "প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ" - এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম নাসির উদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ বৈঠক করেন। আগারগাঁস্থ নির্বাচন কমিশন ভবনে পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদের নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট ডেলিগেশন আরো উপস্থিত ছিলেন কমিটির অন্যতম সদস্য লন্ডন প্রবাসী ব্যারিস্টার ইকবাল হোসাইন, ব্যারিস্টার মোজাক্কির হোসাইন এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এম রহমান মাসুম।

ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাটি পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারের ইতিবাচক সাড়ার পরও এখন পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ দৃশ্যমান না হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্বেগের কথা অবহিত করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আন্তরিকতার সাথে নেতৃবৃন্দের কথা শুনেন এবং কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টাসমূহ তুলে ধরেন। বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতার করার আশ্বাস প্রদান করা হয়। বৈঠক শেষে প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের একটি স্মারকলিপি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

পরে প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব:) আবুল ফজল মু. সানাউল্লাহর সাথে প্রবাসী ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ বিষয়ে ঘন্টা ব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেন প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

এক প্রতিক্রিয়ায় ডেলিগেশনের নেতৃত্ব দানকারী ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, দীর্ঘ আলাপে যথাক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় ও নির্বাচন কমিশনার মহোদয়কে খুবই আন্তরিক মনে হয়েছে। তবে তাদের সামনে বহুমুখী বাঁধা ও চ্যালেঞ্জ আছে। ১৪৭টি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেড় কোটি প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নিশ্চিত করা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা প্রাবাসীদের ভোটার তালিকা করার বিভিন্ন পদ্ধতি, ভোট গ্রহণের বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম, কমিশনের আরো দৃশ্যমান তৎপরতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেছি। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের কথা ও পরামর্শগুলো শুনেছেন।

ব্যারিস্টার নাজির আহমদ আরো বলেন, আমরা স্পষ্ট করে বলেছি গত ৫৪ বছরে রাজনৈতিক সরকারগুলো শুধু মুলা ঝুলিয়ে রেখেছিলো, প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অথচ প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন। গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসীদের অবদান ও ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পলিটিক্যাল কোন ব্যাগেজ নেই। তাই বর্তমান সরকার ও বর্তমান নির্বাচন কমিশন যদি প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত না করেন তাহলে আমরা আমাদের জীবদ্দশায় সম্ভবত: এই অধিকার পাবো না। সুতরাং যে কোন মূল্যযে আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতেই হবে। দেশের এক দশমাংশ ভোটারদের বাদ দিয়ে বা বন্চিত করে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর নির্বাচন সম্ভব নয়।

আনোয়ার হোসেন যুক্তরাজ্যে আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বি জনাব আনোয়ার হোসেন সাহেব যুক্তরাজ্যে আগমন উপলক্ষে গতকাল ৩০ শে জুন লন্ডনের একটি হলে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন ইউকে এর উদ্যোগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যালামনাই এসোসিয়েশন সভাপতি জনাব তছউর আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি জনাব শামীম আহমেদ, সহসভাপতি দেওয়ান নজরুল ইসলাম, সহসভাপতি সেলিম উদ্দিন চাকলাদার। সহ সভাপতি আজন উদ্দিন, সহসভাপতি তমিজুর রহমান রন্জু। বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিটিষ্ট সাবেক কাউন্সিলার আমিনুর রশিদ খান, কমিউনিটি এক্টিভিষ্টস আব্দুল কাদির, কমিউনিটি এক্টিভিষ্টস আতাউর রহমান আ্ংগুর মিয়া, কমিউনিটি এক্টিভিষ্টস আব্দুল মতিন। বক্তারা বলেন, আনোয়ার হোসেন একজন মানবহিতৈষী মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ। মানুষের সুখ দুঃখে পাশে দাড়িয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। আনোয়ার হোসেনের বাড়ির প্রতিটি মানুষের সাথে সবার মিতালী রয়েছে। রাজনৈতিক ভাবে, সামাজিক ভাবে এই বাড়ির লোকজনের সঙ্গে এলাকার প্রতিটি শ্রেণী পেশার সাথে গভীর সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি একজন নির্ভেজাল মানুষ। কোন মানুষের সাথে বৈরী কোন সম্পর্ক নাই। মনোমুগ্ধকর আত্মার সম্পর্ক। তাঁর মতো একজন সজ্জন মানুষ পাওয়া বর্তমানে পাওয়া বড় দুষ্কর। আনোয়ার হোসেন সাহেব কে ফুল ও ক্রেষ্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। লন্ডনে বসবাসরত ঢাকাদক্ষিণের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেছেন।

দাওয়াতুল ইসলামের কেন্দ্রীয় নির্বাচন সম্পন্ন

মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী আমীর নির্বাচিত

বিশেষ প্রতিনিধি: ২৯শে জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের বিগল্যান্ড স্ট্রিটস্থ দারুল উম্মাহ সেন্টারে দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের কেন্দ্রীয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

সংগঠনের আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানীর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল খলিলুর রহমানের পরিচালনায় সভার কাজ শুরু হয়। প্রোগ্রামে দারসে কুরআন পেশ করেন মাওলানা ফারুক হোসেইন।

আমীরের সুচনা বক্তব্যের পর নির্বাচনের কার্য্যক্রম শুরু হয়। সভার প্রথম পর্বে ছিল আমীর নির্বাচন এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিল শূরার সসস্য নির্বচন।

নির্বাচন কমিশনার হিশেবে দায়িত্ব পালন করেন হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুকিত,মাওলানা আবুল হাসানাত চৌধুরী ও জনাব নুর বকশ।

পরে সংগঠনের সদস্যদের গোপন ভোটের মাধ্যমে ২০২৫-২০২৭ সেশনের জন্য নতুন আমীর এবং মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত হন।

সংগঠনের আমীর হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন শায়েখ মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী।

এ সেশনের নির্বচিত মজলিশে শুরার সদস্যরা হচ্ছেন:

১. মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত
২. আবুল হাসানাত চৌধুরী
৩, খলিলুর রহমান

৪. এ কে মওদুদ হাসান
৫.শাব্বির আহমদ কাওসার
৬ মোহাম্মদ হাসান মইনূদ্দীন
৭. আহমেদ আব্দুল মালিক
৮. মোহাম্মদ আবু সায়িদ
৯. মোহাম্মদ ফারুক হোসেইন
১০. ফরিদ আহমদ রেজা
১১, সাজেদা আহমদ
১২. হোসনারা বেগম।

পরে নতুন শূরা সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের নবনির্বাচিত আমীর মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী।

দিনব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সংগঠনের সদস্য সদস্যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয়ে তাঁদের ভোট প্রয়োগ করেন।

নর্থাম্পটন সান রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু

দীর্ঘ দিন ধরে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বাংলাদেশীদের দখলে।ব্রিটেনে প্রায় ১২ হাজার রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে আছে।এ কারি শিল্পের সাথে জড়িত আছেন প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার মানুষ। কিন্তু ইদানীং নানা সমস্যায় ভুগছেন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা। ঠিক সেই সময়ে নর্থাম্পটনের ফয়ছল আহমদ, ফরহাদ আহমদ ও ফাহাদ আহমদ এই তিন ভাই মিলে নর্থাম্পটনে ক্যাটরিং রোডে সান রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু হয়েছে ২ জুলাই ২০২৫।উদ্বোধনের দিন থেকে রবি বার পর্যন্ত এই পাঁচ দিন হাফ প্রাইজ থাকবে। যে কেউ এসে খেয়ে যেতে পারেন আল-কাহলমুক্ত এই সান রেস্টুরেন্টেটি।

যুক্তরাজ্যে কারি ইন্ড্রাস্টি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। একের পর এক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বন্দ হচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে ইংল্যান্ডের নর্থাম্পটনে বাংলাদেশী মালিকানাধীন সান রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু হয়েছে। রেস্টুরেন্টটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়, এ সময় উপস্থিত ছিলেন সান রেস্টুরেন্টের মালিক ফয়ছল আহমদ, ফরহাদ আহমদ ও ফাহাদ আহমদ। নর্থাম্পটন বাংলাদশী এসোসিয়শনের চেয়ারম্যান আকিক মিয়া, আল জামাত উল মুসলিমিন অফ বাংলাদশ মসজিদের চেয়ারম্যান মখন খান, সেক্রেটারী গিয়াস উদ্দিন, ট্রেজারার আব্দুল আলী, ইমাম ক্বারী মাওলানা হাফিজ আবু বকর, আবিংটন মসজিদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম, হাফিজ সাব্বির উদ্দিন, আজাদ আহমদ, হারুন আলী সহ আর অনেকেই।

কাস্টমাররা রেস্টুরেন্টের খাবার খেয়ে খুব প্রসংসা করেন।

এসপায়ার পার্টি টাওয়ার হ্যামলেটসের বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুন বুধবার বৃটেনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এসপায়ার পার্টি, টাওয়ার হ্যামলেটসের বার্ষিক সাধারন সভা পূর্ব লণ্ডনের পপলার এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠণের চেয়ারম্যান কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মিসেস শেনালী মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া তালুকদার ও স্পীকার কাউন্সিলার সুলুক আহমদ।

সভায় সাংগঠনিক কাজের রিপোর্ট প্রদান করেন সাধারন সম্পাদক মিসেস শেনালী মিয়া ও আর্থিক রিপোর্ট প্রদান করেন সৈয়দ হাসান আব্দুল্লাহ তারেক।

আলোচনায় অংশ নেন -কাউন্সিলার আব্দুল মান্নান নজরুল, একাউন্টেন্ট নাসির উদ্দিন, কাউন্সিলার গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, কাউন্সিলার সাঈদ আহমদ, কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার, হাজী মোহাম্মদ হাবিব, কাউন্সিলার বদরুল চৌধুরী, কাউন্সিলার ইকবাল হোসেন, কাউন্সিলার বেলাল উদ্দিন, শফিকুর রহমান, কাউন্সিলার ব্যারিষ্টার মোস্তাক আহমদ, ব্যারিষ্টার নুরুল গাফফার, কাউন্সিলার আহমেদুল কবির,

কাউন্সিলার কবির আহমদ, কাউন্সিলার হারুন মিয়া, কাউন্সিলার আমিন রহমান, সৈয়দ সফর আলী প্রমুখ।

সভায় সাংগঠনিক ও আর্থিক রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। সভায় আলোচকরা গাজায় ফিলিস্তিনীদের গণহত্যা ও ইরানে হামলার নিন্দা জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন -এসপায়ার পার্টি বিগত তিন বছরে নির্বাচনের আগে ঘোষিত মেনুফেস্টের শতকরা ৯০ভাগ টার্গেট বাস্তবায়ন করেছে। হাউজিং সমস্যার সমাধানে ৫হাজার বাড়ি ডেলিভারী দেওয়া হবে। অবিলম্বে বাংলা স্কুল চালু হবে। নির্বাচনী ওয়াদার বাইরেও অনেক কাজ করা হচ্ছে।

তিনি মানুষের কল্যাণে ও বারার উন্নয়নে সকল কাউন্সিলার, ভলান্টিয়ার ও সদস্যরা একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যযে কে এম আবুতাহের চৌধুরী বলেন -এসপায়ার পার্টি দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এস্পায়ার পার্টির নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল জনকল্যানে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। ফ্রি সুইমিং, ফ্রি স্কুল মিল, ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস, সুবিধা বণ্চিত ও প্রকিবন্ধীদের জন্য মেয়রের বিশেষ গ্রান্ট, ৫ টি রেসিডেন্ট হাব, নতুন ইয়ুথ সেন্টার চালু, নতুন বাড়ি ঘর নির্মাণ, ড্রাগ প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা, স্থানীয় পার্কের উন্নয়ন, আইন শৃঙ্খলের উন্নয়নে এনফোর্সমেন্ট অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ জনমনে আশার সন্চার করেছে।

তিনি আগামী বছর কাউন্সিল নির্বাচনে এসপায়ার পার্টির বিজয়ের জন্য সবাইকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

ইলফোর্ডে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির উদ্যোগে কার্বন কর্মশালা সম্পন্ন

বুধবার (২ জুলাই ২০২৫) ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি সংস্থার উদ্যোগে লন্ডন ব্যুরো অফ রেডব্রিজের ইলফোর্ডের কিংডম সলিসিটর অফিস হলে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

পরিবেশ শিক্ষার মাধ্যমে স্থানীয় বয়স্ক বাসিন্দাদের জন্য একটি কার্বন রিডাকশন ফুটপ্রিন্ট কর্মশালা (ওয়ার্কশপ) সিটি ব্রিজ ফাউন্ডেশনের প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত এই দ্বিতীয় কর্মশালাটি পরিচালনা করেন খ্যাতনামা পরিবেশবীদ, বৃটেনের জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল এস এর সংবাদ পাঠক ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার।

তিনি কার্বনের ব্যবহার কমানো, রিসাইক্লিং, এনারজি সাশ্রয় ও স্বাস্থ্য সম্মত জীবন পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

কর্মশালাটি সিটি ব্রিজ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ, যার লক্ষ্য বাসিন্দাদের কার্বন নিঃসরণ কমাতে জ্ঞান ও ব্যবহারিক পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-পরিবেশগত টেকসইতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রচার।

উক্ত কর্মশালায় ৩০ জনেরও বেশি স্থানীয় বয়স্ক নাগরিক অংশগ্রহণ করেন, যারা এক প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক সেশনের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সচেতনতা সম্পর্কে গভীরতর ধারণা লাভ করেন।

প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "বাসিন্দাদের মাঝে পরিবেশ সম্পর্কে গভীরতর বোঝাপড়া গড়ে তোলা, কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাসের উপায় জানা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে

সচেতনতা বৃদ্ধি।"

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি প্রতিবছর চারটি কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে, প্রতিটি কর্মশালা চলবে দুই থেকে তিন ঘণ্টা।

সেশনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকবে: বিদ্যুৎ সাশ্রয়, টেকসই পরিবহন, বর্জ্য কমানো, জ্বালানি-দক্ষ গৃহব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, বাগান চর্চা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং পুনর্ব্যবহার।

কর্মশালাটি পরিচালনা করেন প্রকল্প ইন-চার্জ আহাদ চৌধুরী বাবু। শুভ সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ইস্টহ্যান্ডস-এর ট্রাস্টি বাবলুল হক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী। সহায়তায় ছিলেন ইস্টহ্যান্ডস-এর স্বেচ্ছাসেবক কিনু মিয়া এবং তৌহিদ চৌধুরী।

দ্বিতীয় কর্মশালাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা ভবিষ্যতের সেশনের জন্য ইতিবাচক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালার শেষে ঘরে ফিরে পরিবেশের উন্নয়নে অবদান রাখার এবং নিজের সুস্থতা বৃদ্ধির বিষয়ে অধিকতর সচেতন হবেন।

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, ডা. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার এবং আহাদ চৌধুরী বাবু।

এই কর্মশালাটি সহায়তা করেছে আকিলা নূর ফাউন্ডেশন এবং কিংডম সলিসিটর।

ইস্টহ্যান্ডস-এর চেয়ার নবাব উদ্দিন বলেন, "প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের কার্বন নিঃসরণ কমানো, আর একটি চ্যারেটি সংস্থা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করা। আমরা সিটি ব্রিজ ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা এই মহৎ উদ্যোগে আমাদের সহায়তা করছেন এবং পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখছেন। আমি বিশ্বাস করি, এই কর্মশালাগুলো অংশগ্রহণকারীদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাসে বাস্তব উপকার দেবে।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি সমাজে শিক্ষা এবং ব্যবহারিক উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও সুস্থ জীবনযাত্রা প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদার অর্থদাতাদের সহায়তায়, যেমন ঈরঃু Bridge Foundation, ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কাজ করে যাচ্ছে।

সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের সাহায্যে লন্ডনে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে তিনটি হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের অন্যতম একটি হচ্ছে সিলেটন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল। সম্প্রতি সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় দুটি হার্টরিলেটেড মেশিন ক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ফ্রেন্ডস অফ হার্ট ফাউন্ডেশন যুক্তরাজ্যকমিটির মাধ্যমে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেছে। এই বিষয়ে ৭ জুলাই লন্ডনেরব্যাকসলী মহারাজা রেস্টুরেন্টে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী চ্যানেল এস'র চেয়ারম্যান আহমেদ উস সমাদচৌধুরী জেপি এতে সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ সম্পাদক শিক্ষাবিদ মনসুর আহমদখানের সঞ্চালনায় বিশেষ মতবিনিময় সভায় যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন শহর থেকে অতিথিরাযোগ দিয়েছেন।

সহ-সভাপতি ও সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল ও কেন্দ্রীয়কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এস আই আজাদ আলী ও বিশিষ্ট চিকিৎসকডঃ আলাউদ্দিন এতে বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্যে একটি অভিন্ন কথা উঠে এসেছে, সেটি হল, বাংলাদেশে হার্টের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিলেট শহরেঅবস্থিত হার্ট ফাউন্ডেশন প্রতিদিন বহু মানুষের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে। কিন্তু কিছুমেশিন না থাকায় জটিল রোগীদের ঢাকায় প্রেরণ করতে হয়। সম্প্রতি হাসপাতালকর্তৃপক্ষ দুটি গুরুত্বপূর্ণ মেশিন ক্রয় করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রোগীদের জরুরি ভিত্তিতে এ দুটি মেশিন ক্রয়ে আর্থিকসহযোগিতায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

থেকে বক্তব্য রাখেন আশিক চৌধুরী, মোঃআব্দাল মিয়া, আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, গোলাম রব্বানী আহাদ রুহি, ডাক্তারসাঈদ মাসুক আহমদ, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, রেজাউল করিম মৃধা, মতিউর রহমানখোকন, মুহি আহাদ, রফিকুল হায়দার, চ্যানেল এস'র হেড ওফ প্রোগ্রাম ফারহান মাসুদখান, কামরুজ্জামান ইসহাক জিতু, আব্দুল মোহিত চৌধুরী।

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত অতিথি ও সদস্যবৃন্দ এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্যএগিয়ে আসার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয় স্বজনকে সম্পৃক্তকরার কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, বিশেষ এ সভায় তাৎক্ষণিকভাবে অনেকেই পার্মানেন্ট ডোনার মেম্বার এবংসদস্যপদ গ্রহণ

সভার শুরুতেই মহাগ্রন্ত কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের রিলিজিয়াসসেক্রেটারি শেখ ফারুক আহমদ।

স্বাগত বক্তব্যে আহমেদ উস সমাদ চৌধুরী হাসপাতালের কার্যক্রম ও বিগত দিনেসকলের সহযোগিতা ও অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এবং হার্টের রোগীদের বিশেষকাজে ব্যবহার হওয়ার দুটি মেশিন কিনতে সকলের আর্থিক সহযোগিতা কামনাকরেছেন।

সভায় উপদেষ্টা যথাক্রমে এম শামসুদ্দিন, এম এ মুনিম ওবিই বক্তব্য রাখেন। এছাড়াঅতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী শিক্ষানুরাগী খছরু খান, আব্দুল মুকিতচৌধুরী, আলহাজ্ব এনামুর রহমান, জাকির চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, নাসির আহমেদ, আব্দুল নূর, শেরওয়ান কামালি, কামাল আহমেদ ও ইউনুস আলী, টিপু চৌধুরী, শাহমোস্তাকিম, এমএ সাত্তার নূর।

সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত করেন। এতে প্রায় ৩০ হাজার পাউন্ড অনুদানের আশ্বাস পাওয়া গেছে।

বিশেষ এ মতবিনিময় সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আসা এবং সদস্যপদ গ্রহণএবং স্থায়ী ডোনার হয়েছেন তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেনসংগঠনের প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মুহিব উদ্দিন চৌধুরী।

সবশেষে নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার ইসি কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২ জুলাই ২০২৫ বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটি ও সম্মানিত উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা এবং আগামী ২০ জুলাই ২০২৫ রবিবার সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তুলে ধরে উপদেষ্টা মহোদয়দের সাথে আলোচনা করা হয়।

পূর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির।

সভায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার সম্মানিত উপদেষ্টা মন্ডলীর সকলেই সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি, সম্মানিত ট্রাস্টি ও ঢাকাদক্ষিণবাসী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তন্মধ্য উল্লেখযোগ্য হলোঃ ঢাকাদক্ষিণ ভিলেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, রামাদান মাসে যাকাত তহবিল সংগ্রহ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি-সেক্রেটারি -ট্রেজারার কে সম্মাননা প্রদান, মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা এওয়ার্ড প্রদান ও বৃটেনে ঢাকাদক্ষিণ হাউস থেকে রেন্ট বাবৎ সংগৃহিত পাউন্ড দিয়ে বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামে ঘরহীন মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ঘর নির্মান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথম ঘরের কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হতে যাচ্ছে।

সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন ট্রেজারার জাকির হোসেন, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম, উপদেষ্টা আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া, দেলওয়ার হোসেন লেবু, আফজল হোসেন চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, ট্রেজারার জাকির হোসেন, ইসি মেম্বার আবজল হোসেন, ইকবাল চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন, মামুন আহমদ।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলোচনায় উপস্থিত সকলেই আগামীর পথচলায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহিত মানবতার কল্যানে গৃহিত সকল পদক্ষেপে ঢাকাদক্ষিণবাসী ও সংগঠনের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা অতীতের মতোই অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ নর্থাম্পটন শাখার কমিটি গঠন

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম : ব্রিটেনের নর্থাম্পটন সাউথ আসনের লেবার পার্টির এমপি মাইকি রিডার বলেছেন ব্রিটেনের রাজনীতিতে ব্রিটিশ বাংলাদেশী্রা নানা অবদান রেখে যাচ্ছেন। ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের কাছ থেকে আমরা সবসময় সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতেও তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবে।আমরা চাই ব্রিটিশ বাংলাদেশী তরুনরা লেবার পার্টির রাজনীতিতে যোগ দিয়ে জনগণের সেবায় এগিয়ে আসেন। তিনি লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ নর্থাম্পটন শাখার নতুন কমিটি কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন এ কমিটির মাধ্যমে তারা জনগনের সেবা করে লেবার পার্টিকে অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মাইক রিডার এমপি রবি বার লাসান রেস্টুরেন্টে লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ নর্থাম্পটন শাখার নতুন কমিটি গঠন অনুস্টানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ এর

সেক্রেটারি নিউহামের কাউন্সিলর সৈয়দ বাশার।কাউন্সিলর এনামুল হক কে চেয়ারম্যান, সাবেক মেয়র কাউন্সিলর রুফিয়া আশরাফকে সেক্রেটারি, সলিসিটর জাবির মিয়া জেপিকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও আব্দুল আলিকে কোষাধক্ষ্য করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট লেবার ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ নর্থাম্পটন শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

সংগঠনের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান কাউন্সিলর এনামুল হকের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র ভাই চেয়ারম্যান সলিসিটর জাবির মিয়া জেপি র পরিচালনায় অনুস্টিত সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক মন্ত্রী কান্সসিলর সালি ক্যাবল, কাউন্সিলর তুরন মিয়া, কাউন্সিলর রিতা বেগম, কাউন্সিলার মুনা কালি, আব্দুল আলি হেকিম আলি মনসুর, মতল্লি মখন খান ও বিসিএর চীফ ট্রেজারার টিপু রহমান সহ আর অনেকেই।

ক্বারী মাওলানা হাফিজ আবু বকর এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সবশেষে শেষে শেফ সেলিম আহমেদের মজার রান্নায় খাবার খাওয়া হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

যুক্তরাজ্য ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আয়োজনে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মাগো ভাবনা কেন শিরোনামে, গতকাল ২৬ জুন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্যের উদ্যেগে লন্ডনে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ৩১ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য কমিটির সভাপতি সৈয়দ এনাম ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রাজ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাহানারা ইমামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

জাহানারা ইমামের গণ আদালত গঠন ও আন্দোলন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক আবু মূসা হাসান। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য গঠনে জাহানারা ইমাম কিভাবে তরুণদের যুক্ত করেছিলেন সেই প্রেক্ষিত নিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড. আনসার আহমদ উল্লাহ। এ ছাড়াও শহীদ জননীর স্মৃতিচারণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌছ সুলতান, কবি শামীম আজাদ ও চলচ্চিত্র নির্মাতা লিসা গাজী।

জাহানারা ইমামের ৭১ এর দিনগুলি বই থেকে পাঠ করেন বাচিক শিল্পী মুনিরা পারভীন, শেষ চিঠি পাঠ করেন নজরুল ইসলাম অকিব। অনুষ্ঠানের মুল আকর্ষণ ছিল শহীদ জননীকে নিয়ে বিলেতের বাংলাদেশী কবিদের স্বরচিত মৌলিক কবিতা আবৃত্তি। এ পর্বে অংশ নেন কবি শামীম আজাদ, কবি হরমুজ আলী, কবি হামিদ মোহাম্মদ, কবি

শাহাব আহমেদ বাচ্চু, কবি মাসুক ইবনে আনিস, কবি মাহফুজা তালুকদার, কবি মুজিবুল হক মনি, কবি ধনঞ্জয় পাল। কবি শামীম আহমেদ ও কবি আতাউর রহমান মিলাদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন উর্মি মাজহার, কবি দিলু নাসেরের কবিতা আবৃত্তি করেন নিলুফা হাসান ও কবি জুয়েল রাজের কবিতা আবৃত্তি করেন মুনিরা পারভীন।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাজ্য সংসদের শিল্পী নুরুল ইসলাম ও অসীমা দের নেতৃত্বে সমবেত কন্ঠে স্মরণসভার থিম সংগীত, মাগো ভাবনা কেন আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ বেলাল, সহ সভাপতি জামাল খান, ও নাজমা হোসেন। সত্যব্রত দাশ স্বপন, মাহমুদ হাসান মিঠু, লিপি ফেরদৌসী, প্রমুখ।

বক্তব্যে বার বার যে কথাটি উচ্চারিত হয়েছে তা হলো, শ্রদ্ধেয় জাহানারা ইমাম যে উদ্দেশ্যে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করেছিলেন এবং দেশবাসীর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যথাযথ পালন করতে হবে। একাত্তরের ঘাতকদের বিচার সম্পন্ন করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান 'জয় বাংলা' অক্ষুন্ন রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

'রঙের দুনিয়া' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা ও কমিটি গঠণ

মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন: গত ৭ জুলাই মঙ্গলবার বিকাল ৬ টার সময় কে এম আবু তাহের চৌধুরীর রচিত রঙের দুনিয়া বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রস্তুতি সভা পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি নেতা এম এ মান্নান এবং সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট লেখক সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন।

সভায় আলোচনায় অংশ নেন, লেখক ও গবেষক ড: মোহাম্মদ আবুল লেইস, কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, খান জামাল নুরুল ইসলাম, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক রহমত আলী, একাউন্টেন্ট এম নাসির উদ্দিন, হাজী ফারুক মিয়া, মোহাম্মদ মসুদুর রহমান চৌধুরী, এম এ রব, মোঃ আবুল বাশার, সাংবাদিক ডঃ আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক আফসর উদ্দিন, মোহাম্মদ ইকবাল, হাজী বুলু মিয়া, ছয়ফুর রহমান হিরো কোরেশী প্রমুখ।

উক্ত সভায় 'রঙের দুনিয়া 'কাব্য গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নানকে আহবায়ক, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিনকে সদস্য সচিব ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফাকে অর্থ সচিব করে ১৫ সদস্য একটি কমিটি গঠণ করা হয়।

ডঃ মাওলানা শুয়াইব আহমদের লন্ডন প্রত্যাবর্তন

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমিয়তের যুগ্ম মহাসচিব ডঃ মাওলানা শুয়াইব আহমদ বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের সফর শেষে লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ উপলক্ষে গত ৮ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে ইষ্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে মাওলানা শুয়াইব আহমদের সাথে ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকিম, সহ-সভাপতি হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, সহ-সভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী ও ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ প্রমুখ এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এসময় নেতৃবৃন্দ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। মাওলানা শুয়াইব আহমদ দেশ ও জাতির বর্তমান সন্ধিক্ষণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সম্ভাব্য প্রার্থী: ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ও সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে, সম্ভাব্য প্রার্থী: সুনামগঞ্জ-২ হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক,জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ও সহ-সভাপতি, ইউকে জমিয়ত, সম্ভাব্য প্রার্থী: সুনামগঞ্জ-৩ হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য,জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ও সহ-সভাপতি, ইউকে জমিয়ত, সম্ভাব্য প্রার্থী: সিলেট-২।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী–স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশন ইউকের গ্রীষ্মকালীন উৎসব

গ্রেটার যশোর অ্যাসোসিয়েশন ইউকে লন্ডনে তাদের গ্রীষ্মকালীন উৎসব ২০২৫ ও মিলন মেলার আয়োজন করেছে। ৫ জুলাই, ২০২৫, শনিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সদস্যরা, তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে, গ্রীষ্মকালীন উৎসব ও মিলন মেলায় অংশগ্রহণ করেন, যেখানে ৫০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের আহ্বায়ক এবং কমিউনিটির একজন সুপরিচিত আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান (এমকিউ হাসান) অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা করেন ইফতেহাদুল ইসলাম শিমুল।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

সভাপতি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান সকলকে স্বাগত জানান এবং তার বক্তব্যে সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি সদস্যদের তাদের অটল সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান, যা সংগঠনের সাফল্যে অবদান রেখেছে। তিনি সকল অংশগ্রহণকারীদের, বিশেষ করে সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি, যাদের উৎসাহ অনুষ্ঠানটি সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, একসাথে তারা সংগঠনটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

তার বক্তব্যের পর, ব্যারিস্টার আবু রেজা তুহিন, সৈয়দ নাজমুল হাসান, মাহবুবা সুলতানা, রুনা, বিউটি, মাহমুদ, ডলার বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, ওমর ফারুক, তুহিন মোল্লা সহ অন্যান্য সদস্যরা তাদের মতামত প্রকাশ করেন। তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে এই সদস্যরা সংগঠনের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে, ব্যারিস্টার আবু রেজা তুহিন একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন, যার সভাপতি হিসাবে ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক ইফতেহাদুল ইসলাম শিমুল এর নাম ঘোষনা করা হয়।

সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল এবং অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করার আগে সভাপতি সকলকে তাদের অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

শাহবাজপুর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র নতুন কমিটি গঠিত

মোমিতুর রাজা চৌধুরী সভাপতি, মোহাম্মদ রহিম সেক্রেটারি, ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন সুমন ট্রেজারার

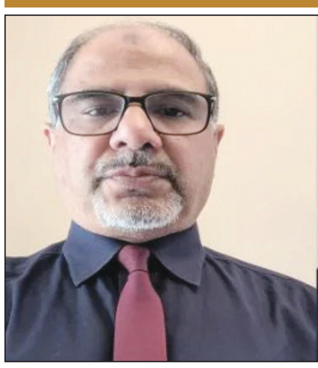

লন্ডন, ২ জুলাই ২০২৫: শাহবাজপুর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে'র দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ২৪ জুন মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব এ কে এম আবু তাহের চৌধুরী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিদায়ী সভাপতির স্বাগত বক্তব্য, সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্রেজারারের আর্থিক রিপোর্ট উপস্থাপন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে কমিটির কার্যক্রম বিলুপ্ত ঘোষনা করে নির্বাচন কমিশনারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়। সাধারণ সদস্যদের সম্মতিক্রমে নির্বাচনের পরিবর্তে প্রস্তাবের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সংগঠনের পেট্রন জনাব মনজুর রাজা চৌধুরী নির্বাচন কমিশনার বরাবরে নতুন কমিটিতে জনাব মোমিতুর রাজা চৌধুরীকে সভাপতি, মোহাম্মদ রহিমকে জেনারেল সেক্রেটারী ও ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন সুমনকে ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব দেন । নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাঁদেরকে নির্বাচিত ঘোষণা করে অবিলম্বে পূর্ণ কমিটি গঠন করার পরামর্শ দেন । নব নির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ যুক্তরাজ্যস্থ শাহবাজপুরবাসীকে একসাথে নিয়ে এলাকার উন্নয়নে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের নিয়ে ২০০২ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে । প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ২৩ বছর এলাকার শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বহুমুখী কার্য্যক্রমে ভুমিকা রেখে আসছে।

নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব মোমিতুর রাজা চৌধুরী এঙ্গলিয়া রাসকিন ইউনির্ভাসিটির সিনিয়র লেকচারার, জেনারেল সেক্রেটারি মুহাম্মদ রহিম ব্যাংক এশিয়া এক্সচেঞ্জ ইউকে'র হেড অব অপারেশন্স ও ট্রেজারার ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন সুমন পূর্ব লন্ডনের খ্যাতনামা ল'ম্যাটিক সলিসিটর্স ফার্মের পার্টনার হিসেবে সুনামের সাথে আইনপেশায় জড়িত রয়েছেন।

বৃষ্টল বিশ্বনাথ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর ঈদ পুনর্মিলনী ও নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

খায়রুল আলম লিংকনঃ বৃষ্টলের স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে প্রবাসী বিশ্বনাথবাসী সহ অন্যান্য এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতে বৃষ্টল বিশ্বনাথ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী ও নব গঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুল হামিদ, সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম খান এর সঞ্চালনায় ও অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মাদ ইকরাম উদ্দিন ও নব গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দের পরিচয় করিয়ে দেন সহ্য সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আজিজুর রহমান।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন এসব সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে চ্যারিটির কাজ করা হচ্ছে যাদের

মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে। বিশ্বনাথ ওয়েলফেয়ার এর সমাজসেবা মুলক কর্মকান্ড নবগঠিত কমিটির মাধ্যমে আরো এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করেন অতিথিবৃন্দ সহ উপস্থিত সকল সদস্য বৃন্দ।

নব নির্বাচিত কমিটির এডভাইজর মোহাম্মাদ তৌরিস আলী, মবশ্বির আলী, সিপার খান, মোশাহিদ আলী। সভাপতি আব্দুল হামিদ, সহ সভাপতি চমক আলী, মোঃ আরাফাত আলী রাজু, মোঃ মতচ্চিন আলী।

সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম খান, যুগ্ম সম্পাদক জাহেদুর রহমান। ট্রেজারার মোঃ মকবুল আলী, এসিসটেন্ট ট্রেজারার এ এম ইলিয়াস হোসেন। অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোঃ আব্দুর রহমান, এসিসটেন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মোঃ তুহিন আহমদ। প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মোঃ হুমায়ুন খান, এসিসটেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মোবারক আলী॥ কালচারাল সেক্রেটারি মোঃ তাজুল ইসলাম। স্পোর্টস সেক্রেটারি মোঃ রফিক আলী, এসিসটেন্ট স্পোর্টস সেক্রেটারি মোঃ জুনেদ আহমদ, সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ কবির আলী, মোঃ আশিকুল ইসলাম, আব্দুল কাইয়ুম, মোঃ আমিনুল হক, আনিছ আলী নির্বাচিত হয়েছেন।

ট্রেজারার মকবুল আলীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি লর্ড লুইটেনেন্ট উইনশেয়ার মকররম আলী আফরোজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিএসসি ট্রেজারার ছালেহ আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল হক চৌধুরী রুকু, শেখ তাহির উল্লাহ, সাবেক কাউন্সিলর আয়াছ মিয়া, আজম খান প্রমুখ।

বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন
মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী,
07904278050

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই-আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন ও আহত হয়েছেন তারা এ জাতির সূর্যসন্তান।তাদেরকে জাতি আজীবন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবের চেতনাকে কে ধরে রাখতে সকলের প্রতি আহবান জানান।

গত ২৯ জুন রবিবার জামেয়া ইসলামীয়া বার্মিংহামে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্যের নবগঠিত নির্বাহী পরিষদের সভা নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, আগামী নির্বাচন কে সামনে রেখে ইসলামী

রাজনৈতিক শক্তির বৃহত্তর ঐক্য আমরা চাই। দেশ ও জাতির কল্যাণে বৃহত্তর এই ঐক্য সময়ের অপরিহার্য দাবী।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতির আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা শায়খ ইকবাল হোসাইন, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সহ সভাপতি ব্যারিষ্টার মাওলানা শায়খ বদরুল হক, সহ সভাপতি মাওলানা শায়খ নাজিম উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুসলেহ উউদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ সৈয়দ শিহাব উদ্দিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, প্রকাশনা সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিন ভুঁইয়া, নির্বাহী সদস্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা মুফিজুর রাহমান মারুফ, মাওলানা আহমদ হোসাইন, হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রাহমান মামুন, প্রমূখ।

সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাপক সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে জুলাই- আগষ্ট বিপ্লবের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, আগামী ২০ জুলাই লীডস ও ব্রাডফোর্ড শাখা পুনর্গঠন এবং নর্থ ইংল্যান্ডের শাখা সমূহের দায়িত্বশীলদের নিয়ে দায়িত্বশীল সমাবেশ, ২৭ জুলাই লন্ডনের সকল দায়িত্বশীল ও কর্মীদের নিয়ে তারবিয়াতী সফর, যুক্তরাজ্য সংগঠনের সকল শাখা দায়িত্বশীলদের নিয়ে প্রশিক্ষণ মজলিসের আয়োজন করা।

পরিশেষে জুলাই আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানে শাহাদাত বরণকারী ছাত্র-জনতার রূহের মাগফিরাত (আত্মার শান্তি) এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

মোনাজাত করিচালনা করেন যুক্তরাজ্যে সফররত বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নেতা মাওলানা আব্দুল হাই বাহুবলী।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বর্তমানে বাংলাদেশে ভয়াবহ সময় পার করছে নারী এবং কন্যা শিশু

ছান্দসিক আয়োজিত 'জাগো মানুষ' শিরোনামে কথা, কবিতা ও গানে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদ

নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, লন্ডন: বাংলাদেশে বর্তমানে ভয়াবহ সংকটে আছে নারী এবং কন্যা শিশু। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এর তথ্য অনুযায়ী গত ছয় মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩৫৪টি, দলবদ্ধ ধর্ষণ সংগঠিত হয়েছে ১৩৬টি এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১৭জনকে। কেবলমাত্র জুন মাসেই ৫৪টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ।

নারীর প্রতি সহিংসতার এই চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের জন্য আবৃত্তি সংগঠন 'ছান্দসিক' আয়োজন করেছে 'জাগো মানুষ' শিরোনামে আলোচনা, কবিতা ও গান।

৫ই জুলাই শনিবার ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠিত নারী নির্যাতনের এই প্রতিবাদের নাম 'জাগো মানুষ' কেন নির্ধারণ করা হলো তার ব্যাখা করে ছান্দসিকের কর্ণধার মুনিরা পারভীন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি কবি, সাহিত্যিক ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের গবেষক অপূর্ব শর্মার লেখা কবিতা 'জাগো মানুষ, জাগো মানুষ/ শক্তি কর সঞ্চয়/ বেদনার অশ্রু মুছে/ হও তুমি নির্ভয়' কবিতা আবৃত্তি করেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নারী আন্দোলন নেত্রী সীমা মোসলেম ঢাকা থেকে যোগ দিয়ে তার বক্তব্যে গত ছয় মাসে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা একটা ভয়াবহ সময় পার করছি। গত এক মাসেই ৫৪টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। নারীর প্রতি নির্যাতনের ধরণ দিন দিন বদলাচ্ছে। তিনি বলেন, যদিও নারী নির্যাতনের সকল সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়না, তারপরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যে তালিকা প্রকাশ করেছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। সীমা মোসলেম বলেন, যেটা বর্তমানে চরম রূপ ধারণ করেছে তা হলো অধিকাংশ ধর্ষণের শিকার ১৮ বছরের নিচের শিশু কন্যা এবং বেশির ভাগ অপরাধীরাও তরুণ।

তিনি বলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হলো নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে কথা বলা, অধস্তন করে রাখা। নারীর প্রতি সহিংসতার শতকরা ৭০ ভাগই পারিবারিকভাবে হয়। নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশে আইন আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। আদালতে যায় মাত্র শতকরা তিন ভাগ। সীমা মোসলেম আরো বলেন, দেশের অর্থনীতিতে নারীদের অবদান অনেক। তারা কোন কিছুতে পিছিয়ে নেই, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র নারীর পাশে নেই। অঘটন ঘটলেই সুশীল সমাজের অঙ্গুলি নারীর বিরুদ্ধেই যায়। নারীর প্রতি সহিংসতা যে মানবাধিকার লজ্ঘন তা উপলব্ধি করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ না হলে সমাজ এগুতে পারবেনা। শিক্ষা কারিকুলামে নারী নিপীড়ন প্রতিকারের উপায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বর্তমানে জার্মানিতে অবস্থান করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক জোবায়দা নাসরীন কণা। তিনি ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে তার গবেষণা থেকে নারী নির্যাতনের আদ্যোপান্ত বিস্তারিত ব্যাখা করেন।

তিনি এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে বলেন, ধর্ষণের শিকার অধিকাংশ কন্যা শিশু। জোবায়দা নাসরিন বলেন, পিতৃতন্ত্র যতদিন আছে ততদিন নারী নিপীড়ন বন্ধ হবেনা। কোন ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেই নিন্দা বা বিচারের আগে আলোচনায় আসে, আগে বেশি হয়েছে না বর্তমানে বেশি হচ্ছে। রাজনৈতিক রূপ দেয়া হয়। ধর্ষকের রাজনৈতিক পরিচয় বের করার জন্য অনেকে ব্যস্ত হয়ে পরে। একজন উপদেষ্টা কিভাবে বলতে পারেন মুরাদনগরের ধর্ষনের ঘটনা ঘটিয়েছেন একটি রাজনৈতিক দলের লোক। ধর্ষণের বিরুদ্ধে রাজনীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ষণকে বৈধতা দেয়া হয়। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামের নেতারা যখন নারীকে বেশ্যা হিসেবে গালি দেয়, রাষ্ট্র সেখানে নিশ্চুপ থাকে।

যোবায়দা নাসরিন আরো বলেন, আমার জানা মতে এই সপ্তাহে ১৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে যা সংবাদপত্রে আসেনি। এখন ভয়ের রাজত্ব চলছে। সংবাদপত্র সেলফ সেন্সরশিপ করে থাকে। তিনি বলেন, ধর্ষণের সাথে অর্থনীতির যোগ আছে। ধর্ষণের শিকার নারীর পরিবার বেশির ভাগ সময়ে এলাকা ছেড়ে চলে যায়, তখন অন্যেরা তাদের ভিটেবাড়ি দখল করে নেয়। গত ২৬শে জুন মুরাদনগরে যে হিন্দু নারীর উপর ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, সেই পরিবারটিও এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে নারীর প্রতি ন্যাক্কারজনক নীপিড়ন, বর্বরোচিত সহিংসতা, সারাদেশে নারী ও শিশু ধর্ষণের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা ও এর প্রতিকারে

আরো যারা জোড়ালো বক্তব্য রাখেন তারা হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গৌস সুলতান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মাহমুদ এ রউফ, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা ড. আনসার আহমেদ উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই ইন দা ইউকের সভাপতি প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিইএম, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি সৈয়দ এনামুল ইসলাম, সত্যবাণী অনলাইন পোর্টালের সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা, কবি হামিদ মোহাম্মদ, সাংবাদিক নিলুফা ইয়াসমীন হাসান, অভিনেত্রী কবি মাহফুজা রহমান, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এমদাদ তালুকদার, সাংবাদিক মকিস মনসুর, সাংস্কৃতিক কর্মী উপস্থাপক উর্মি মাযহার প্রমুখ।

'মানুষ তুমি জেগো উঠো মানবতায়' গান পরিবেশন করেন মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠযোদ্ধা হিমাংশু গোস্বামী ও 'জাগো মানুষ জাগো শক্তি কর সঞ্চয়' গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী গৌরী চৌধুরী।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেছেন সাংস্কৃতিক কর্মী শাহাবুদ্দিন আহমেদ বাচ্চু ও ময়নূর রহমান বাবুল। প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইকবাল 'নৈসর্গের চিৎকার' কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি বলেন, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকা, উৎকর্ষতার জন্য তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সাংস্কৃতিক কর্মী বাচিক শিল্পী মহুয়া চৌধুরী অনেক আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন, পরবর্তীতে নারী জাগরণ নিয়ে চমৎকার আবৃত্তি করেছেন।

প্রায় প্রতি দিনই নারীর উপর অমানবিক অত্যাচারের খবর সংবাদপত্রের শিরোনাম হচ্ছে। উল্লেখ্য, যে ঘটনাটি বিশেষভাবে আলোড়ন তুলেছে তা হলো, গত ২৬শে জুন কুমিল্লার মুরাদ নগরে এক পাষন্ডের ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক হিন্দু রমণী। পরবর্তীতে এক দল উশৃঙ্খল যুবক ভুক্তভোগী নারীকে প্রহার করে মারাত্মকভাবে আহত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁকে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করে, এবং তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দেয়। এই নিন্দণীয় ঘটনার পরের দিনই ভোলাতে গণ ধর্ষণের শিকার হন অপর এক নারী। অমানবিক আচরণের শিকার এই নারী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন এই নৃশংস ঘটনার পর তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন।

গতকাল ৬ই জুলাই আরো একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, তা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে মসজিদ থেকে ৯ বছরের শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, পুলিশের ধারণা ধর্ষণের শিকার হয়েছে শিশুটি। এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত হচ্ছে।

'ছান্দসিক' আয়োজিত নারী নির্যাতন বিরোধী ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠানে যোগ দানকারী সকলে এই পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক বলে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

অক্সফোর্ডে বাংলাদেশি যুবকদের উদ্যোগে অক্সফোর্ড স্ট্রাইকার্স ক্রিকেট ক্লাবের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

অক্সফোর্ডে প্রবাসী বাংলাদেশি যুবকদের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল অক্সফোর্ড স্ট্রাইকার্স ক্রিকেট ক্লাব। এক মনোমুগ্ধকর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ক্লাবের পরিচিতি, জার্সি উন্মোচন ও সদস্য পরিচিতি অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন ক্লাব সদস্য ফারহান হুসাইন

পুরো আয়োজনটি পরিচালনা করেন ক্লাবের ডিরেক্টর আহমেদ তাহসিন।

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ক্লাবের ডিরেক্টর জাকারিয়া হুসাইন এবং ক্লাব সদস্য ইউসুফ হুসাইন, যাঁরা ক্লাবের ভিশন ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিটি নেতা আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-

❑ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব স্যাম আল সামাদ,

❑ উইটনি কাউন্সিলর আব্দুল মুবিন,

❑ এবং অক্সফোর্ড ইস্টের এমপি প্রার্থী আমির স্টিভ আলী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ: লোকমান, আবদুল্লাহ, আল-আমিন, রাজু, রিদওয়ান, ইকবাল, মাহবুব, হুমায়ুন, লুৎফুর, রিয়াজ, সাদিকুল, সহ আরও অনেকে.

বক্তারা বলেন, আমরা আশা করি, অক্সফোর্ড স্ট্রাইকার্স ক্রিকেট ক্লাব শুধু খেলার ময়দানেই নয়, বরং সমাজে ঐক্য, শক্তি এবং সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে সড়ক উন্নয়নে সরকারি অর্থায়নঃ আয়ু বাড়বে সড়কের, কমবে কার্বন নিঃসরণ

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে গোটা বরো জুড়ে সড়ক সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে, যার লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদে সড়কের আয়ু বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ মেরামতের প্রয়োজন হ্রাস, এবং পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলা।

এই কর্মসূচির অর্থায়নের বড় অংশ এসেছে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে, যারা "নেটওয়ার্ক নর্থ" প্রকল্পের আওতায় লন্ডনের হাইওয়েজ মেইনটেন্যান্স ফান্ডিং প্রদান করছে।

এই সরকারি সহায়তা টাওয়ার হ্যামলেটসকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৩০টি পৃথক রাস্তার পুনরায় পিচ ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে বারার ভনগান ওয়ে, পারফেট স্ট্রিট, পিয়ার স্ট্রিট ও স্টুয়ার্ট স্ট্রিট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ত সড়কগুলোর পিচ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। শুধু এই চারটি সড়কে প্রায় ৩ লাখ ২০,০০০ পাউন্ড বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীদের জন্য মসৃণ, নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন চলাচল নিশ্চিত করবে।

এই প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর পরিবেশগত সচেতনতা। প্রচলিত হট মিক্স অ্যাসফল্টের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে "ওয়ার্ম মিক্স অ্যাসফল্ট", যা তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রায় প্রস্তুত করা হয় এবং এতে কার্বন নিঃসরণ প্রায় ১৫%-২০% কম হয়। এই উদ্যোগ টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সামগ্রিক 'গ্রিন ইন্সফ্রাস্ট্রাকচার' বা পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো তৈরির প্রতিশ্রুতিরই অংশ।

এই প্রকল্পে আরেকটি কার্যকরী কৌশল হচ্ছে 'ওয়ান ভিজিট' পদ্ধতি - অর্থাৎ, যেখানে সম্ভব, সেখানে একবারেই সম্পূর্ণ কাজ শেষ করা হচ্ছে। এতে করে অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত, অতিরিক্ত সময় ও খরচ বাঁচে, সেইসাথে বাসিন্দা ও যানবাহন চলাচলে বিঘ্নও কমে।

কাউন্সিল জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরণের প্রকল্প অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী অর্থবছরেও কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে টাওয়ার হ্যামলেটসের রাস্তা নেটওয়ার্ক আরও টেকসই, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠবে।

লন্ডনে সম্বর্ধিত হলেন বাংলার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পি ও সুরকার সৌম্যেন অধিকারী

মতিয়ার চৌধুরী লন্ডনঃ গেল ২৭শে জুন ২০২৫ লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী গিল্ড হলে ''টেকনো ইন্ডিয়া আইএফএ শিল্ড ইউকে এবং হেরিটেজ বেঙ্গল গ্লোবাল'' আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন উভয় বাংলার স্বনামখাত সংগীত শিল্পী সৌম্যেন অধিকারী। বাংলার সংস্কৃতিকে ইংল্যান্ড সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাকে সম্মানিত করলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের বিশিষ্টজন সংস্কৃতিপ্রেমি মুনসুর আলী, এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিএলএ মেম্বার উন্মেষ দেশাই বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ শিল্ড ইউকে ও হেরিটেজ বেঙ্গল গ্লোবাল এর কর্ণধার অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়।

এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয় ক্রীড়া জগতে বিশেষ অবদানের জন্য অলিম্পিয়ান শ্যুটার জয়দীপ কর্মকার ও তার পুত্র শ্যুটার আদ্রিয়ান কর্মকারকে। জয়দীপ কর্মকার শুটিংয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক পদক বিজয়ী এবং বর্তমানে ভারতের একজন বিশিষ্ট কোচ এবং গর্বিত পিতা এই অর্থে, যে তার পুত্র আদ্রিয়ান কর্মকার সম্প্রতি বিশ্বকাপে রৌপ পদকজয়ী হয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো বাংলা ও ব্রিটেনের মাঝে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংযোগ সুদৃঢ় করা।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও সুরকার সৌম্যেন অধিকারী দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সংস্কৃতি প্রবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্রতী। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য এই শিল্পী বাংলার গান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশন করে আসছেন বিগত তিন দশক ধরে। দেশে বিদেশে অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মরণে ব্রিটিশ বাঙ্গালী বিশিষ্ট নাট্যকার ড. আনোয়ারুল হকের লেখা একটি গানে সুরসৃষ্টি ও কণ্ঠ দান করে তিনি বিশেষ সাড়া ফেলেছেন। এটি ইংল্যান্ডের প্রয়াত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মরণে গাওয়া প্রথম বাংলা গান। গতবছর নভেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের বেডফোডসায়ারে লুটন টাউন হলে ইউনাইটেড নেশন লুটন শাখার আয়োজনে এক জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানে এই গানটি প্রকাশিত হয় এবং এই গানের ডিভিডি ব্রিটেনের বর্তমান রাজা প্রিন্স চার্লসের কাছে পাঠানো হয়। এই গান বেডফোর্ডসায়ারের লেফটেন্যান্ট সুসান লোসাডার মাধ্যমে বর্তমানে ব্যকিংহাম প্যালেসে সংগৃহীত হয়েছে ইউনাইটেড নেশন সূত্রে এ খবর জানা গেছে। এবারের ইউরোপ সফরে সৌম্যেন অধিকারী এই গানের জন্য আরও একটি বিশেষ সম্মান অর্জন করলেন। ২২শে জুন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ড. নাজিয়া খানম OBE DL লুটনে এক সঙ্গীতে অনুষ্ঠানে সৌম্যেনকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানান। সেখানেই টানা তিন ঘন্টা শ্রোতাদের গান শোনানোর পর ইংল্যান্ডের বর্তমান রাজা প্রিন্স চার্লসের রাজ্য অভিষেকের স্মৃতি বিজড়িত স্বর্নখচিত করোনেশন প্লেট সৌম্যেনের হাতে তুলে দেন ড.নাজিয়া খানম OBE DL (Chair of UNA - Luton) এবং ডেভিড চিসম্যান (Secretary of UNA - Luton)। সৌম্যেন অধিকারীর স্বপ্ন বাংলার চিরায়ত সংগীতকে সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

● সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
● হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
● বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী-স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
● সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

নির্বাচনী আচরণবিধিতে এআই নিয়ে নীতিমালা প্রয়োজন

এ আই নিয়ে সমগ্র দুনিয়া তোলপাড়। এ আই এমন সমাধান দিচ্ছে যে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

আচরণবিধিতে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে স্পষ্ট করে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। এআইয়ের অপব্যবহার যদি আমাদের গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ধারাকে বিভ্রান্তির গহ্বরে ঠেলে দিয়ে ভবিষ্যৎকে আরও অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়, তাহলে তার দায় কিন্তু নির্বাচন কমিশনকেও বহন করতে হবে। গত সপ্তাহে নির্বাচন কমিশন 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫'-এর খসড়া প্রকাশ করে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে এ বিষয়ে নাগরিকদের মতামত আহ্বান করেছে। নির্বাচনের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই আচরণবিধি, যা প্রতিযোগিতার মাঠকে সবার জন্য সমান করতে প্রয়োজন।গত ২ জুন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার আন্তর্জাতিক সংস্করণে ইতিমধ্যেই ৫০টি দেশের নির্বাচনে এআই কী ধরনের হুমকি তৈরি করেছিল, তা উল্লেখ করে একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

'এআই গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে শুরু করেছে' (এআই কনটেন্ট ইজ স্টার্টিং টু ওয়ার ডাউন ডেমোক্র্যাসি) শিরোনামের এ প্রতিবেদনে সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হিসেবে কানাডার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে শিশু যৌননিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সুইমিংপুলে একসঙ্গে সাঁতার কাটার বানোয়াট ছবি এক্স (সাবেক টুইটার) প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

মার্ক কার্নির বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার কাজে আসেনি। কিন্তু রোমানিয়ায় গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এআইয়ের অপব্যবহার ঘটেছিল দেশটির বাইরে রাশিয়ার একটি নেটওয়ার্ক থেকে এবং শেষ পর্যন্ত আদালত সেই নির্বাচন বাতিল করে দেন। এরপর দেশটিকে গত মার্চে নতুন করে নির্বাচন আয়োজন করতে হয় এবং আগের নির্বাচনের বিজয়ী আর প্রার্থী হতে পারেননি। এআইয়ের অপব্যবহারের কারণে নির্বাচন বাতিল হওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম হলেও শেষ যে নয়, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।আচরণবিধিতে খুব বেশি নতুনত্ব নেই, যদিও কিছু পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপের ওপর বাড়তি গুরুত্ব নজরে পড়ে। নির্বাচনী প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের প্রসঙ্গ শেষ মুহূর্তের সংযোজন না হলেও খুব সুচিন্তিত নয়।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, এই আচরণবিধিতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে স্পষ্ট করে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। কিংবা কমিশনের তরফ থেকে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার কোনো ধারণা মেলে না। অথচ বিশ্বের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোয় এআইয়ের অপব্যবহার বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। আচরণবিধির অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলার আগে তাই এআইয়ের সম্ভাব্য অপব্যবহারের ঝুঁকির কথাই বলা দরকার।২০২৪ সাল ছিল বিশ্বজুড়ে নির্বাচনের বছর। প্রায় ২০০ কোটি মানুষ গত বছর তাঁদের ভোটাধিকারচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুইজারল্যান্ডের একটি স্বাধীন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন দ্য ইনফরমেশন এনভায়রনমেন্ট' তাদের গবেষণার ভিত্তিতে বলেছে, এসব নির্বাচনের ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে এআই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তার সবটাই যে নেতিবাচক বা ক্ষতিকর, তা নয়।

জরিপে তারা দেখেছে, ২৫ শতাংশ এআইয়ের ব্যবহার প্রার্থীরা স্বচ্ছতার সঙ্গে করেছেন মূলত বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর কাছে তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি স্থানীয় ভাষা ও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী ভাষান্তরের জন্য। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট করে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টাই হচ্ছে প্রধান প্রবণতা।

জুলাই আন্দোলন : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সাঈদ খান

শুধু রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে-শুধু ভিন্নমত পোষণ করলেই-একটি রাষ্ট্র যদি তারই নাগরিকদের ধরে নিয়ে যায়, দিনের পর দিন বন্দি করে রাখে, নির্মম, নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং অবর্ণনীয় নির্যাতনে হত্যা করে, তারপর নিথর দেহটি পর্যন্ত গোপনে গুম করে ফেলে, তাহলে প্রশ্ন উঠে এই বর্বরতা থেকে রাষ্ট্র কী আনন্দ পায়? রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি-এতটা নিষ্ঠুর কিভাবে হতে পারে? আয়নাঘরের ইতিহাস আমাদের সামনে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে-যেখানে প্রতিটি গুম, প্রতিটি নিষ্ঠুরতা আর প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানবতা বারবার হেরে গেছে রাষ্ট্রীয় পাশবিকতার কাছে। এই ভয়ংকর ইতিহাস থেকে কি আগামী দিনের সরকার ও তার নিরাপত্তা বাহিনী কোনো শিক্ষা নেবে? নাকি আগের মতোই নিষ্ঠুরতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে? তবে আমরা সেই খুনি রাষ্ট্র দিয়ে কী করব?

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান ছিল দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে জনতার এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। এটি ছিল গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম ও বৈষম্যহীন সমতার বাংলাদেশ গড়ার ডাক। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা, সুশাসন এবং ন্যায্য সমাজ গড়ার প্রত্যাশা।

২০২৪ সালের জুলাই মাসটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক উত্তাল ও ঘটনাবহুল অধ্যায়। মানুষের বিশ্বাস জন্মেছিল, ইতিহাস এবার নতুনভাবে লেখা হবে। কিন্তু বছরের শেষ নাগাদ দেখা গেল সেই বিশ্বাস ও বাস্তবতার মাঝে রয়েছে বিস্তৃত ফারাক।

এই গণ-আন্দোলন হঠাৎ গড়ে ওঠেনি।

দীর্ঘ সাড়ে পনেরো বছরের দুঃশাসন, গুম-খুন, ভোটাধিকার হরণ, বিচারহীনতা, দলীয় দমননীতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দুর্নীতি ও সামাজিক বৈষম্য এই আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে। আন্দোলনের পেছনে ছিল বিএনপি, বামপন্থী রাজনৈতিক দল, ইসলামী দল, পেশাজীবী সংগঠন, মানবাধিকার ও নারী সংগঠন, পরিবেশবাদী, প্রবাসী সমাজ, এমনকি সরকারি চাকরিজীবীদের একাংশ ও আওয়ামী লীগের হতাশ কর্মীদেরও সক্রিয় বা নীরব সমর্থন। এটা 'সবার আন্দোলন'।

এই আন্দোলনের ফলেই গঠিত হয় একটি অন্তর্বর্তী সরকার। ড. ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত এই সরকার নিয়ে জনমনে আশা ছিল যে এটি হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভারসাম্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল। কিন্তু ক্রমেই এ সরকারের মধ্যে 'নির্বাচিত এলিট'দের নিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা স্পষ্ট হয়। উপদেষ্টা পরিষদে বাদ পড়ে গণ-আন্দোলনের চালিকাশক্তি রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কৃ ষক, নারী, আদিবাসী ও পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব। আন্দোলনকে 'মেটিক্যুলাস ডিজাইন' হিসেবে তুলে ধরে জনতার বাস্তব ভূমিকা অস্বীকার করা হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে একক নেতৃত্বে আন্দোলনের কৃতিত্ব নির্দিষ্ট করা হয়, যা গণ-আন্দোলনের বহুমাত্রিকতাকে সংকুচিত ও বিকৃত করে।

৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর নতুন করে শুরু হয় হামলা-মামলা, সন্ত্রাস, খুন, নির্যাতনের ধারা।

গুম হওয়া মানুষ ফেরে না, দুর্নীতি বন্ধ হয় না, অর্থপাচারকারী ধরা পড়ে না, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। জনগণের মৌলিক সমস্যা থেকে শুরু করে পরিবেশ, নিরাপত্তা, খাদ্য ও চিকিৎসা-সব কিছুতেই ব্যর্থতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক সংস্কারের নামে র‍্যাব-পুলিশ-আনসারের পোশাক পাল্টানো হলেও চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনা ছিল বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া। কিন্তু আজও সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সংস্কার প্রশ্নেও অস্পষ্টতা দেখা দেয়। 'সংস্কার'কে শুধুই একটি টিক দেওয়ার নীতিপত্রে পরিণত করে ধোঁয়াশাপূর্ণ করে তোলা হয়। নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় নিয়ে সংশয় ও বিভ্রান্তি বাড়ে।

২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করলেও তাদের প্রস্তাবনা ও রাজনৈতিক ভাষা সাধারণ মানুষের বাস্তবতা ও চেতনার সঙ্গে মেলেনি। 'বাংলাদেশ' নামবদলের চিন্তা, 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'-এর পরিবর্তে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-এসব প্রচেষ্টা বিভ্রান্তি তৈরি করে। 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র', 'রিসেট বাটন', 'নতুন সংবিধান' ইত্যাদি ধারণা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাস্তবতাবিবর্জিত বলে অনেকে মনে করেন। দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা আলাদা করা, উচ্চকক্ষ গঠন, ১৭ বছর বয়সে ভোটাধিকার-এসব প্রস্তাব সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজকে হুমকি, আর নেতাদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তারা হয়ে ওঠে শহুরে শ্রেণির কল্পনানির্ভর এক রাজনৈতিক কাঠামো।

অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিচারহীনতা, গুম-খুন অব্যাহত, মাজার ও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা রক্ষায় এই সরকারের অবহেলা সমাজে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি করেছে। উগ্রবাদী গোষ্ঠী ও সহিংস কর্মকাণ্ড সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থতার জ্বলন্ত প্রমাণ। অভ্যুত্থানের পর ১১ মাস ধরে চলা মব কালচার, দমন-পীড়ন, প্রতিহিংসামূলক হামলা-এগুলো স্পষ্ট করে জনগণের বিজয়ের পরও শাসনযন্ত্রের ব্যর্থতা। স্বৈরাচার ও তাদের দোসরদের বিচার না হওয়ায় জনগণ বেআইনি পথে ঝুঁকছে। মানুষ বুঝতে পারছে, আন্দোলন সফল হলেও ক্ষমতা কাঠামোর বদল না ঘটলে কোনো অর্থ নেই।

এই পরিস্থিতিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, 'নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই, নির্বাচনই একমাত্র বিকল্প।' তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক, গ্রহণযোগ্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে পরিচালিত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আহবান জানান। তাঁর মতে, 'গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি বৈধ, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রয়োজন।'

গণতন্ত্র শুধু একটি শাসনব্যবস্থা নয়; এটি মানুষের অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তার প্রতীক। গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো জনগণের মতামত এবং অংশগ্রহণ। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে বহুবার বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পেছনে সাধারণ মানুষের যে ত্যাগ, তা শুধু সুশাসন এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করলেই সার্থক হবে।

২০২৪ সালের এই আন্দোলনের চূড়ান্ত অর্জন হতে পারে স্থায়ী রাজনৈতিক সমঝোতা, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা ও গণভিত্তিক সরকার। সংস্কার ছাড়া নির্বাচন নয় কিংবা আগে নির্বাচন তারপর সংস্কার-এই বিতর্কের বাইরে বাস্তবতা হলো : সংস্কার ও নির্বাচন উভয়ই জরুরি। কারণ জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত না হলে সুশাসন ও গণতন্ত্র টেকসই হয় না। ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করে জনগণই প্রধান শক্তি। তারা ভোট, মতপ্রকাশ ও আন্দোলনের মাধ্যমে নেতৃত্ব বদলায়, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করে।

এ জন্য নির্বাচনব্যবস্থায় প্রথমেই সংস্কার দরকার, যাতে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য ভোট হয়। সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী রোডম্যাপ ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব গড়া সম্ভব নয়। অতএব জনগণের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচিত, জবাবদিহিমূলক সরকার ও সংসদ গড়াই হবে অন্তর্বর্তী সরকারের যাবতীয় সংস্কার কার্যক্রমের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া সংস্কার কখনোই কার্যকর ও টেকসই হয় না।

জুলাই আন্দোলন আমাদের শেখায়-গণ-আন্দোলন যদি জনগণের দ্বারা গড়ে ওঠে, তবে তার ফসলও হতে হবে জনগণের হাতে।

দেশ ছাড়ার পর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা পেলেন আনোয়ারুজ্জামান

সিলেট অফিস : গেল বছর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বেশ কয়েক মাস তিনি ছিলেন নীরব। তারপর হঠাৎ একদিন ফেসবুক লাইভে এসে নিজের এবং দলের পক্ষে অনেক কিছু বলেছেন। তখন জানা গেছে, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যের লন্ডনে।

এতে সিলেটসহ সারাদেশে চলে তুমুল আলোচনা- সমালোচনা। এবার তার বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৮ জুলাই) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত এই আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অবশ্য শুধু আনোয়ারুজ্জামানই নয়, দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে আরও অন্তত ১৩ জনের বিরুদ্ধে।

তারা হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, তার ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান, সার্ভ কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের পরিচালক সারওয়াত সুলতানা মনামী, সার্ভ কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুল ইসলাম, আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শাহ আলম সারোয়ার, সাবেক পরিচালক রাবেয়া জামালী, এ আর এম নাজমুস সাকিব, কামরুন নাহার আহমেদ, মো. জাফর ইকবাল, সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ মো. মঈনুদ্দিন, মো. নুরুল হাসনাত, বেক্সিমকো গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার কৌশিক কান্তি পণ্ডিত।

দুদকের উপপরিচালক মো. ইয়াছির আরাফাত এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান সালমান ফজলুর রহমান এবং আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল শাখার গ্রাহক সার্ভ কনট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের কথিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মনিরুল ইসলামসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ঋণের নামে আইএফআইসি ব্যাংক পিএসসি, প্রিন্সিপাল শাখার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা তদন্তাধীন।

এজাহারনামীয় ১৩ আসামি দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন মর্মে তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। এতে তদন্ত কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে। এজন্য মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীমঙ্গলে চা-বাগানে বাঁধা অবস্থায় যুবকের লাশ উদ্ধার

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা : শ্রীমঙ্গলে কাকিয়াছড়া চা বাগান এলাকা থেকে কলেজ ছাত্র হৃদয় আহমেদ ইয়াসিন নামের এক তরুণের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার সকাল ৮ টার দিকে স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আমিনুল ইসলাম জানান, নিহত যুবকের নাম হৃদয় আহমেদ ইয়াসিন। সে রোববার সন্ধ্যায় একটি মোটরবাইক নিয়ে বাসা থেকে বের হয়। পরে তার মরদেহ চা বাগানে পাওয়া যায়।

নিহত যুবক শ্রীমঙ্গল শহরতলীর শাহীবাগ আবাসিক এলাকার মোহাম্মদ লিটন মিয়া ও হাসিনা বেগমের সন্তান বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। নিহতের পরিবার শ্রীমঙ্গল শহরের শাহীবাগ আবাসিক এলাকায় ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করতেন। তাদের মূল বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলায়।

সে ডিশ ও ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো। পাশাপাশি সে কমলগঞ্জ গণ মহাবিদ্যালয়ের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক ও নিহতের সাথে থাকা মোটরবাইক উদ্ধারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নবীগঞ্জে ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহত ২, আহত কয়েক শতাধিক

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা : নবীগঞ্জ শহরে সম্প্রতি দফায় দফায় একাধিক সংঘর্ষের জের ধরে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী হাসপাতাল ও যানবাহনে ভাঙচুর, দোকানপাটে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৪ দিনে অন্তত কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এতে ২ জন নিহত ও উভয় পক্ষের কয়েক শতাধিক লোক আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

সোমবার সকালে আনমনু ও তিমিরপুর গ্রামের লোকজন পূর্ব ঘোষণা দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক সভা করেন। এর পর বিকেল ৩টায় ঘোষণা দিয়ে উভয় গ্রামের শত শত মানুষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষটি এক পর্যায়ে নবীগঞ্জ শহরের আশপাশের আনমনু, নোয়াপাড়া, রাজাবাদ এক পক্ষ, অপর পক্ষে পূর্ব তিমিরপুর, পশ্চিম তিমিরপুর ও চরগাঁওয়ের নারী-পুরুষ দু'টি পক্ষ হয়ে কয়েক হাজার মানুষ সংঘর্ষে জড়ান। সংঘর্ষ চলাকালে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে উভয় পক্ষে কয়েক শতাধিক নারী পুরুষ আহত হয়েছেন। এতে পূর্ব তিমিরপুর গ্রামের এম্বুলেন্স চালক ফারুক মিয়া (৪২) নামে একজন মারা গেছেন। রাতে মারা যান আনমনু গ্রামের বাসিন্দা লিমস মিয়া (২৫)।

এ সময় শহরের মধ্যে শতাধিক দোকান পাট ভাংচুর ও লুটপাট হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন দেয়া হয়। বিশেষ করে ইউনাইডেট হসপিটাল ভাংচুর, মাছ বাজার, হোটেল হাসেমবাগে ভাংচুর লুটপাট হয়েছে। এছাড়া, শহরের মধ্যবাজার, হাসপাতাল সড়কের প্রতিটি মার্কেট ও দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট হয়েছে। এই অরাজকতা শহরের মধ্যে চলে প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী। পরে যৌথবাহিনী প্রাণান্ত চেষ্টা করে সংঘর্ষ থামায়।

স্থানীয়দের অভিমত, শহরজুড়ে এক ধরণের নৈরাজ্যকর অবস্থা তৈরি হয়েছে। গুজব ছড়িয়ে আনমনু ও তিমিরপুর গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকে উসকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে একটি বিশেষ মহল। কারণ আনমনু গ্রাম হচ্ছে মৎস্যজীবি।

গত শুক্রবার রাতে সংঘাতের পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান শহরের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করলেও পরদিন শনিবার সকাল থেকে আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আনমনু গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নবীগঞ্জ শহর ও আনমনু পয়েন্টে জড়ো হতে থাকলে আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীরা। এর জের ধরে শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। রোববার সকালে ও রাতে সংঘর্ষ ও চোরাগুপ্তা হামলা হয়। এর জের ধরে গত সোমবার সকালে উভয় গ্রামের লোকজন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

শহরে সংঘর্ষের সময় সুযোগ নিয়ে হামলা ও লুটপাট চালায় একটি সংঘবদ্ধ চক্র। শামীম আহমদ নামে এক ব্যবসায়ী ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বাজারে যখন আতঙ্কে নিরবতা নেমে আসে এবং কেউ থাকে না, তখন এই চক্রটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে ঢুকে হামলা ও লুটপাট চালায়। গত ৪ দিনে বাজারের অন্তত ৫০টি দোকানে ভাঙচুর ও লুটের ঘটনা ঘটে।

ব্যাটারিচালিত মিশুক ভাঙচুর করে ব্যাটারি চুরি করা হয়েছে। এছাড়া, আরো কয়েকটি মিশুক ভাংচুর ও মোটর সাইকেলে আগুন দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, অনেকেই সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছেন।

সংঘাত নিরসনে হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সুজাত মিয়া, জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী মোঃ শাহজাহান আলী, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সরফরাজ আহমদ চৌধুরী, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা আবুল হোসেন জীবন প্রমুখ ব্যক্তিরা সালিশের উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু সালিশ না মেনে দু'পক্ষই সংঘর্ষে যায়। সন্ধ্যার পর উপজেলার বাংলাবাজারে মৎস্যজীবীদের মাছের বাজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও রামপুরের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ শহরে মারামারিতে আসতে চাইলে মান্দারকান্দির অমৎসজীবীরা মারধর করেন। এ ছাড়া দুর্লভপুর গ্রামেও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামেও এ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার আংশকা করা যাচ্ছে।

বিএনপি নেতাসহ আটক ১১ : নবীগঞ্জে দুই সাংবাদিকের বিরোধের জেরে দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছে নবীগঞ্জ বাজার। এদিকে উক্ত সংঘর্ষের জেরে উপজেলাজুড়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। এতে উপজেলা ব[illegible]যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগার আশংকা করছেন সাধারণ মানুষ।

বিভিন্ন স্থানে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে শায়েস্তা করতে মিটিং করছে গ্রামবাসী। অপরদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কঠোর অবস্থানে রয়েছে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মো. কামরুজ্জামান জানান, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নিজ গ্রামে নিহত ফারুক মিয়ার মরদেহ দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের হয়নি। তবে দাঙ্গায় জড়িত সন্দেহে নবীগঞ্জ পৌর বিএনপির আহবায়ক ছালিক মিয়া চৌধুরীসহ ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত আছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল অব্যাহত আছে।

জানা গেছে, স্থানীয় দুইজন সাংবাদিকের মধ্যে একে অপরকে কটুক্তি করা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ গড়ায় কয়েক গ্রামবাসীর সংঘর্ষে। দুই সাংবাদিকের পক্ষে বিপক্ষে পৌরসভার পূর্ব তিমিরপুর ও আনমনু গ্রামবাসী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরে তাদের পক্ষ নিয়ে আরও কয়েক গ্রামের মানুষ সংঘর্ষে জড়ায়। শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ রূপ নেয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে।এক পক্ষে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং অন্য পক্ষে অমৎস্যজীবী সম্প্রদায় অবস্থান নেয়। সোমবার নবীগঞ্জ বাজারে কয়েক ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে পূর্ব তিমিরপুর গ্রামের বাসিন্দা এম্বুলেন্স চালক ফারুক মিয়া (৪২) ও অন্য পক্ষে মারা যান আনমনু গ্রামের রিমন মিয়া (২৫)।

এছাড়া আহত হন শতাধিক মানুষ। এ সময় নবীগঞ্জ বাজারের শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, বেসরকারি হাসপাতাল ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করা হয়।

সিলেটে আনন্দ মিছিল করলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবীরা

সিলেট অফিস : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সিলেট ইউনিট এর আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করায় বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন ও মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামাল সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দেকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সিলেট ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলবার (৮ জুলাই) বিকেল ২টায় সিলেট কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে আনন্দ মিছিল বের করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট পাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। পরে এক সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আনন্দ মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শাহ আশরাফুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ এজাজ উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তানভীর আখতার খান, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আহমেদ ওবায়দুর রহমান ফাহমি, জেলা পিপি অ্যাডভোকেট আশিক উদ্দিন আশুক, জেলা জিপি অ্যাডভোকেট শামীম সিদ্দিকি, কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, মহানগর পিপি অ্যাডভোকেট বদরুল আহমদ চৌধুরী, কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মো. কামাল হোসেন, সদস্য অ্যাডভোকেট এখলাসুর রহমান, সদস্য অ্যাডভোকেট মমিনুল ইসলাম মুমিন, সদস্য অ্যাডভোকেট সাঈদ আহমদ, সদস্য অ্যাডভোকেট জুবের আহমেদ খান, সদস্য অ্যাডভোকেট আরিফা সুলতানা পপি, সদস্য অ্যাডভোকেট আল আসলাম মুমিন, সদস্য অ্যাডভোকেট জাফর ইকবাল তারেক, সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল মুকিত অপি, সদস্য অ্যাডভোকেট ইকবাল আহমদ, সদস্য অ্যাডভোকেট লিয়াকত আলী, সদস্য অ্যাডভোকেট মোশতাক আহমদ, সদস্য অ্যাডভোকেট সাজিদুল ইসলাম সজীব, সদস্য অ্যাডভোকেট শাহজাহান সিদ্দিকী, সদস্য অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সদস্য অ্যাডভোকেট আলী হায়দার ফারুক, সদস্য অ্যাডভোকেট নুর আহমদ, সদস্য অ্যাডভোকেট মোবারক হোসেন রনি, সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল হাই রাজন, সদস্য অ্যাডভোকেট মনজুর ইলাহী সামি, অ্যাডভোকেট রেদওয়ান চৌধূরী, অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম সবুজ, অ্যাডভোকেট মলয় কান্তি পাল, অ্যাডভোকেট রব নেওয়াজ রানা, অ্যাডভোকেট শামীম আহমদ, অ্যাডভোকেট মোজাককির হোসেন, অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন, অ্যাডভোকেট জামিল আহমদ, অ্যাডভোকেট পলাশ চন্দ্র ধর, অ্যাডভোকেট গাজী নাকিব, অ্যাডভোকেট জায়েদ আহমেদ, হাবিব আহমেদ, অ্যাডভোকেট কামরুল আমিন, অ্যাডভোকেট সুদীপ বৈদ্য, অ্যাডভোকেট জাহিদুল হক জাবেদ, অ্যাডভোকেট দিলওয়ার হোসেন, অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন সাদিক, অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম খান, অ্যাডভোকেট জুবায়ের আহমেদ, অ্যাডভোকেট বদিউল আলম লিটন, অ্যাডভোকেট সাদিকুর রহমান, অ্যাডভোকেট তৌফিক এলাহী, অ্যাডভোকেট নাদিরা আক্তার চৌধুরী, রুবিনা বেগম, অ্যাডভোকেট মো ওয়াহিদুর রহমান প্রমুখ।

যুক্তরাজ্যস্থ মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় এম. নাসের রহমান: আগামী ৬ মাসের ভিতরে দেশে অনেক কিছু হবে

খালেদ মাসুদ রনি: যুক্তরাজ্য সফরত সাবেক এমপি ও মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম. নাসের রহমান বলেছেন, গত সাড়ে ১৫ বছর আন্দোলন করে স্বৈরাচার সরকাকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করেছি। গত সরকারের নির্যাতনের স্বীকার সব থেকে বিএনপি হয়েছে এবং বেগম খালেদা জিয়া সব থেকে বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আগামী ৬ মাসের ভিতরে দেশে অনেক কিছু হবে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের পুত্র বলেন, দেশে আওয়ামীগ নেই, বিএনপির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার মতো জামায়াতের এত জনপ্রিয়তা নেই, তাই কম হলেও ২৪০ আসন নিয়ে ক্ষমতায় যাবে বিএনপি ।তিনি গত ৮ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হোয়াটচ্যাপলের একটি অভিজাত হলে যুক্তরাজ্যস্থ মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে প্রাণবন্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম এম. সাইফুর রহমানের সুযোগ্য পুত্র, এম. নাসের রহমান মতবিনিয় সভাকে কেন্দ্র করে অনুসারীরা যুক্তরাজ্যের নানা শহর থেকে ছুটে আসেন লন্ডনে। বিকাল ৭ টা পরে হল ভর্তি মানুষের করতালীর মধ্যে অনুষ্ঠানে আসেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম নাসের রহমান। এসময় পরিবারের সদস্যরা সাথে ছিলেন। মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন চৌধুরী জেরসী-এর সভাপতিত্বে এবং যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোয়ালেহীন করিম চৌধুরী, মৌলভীবাজার জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাজ্যের সাধারণ সম্পাদক শফিক আহমেদ এবং কেমডেন যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জলিল উদ্দিন চৌধুরী খোকন-এর যৌথ সঞ্চালনায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন দেলোয়ার হুসেন আহাদ, এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৌলভীবাজার জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাজ্যের সভাপতি শাহ সাইফুল আক্তার লিখন।

সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা সাইস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, রাজনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম সেলুন, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান চৌধুরী তপন, কার্ডিফ বিএনপির সভাপতি মোস্তফা সালেহ লিটন, মৌলভীবাজার জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওদুদ আলম, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী, মৌলভীবাজার সদর থানা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শায়খুল ইসলাম সেখুল, সোয়ানসী বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদির প্রমুখ।

সঞ্চালনার মাঝে সোয়ালেহীন করিম চৌধুরী তার জন্মভূমি রাজনগরের দীর্ঘদিনের অবহেলার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি জানান, জাতীয়তাবাদী শক্তির ঘাঁটি হওয়ার কারণে রাজনগর ও আশেপাশের অঞ্চলগুলো উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নুরুল ইসলাম সেলুন তার বক্তব্যে অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের নিপীড়ন এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ভোটে জয়লাভের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ২০১৮ সালে আয়নাঘরে আটক থাকার ঘটনাও অকপটে জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি এম. নাসের রহমানের সাহসী অবস্থান ও সহানুভূতির কথা স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ এম. নাসের রহমান এসময় আরো বলেন, 'নতুন বাংলাদেশ' গঠনের ১১ মাসের রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে মাত্র দুটি দেশে পিআর সিস্টেমে নির্বাচন হয়-ইসরায়েল তার মধ্যে একটি। এটা গণতন্ত্র নয়, বরং এক ধরণের রাজনৈতিক ছলনা।" তিনি নেতানিয়াহু সরকারের মাত্র ৩২ সিটে ক্ষমতায় আসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের পদ্ধতি ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনতে পারে।

তিনি আরো বলেন, "যারা এই পদ্ধতি চাপিয়ে দিতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট-গণতন্ত্র ধ্বংস করে রাষ্ট্রক্ষমতা একচেটিয়া করে রাখা।" এম. নাসের রহমান তার বক্তব্যে চক্রান্ত, নির্বাচন ব্যবস্থার ধোঁয়াশা নিয়েও আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তার স্ত্রী রোজিনা নাসের, ছেলে নাবিল রহমান, পুত্রবধূ ও দুই মেয়ের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করে।

উক্ত মতবিনিময় সভাটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দলীয় ঐক্য, দিকনির্দেশনা-সবই উঠে আসে এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সাবেক সহ সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, সহ সভাপতি শামীম আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক সালেহ আহমেদ জিলান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ, কেন্ট বিএনপির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সেক্রেটারী রুহুল ইসলাম রুলু, জুড়ী বিএনপির সাবেক সভাপতি দেওয়ান আইনুল হক মিনু, বিএনপি নেতা আব্দুল মুকিত ফারুক, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রদলের সাবেক ছাত্রনেতা মকসুদ আলী জাকারিয়া, সৈয়দ ফজলুল হক সেলিম, মুহিদুর রহমান আপেল, কামরুজ্জামান খান, ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী, সৈয়দ রুয়াজ আহমেদ, আখতার হুসেন, আবুল মুমিত রবিন, পোর্টসমাউথ বিএনপির বকশী শামীম আহমেদ, জাকির আহমেদ, সেলিব্রেটি শেফ আতিকুর রহমান, কেমডেন বিএনপির পারভেজ আহমেদ, সাইফুল শিপু, মুহিবুর রহমান, মৌলোভীবাজার জেলা জাতীয়তাবাদী ফোরামের রাসেল খান, তাজুল ইসলাম, মইনুল ইসলাম, মহসিন আহমেদ, জয়নাল ইসলাম, রিমন আহমেদ, জুনেদ আহমেদ, আশফাক রহমান তানিম, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস বিএনপির সাবেক সভাপতি সৈয়দ জমসেদ আলী, কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির প্রফেসর ড. সাইফুল, সিলেট জেলা ছাত্রদলের সাবেক নেতা তোফায়েল বাসিত তপু, তপু শেখ, শাহরিয়ার জুনেদ, লুৎফুর রহমান, রাজীব আহমেদ, একরাম আহমেদ, মুফতি জাকির, মীর জসিম উদ্দিন জিলহাদ, আজীর উদ্দিন, হারুনুর রশীদ লিটন, আব্দুল কাইয়ুম, নাসিম আহমেদ, মির্জা মিজান, জাভেদ আহমেদ, জামিল আহমেদ, মিনার মিয়া, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হুসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাসিত, সহ সভাপতি আমিরুল ইসলাম চৌধুরী সামাদ, যুগ্ম সম্পাদক শিব্বির আহমেদ সুমন, রুবেল আহমেদ, এস এম আতিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মামুন, লন্ডন মহানগর সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি আজিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম জিয়া, মৌলভীবাজার জাতীয়তাবাদী যুব ফোরামের সভাপতি রাজুল জামান, সেক্রেটারী ইলিয়াস কাঞ্চন সাগর, জুনেদ আহমেদ, রাজন চৌধুরী, জাভেদ আহমেদ, রাহাত আহমেদ, শায়েক আহমেদ, সুমন আহমেদ, রিপন আহমেদ, রেদোয়ান রহমান, রাজু আহমেদ, জাকির আহমেদ, এস রহমান রাব্বি, মামুন রহমান, সোয়ানসী বিএনপি সাবেক সহ সভাপতি খন্দকার আবদুল ওয়াহিদ (সরওয়ার), সাংগঠনিক সম্পাদক আনচার মিয়া, মহসিন আহমেদ, যুবদল নেতা রাসেল মিয়া, মোহাম্মদ রোকন আহমেদ, বড়লেখা উপজেলা সাবেক ছাত্রনেতা ফখরুল ইসলাম, রুহুল আমিন, মিফতা আহমেদ প্রিন্স, ময়নুল ইসলাম, আজিম উদ্দিন, কামরুল ইসলাম, আমিনুর ইসলাম জিলু, মুহিবূর রহমান হেলাল, জাকির আহমেদ, কায়সারুল ইসলাম সুমন প্রমুখ।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

'জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন' অফিসে ভাঙচুর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শাহবাগে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের অফিস কক্ষে ভাঙচুর চালিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত বেশ কয়েকজন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় ধাপের টাকা দেয়ার তারিখ কয়েক দফা পেছানোর ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে জুলাই যোদ্ধারা এ ঘটনা ঘটান।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন জুলাই যোদ্ধা মো. ওবায়দুল হক মানবজমিন কে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুত অর্থ সহায়তা না পেয়ে তারা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাদের দাবি,গত ৪ঠা জুলাই দ্বিতীয় দফার সহায়তার টাকা দেয়ার কথা বলেন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। কিন্তু টাকা দেয়নি ফাউন্ডেশন। এছাড়াও সেদিন শুক্রবার থাকায় ফাউন্ডেশন বন্ধ ছিলো। পরে ৭ই জুলাই ফাউন্ডেশনে গেলে সিইও মঙ্গলবার টাকা দেয়ার কথা জানান। পরে আজকে টাকার জন্য জুলাই যোদ্ধারা গেলে, সিইও জানান, এখনো সব চেকে স্বাক্ষর করা হয় নাই। আগামী রোববার অর্থাৎ ১৩রা জুলাই টাকা দেয়ার কথা জানান। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উপস্থিত একজন লাথি মারলে ফাউন্ডেশনের কক্ষের কাচের দরজার নীচের অংশ ভেঙে যায়। এছাড়াও উত্তেজিত হয়ে আহত কয়েকজন অফিসে তালা লাগান এবং ফাউন্ডেশনের কর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে ভাঙচুর করেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২০-২৫ জন আহত ব্যক্তি।

এ বিষয়ে ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কামাল আকবর গণমাধ্যমকে বলেন, আহতদের অনেকেই মানসিক ট্রমায় আছেন। তাদের রাগ-ক্ষোভের প্রেক্ষাপট আছে। আমরা অভিযোগ করছি না। গুরুতর আহতদের অনেককেই দ্বিতীয় ধাপে টাকা দেয়া হয়েছে, বাকিদেরও ধাপে ধাপে দেয়া হবে।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয় ধাপে ৮০৬ জনকে টাকা দেয়া হয়েছে এবং ৭ কোটি টাকার তহবিল থেকে ধারাবাহিকভাবে সহায়তা কার্যক্রম চলবে। পাশাপাশি ৩৯ জন ভুয়া আহত ও চারজন শহীদের নাম বাতিলের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ভাঙচুরের পর আহতদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ফাউন্ডেশন। আলোচনার শেষে সিইও কামাল আকবর জানান, আগামী রোববার থেকে দ্বিতীয় দফার টাকা দেয়া শুরু হবে।

মার্কিন শুল্ক নিয়ে ঢাকার দুশ্চিন্তা বাড়ালো

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ওয়াশিংটনে চলমান সিরিজ বৈঠকের প্রত্যাশিত ফল আসেনি; বরং নেগোসিয়েশনের মাঝপথে মার্কিন শুল্ক নিয়ে ঢাকার দুশ্চিন্তা বাড়ালো প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের চিঠি। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বরাবর সম্প্রতি পাঠানো ওই চিঠিতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখার কথা জানানো হয়েছে। আগামী ১লা আগস্ট থেকে ওই শুল্কহার কার্যকর হচ্ছে। তবে আশার দিক হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাজার খোলা এবং শুল্ক-অশুল্কসহ বিদ্যমান বাণিজ্য বাধা দূর করলে কিছু বিষয় পুনর্বিবেচনার সুযোগ রেখেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

এদিকে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর বাড়তি মার্কিন শুল্ক বহালের প্রভাব নিয়ে চলছে নানা হিসাব-নিকাশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া অন্যান্য পণ্য বিশেষত তৈরি পোশাক খাতে এর প্রভাব কতোটা পড়বে তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের আলোচনার অনেক বিষয়ে অন্ধকারে থাকার অভিযোগ করছেন ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ। তারা বলছেন, বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞ এবং খাতসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আগে থেকে আরও আলোচনা করা উচিত ছিল। তবে 'নন-ডিসক্লোজার' ক্লজ থাকার কারণে যে এমনটি হয়েছে সেটা মানছেন অভিযোগকারীরা। যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রভাবশালী দেশের সঙ্গে স্পর্শকাতর এই ইস্যুতে দরকষাকষির জন্য বাংলাদেশ টিমের যথাযথ প্রস্তুতি তথা আলোচকদের 'যোগ্যতা' নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় 'বাংলাদেশের দুর্বলতার সুযোগ' যুক্তরাষ্ট্র নিচ্ছে কিনা? সেই প্রশ্নও রাখছেন কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ! এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর করেই যাদের ব্যবসা, তাদের 'পথে বসাবে' এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, গত এপ্রিলে বিভিন্ন দেশের ওপর রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পাল্টা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প প্রশাসন,

যেখানে বাংলাদেশি পণ্যে ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানানো হয়। তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে টালমাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এসব শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন ডনাল্ড ট্রাম্প। প্রসঙ্গত, এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর গড়ে শুল্ক ছিল ১৫ শতাংশ।

চিঠিতে যে বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প: এদিকে নতুন শুল্ক আরোপের কথা জানিয়ে ১৪টি দেশের নেতাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। সেসব চিঠি তিনি নিজের ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে পাঠানো চিঠিতে ডনাল্ড ট্রাম্প বলেন- 'দুঃখজনকভাবে, আমাদের সম্পর্কটি বর্তমানে সমতা থেকে অনেক দূরে। তাই, পহেলা অগাস্ট ২০২৫ থেকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো বাংলাদেশি যেকোনো এবং সব পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবো। এই শুল্ক এড়াতে যদি ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পণ্য পাঠানো হয়, সেটিও উচ্চশুল্কের আওতায় পড়বে। তবে বাংলাদেশ বা আপনার দেশের কোম্পানিগুলো যদি যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য উৎপাদন বা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাদের কোনো শুল্ক দিতে হবে না। এক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ যদিও শুল্ক হার বাড়ানোর কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রও পাল্টা হারে শুল্ক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেবে। শুল্কের হার বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত দুই দেশের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করবে বলেও জানানো হয়েছে প্রেসিডেন্টের ওই চিঠিতে।

যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব দ্য ইউনাইটেড স্টেট ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, যা ইউএসটিআর নামে পরিচিত, তাদের হিসাবে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল আনুমানিক এক হাজার ৬০ কোটি ডলার। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২২০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করা হয়েছে বাংলাদেশে। যার বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৮৪০ কোটি ডলারের মতো। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব পণ্য রপ্তানি হয় তার মধ্যে রয়েছে- কৃষিপণ্য যেমন, খাদ্যশস্য, বীজ, সয়াবিন, তুলা, গম ও ভুট্টা। এ ছাড়া যন্ত্রপাতি এবং লোহা ও ইস্পাতজাত পণ্যও আসে বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে আছে- তৈরি পোশাক, জুতা, টেক্সটাইল সামগ্রী ও কৃষিপণ্য। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত 'অযৌক্তিক শুল্ক' বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও চাপে ফেলবে। তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য রপ্তানির উল্লেখযোগ্য গন্তব্য হওয়ায় সব পণ্য নিয়েই চিন্তা রয়েছে। তবে পোশাক খাত নিয়েই দুঃশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি। এই খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কহার বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে আঘাত হানবে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকের দাম বেড়ে যাবে, যাতে স্থানীয় চাহিদা কমে আমদানি চাহিদাও কমাবে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বিবিসি বাংলাকে বলছেন, মার্কিন শুল্ক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

শুল্ক ইস্যুতে আলোচনায় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিনের নেতৃত্বে ওই দলে রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান এবং ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা। ১৩ই জুলাই ওয়াশিংটনে ইউএসটিআর (যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়)-এ প্রথম দফার আনুষ্ঠানিক বৈঠকও করেছে তারা। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে দেয়া এক পোস্টে, ৯ই জুলাইয়ের আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে একটি 'ট্যারিফ ডিল' হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। অবশ্য ট্যারিফ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের আলোচনা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কী প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে এখনো স্পষ্টভাবে কিছুই জানেন না তারা। ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ বিবিসি বাংলাকে বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে দেয়া তিনমাস সময়ের মধ্যেই ভিয়েতনামসহ কয়েকটি দেশ আলোচনা ও চুক্তি করেছে, "আমরা কেনো পারলাম না, উই আর ফেইল্ড সামহোয়্যার (আমরা কোনো জায়গায় ব্যর্থ হয়েছি)"। বোয়িং কেনাসহ যেসব প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়া হয়েছে যেগুলো খুব একটা কার্যকর নয় বলেই মনে করেন শামস মাহমুদ।

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায়

দলীয় সরকারের অধীনে ৩ নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়নি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার ১৩৯ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ এই রায় সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

আদালত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ। এই গণতন্ত্র বিকশিত হয় অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ এবং প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের মধ্যদিয়ে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে বিগত তিনটি সংসদ নির্বাচনে তাতে জনগণের ইচ্ছার কোনো প্রতিফলন হয়নি। দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের আত্মবিশ্বাস জনগণের মধ্যে জন্ম নেয়নি। যার ফলে হয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান। গত বছরের ১৭ই ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপসহ বেশকিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ও এর কয়েকটি ধারার বৈধতা নিয়ে পৃথক রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব (বর্তমানে আপিল বিভাগের বিচারপতি) ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় দেন। ঘোষিত রায়ে ওই দুটি ধারাসহ পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত থাকা ৭ক, ৭খ, ৪৪(২) অনুচ্ছেদ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করেন উচ্চ আদালত। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৫৪টি ক্ষেত্রে সংযোজন, পরিমার্জন ও প্রতিস্থাপন আনা হয়েছিল।

ঘোষিত রায়ে বলা হয়েছে, পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পুরোটা বাতিল করা হচ্ছে না; বরং বাকি বিধানগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আগামী জাতীয় সংসদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন আদালত। জাতীয় সংসদ আইন অনুসারে জনগণের মতামত নিয়ে বিধানগুলো সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করতে পারবে। রায়ে আদালত বলেছেন, গণভোটের বিধান বিলুপ্ত করা হয়, যেটি সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অংশ ছিল। এটি ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীতে যুক্ত হয়। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের গণভোটের বিধান বিলুপ্তি সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৪৭ ধারা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বাতিল ঘোষণা করা হলো। ফলে দ্বাদশ সংশোধনীর ১৪২ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হলো।

২০১১ সালের ৩০শে জুন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাস হয়। ২০১১ সালের ৩রা জুলাই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। গত বছরের ১৮ই আগস্ট পঞ্চদশ সংশোধনী আইন চ্যালেঞ্জ করে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রিট করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট গত ১৯শে আগস্ট রুল দেন। রুলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায় দেন হাইকোর্ট।

গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য সময় লাগবে - কাতার

পোস্ট ডেস্ক : ৭ জুলাই গাজা উপত্যকায় একটি শিবিরে ভাগাড়ে উদ্ধারযোগ্য কিছু খুঁজছে এক ফিলিস্তিনি কিশোর। ছবি : এএফপি

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে, তবে এতে সময় লাগবে বলে মঙ্গলবার সতর্ক করেছে মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য আলোচনায় অগ্রগতির বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

গাজায় ২১ মাসের লড়াইয়ের পর রবিবার থেকে নতুন একটি পরোক্ষ আলোচনা শুরু হয়। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি নিশ্চিত করেন, আলোচনা মঙ্গলবার তৃতীয় দিনে গড়িয়েছে।

কোনো চুক্তি কাছাকাছি কি না-এই প্রশ্নের জবাবে আল-আনসারি সাংবাদিকদের এক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলেন, 'এই মুহূর্তে কোনো সময়সীমা আমি দিতে পারছি না, তবে আমি এতটুকু বলতে পারি, এটির (চুক্তি) জন্য আমাদের সময় লাগবে।'

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর যুদ্ধ শুরু হয়। তার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের সঙ্গে যৌথভাবে কাতার যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যে একের পর এক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধবিরতি ও ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া দুই মাসের বিরতির বাইরে দোহা ও কায়রোতে অনুষ্ঠিত এসব পরোক্ষ আলোচনা সংঘাত শেষ করতে পারেনি।

তবে যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকা ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের সময় ট্রাম্প বলেন, দোহায় আলোচনাগুলো 'খুব ভালোভাবে' এগোচ্ছে এবং হামাস 'যুদ্ধবিরতি চায়'।

আলোচনার বিস্তারিত প্রকাশ না করলেও আনসারি জানান, তারা বর্তমানে আলোচনার কাঠামো ঠিক করার ওপরই গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে দুই পক্ষই দোহায় রয়েছে এবং আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনার কাঠামো নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলছি। তাই আলোচনার মূল ধাপ এখনো শুরু হয়নি।

তবে আমরা উভয় পক্ষের সঙ্গে কাঠামো নিয়ে কথা বলছি।'

আনসারি 'ইতিবাচক সম্পৃক্ততা'র কথা উল্লেখ করে বলেন, আলোচনার দলগুলো এখনো কাতারের রাজধানী ত্যাগ না করায় সেটিকে 'সব সময় ভালো লক্ষণ' হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আলোচনার ঘনিষ্ঠ ফিলিস্তিনি সূত্র দুটি আগেই এএফপিকে জানায়, প্রস্তাবিত চুক্তিতে একটি ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির কথা রয়েছে, যার আওতায় হামাস ১০ জন জীবিত জিম্মি ও কয়েকটি মৃতদেহ ফেরত দেবে, এর বিনিময়ে ইসরায়েলের হাতে আটক ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়া হবে।

তবে সূত্রগুলো জানায়, হামাস এর পাশাপাশি ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার, আলোচনা চলাকালে পুনরায় যুদ্ধ শুরুর বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা এবং জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায়।

আলোচনার শুরুর দিকে নেতানিয়াহু বলেছিলেন, মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে পাঠানো যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত যুদ্ধবিরতি

তালেবান নেতাদের বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

পোস্ট ডেস্ক : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) মঙ্গলবার দুই শীর্ষ তালেবান নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে নারী ও মেয়েদের ওপর নির্যাতনের জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ও প্রধান বিচারপতি আব্দুল হাকিম হাক্কানিকে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের জন্য সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে বলে দাবি করেছেন বিচারকরা।

আদালত এক বিবৃতিতে বলেছেন, তালেবান সরকার জনগনের ওপর, বিশেষ করে নারীদের লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাদের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ জারি করেছে, তা মৌলিক মানবাধিকার বিঘ্নিত করছে।

আইসিসির বিচারকরা বলেছেন, তালেবান নারীদের শিক্ষা, গোপনীয়তা ও পারিবারিক জীবনের অধিকার এবং চলাফেরা, মত প্রকাশ, চিন্তা-ভাবনা, বোধ ও ধর্মের স্বাধীনতা থেকে গুরুতরভাবে বঞ্চিত করেছে। এ ছাড়া তালেবানের লিঙ্গনীতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ দাবি করে লিঙ্গপরিচয় ও যৌনতা বিষয়ে মত প্রকাশের জন্য অন্য ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

আদালত আরো বলেছেন, উল্লেখিত অভিযোগ তালেবান ক্ষমতায় আসার পর ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট থেকে

অন্তত ২০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত মূলত বিশ্বে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো জঘন্য অপরাধগুলো নিয়ে কাজ করে।

তবে এটির নিজস্ব কোনো পুলিশ বা বাহিনী নেই। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানাগুলো সম্পন্ন করে। তত্ত্বগতভাবে, এর অর্থ হলো আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি থাকা যে কেউ আটকের ভয়ে সদস্য রাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে পারবে না।

২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর, তালেবান কর্তৃপক্ষ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালীন নারীদের ওপর তাদের কঠোর আইন শিথিল করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

কিন্তু তারা দ্রুতই নারীদের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। এটিকে লিঙ্গ বর্ণবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে জাতিসংঘ।

জানুয়ারিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার অনুরোধ করার সময় প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান বলেছিলেন, আফগান নারী ও মেয়েশিশুদের পাশাপাশি এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায় তালেবানদের কঠোর ও অযৌক্তিক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়া তাদের এই পদক্ষেপ আফগান নারীদের ওপর চলমান অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয় বলে ইঙ্গিত দেয় বলে তিনি জানান।

তিনি সেই সময় সতর্ক করেছিলেন, তিনি শীঘ্রই অন্যান্য তালেবান কর্মকর্তাদের জন্যও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চাইবেন।

সেনজেনের ভাঙন শুরু?

পোস্ট ডেস্ক : সেনজেনভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা লাগে না। সীমান্তে থাকে না চেকপোস্ট। কিন্তু সম্প্রতি পোলিশ-জার্মান সীমান্তে সতর্কতা অনেক বেড়েছে। জার্মানি ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে সীমান্তেও চেকপোস্ট বসিয়েছে পোল্যান্ড।

সীমান্ত পার করে দেশে ঢুকতে গেলে সবাইকে বৈধ কাগজ দেখাতে হবে।

পোল্যান্ড অবশ্য জানিয়েছে, এটি কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, আপাতত অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বস্তুত অতীতেও বেশ কিছু দেশ অস্থায়ীভাবে এমন ব্যবস্থা নিয়েছে।

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টুস্ক জানিয়েছেন, মানবপাচার ও অনুপ্রবেশ রুখতেই অস্থায়ীভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বস্তুত পোল্যান্ড এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে জার্মানি প্রথম পোল্যান্ড সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। সীমান্ত পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়। মনে করা হচ্ছে, তার উত্তরেই পোল্যান্ড এই নীতি নিয়েছে।

এদিকে ব্রাসেলস মনে করছে, ইটের জবাব পাটকেলে দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পোল্যান্ড।

আর এর থেকেই মুক্ত সীমান্তের বিষয়টি আদৌ আর থাকবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রশ্ন।

সেনজেন কী

২৯টি ইউরোপীয় দেশে পাসপোর্ট ছাড়া যাতায়াত করার ব্যবস্থাকেই শেঙেন বলা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো এর অংশ তো বটেই, পাশাপাশি নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডের মতো দেশগুলোও এতে যোগ দিয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন মানুষ ভিসা ছাড়া এই দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। শুধু মানুষ নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য।

বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, ১৯৯০ সালে তৈরি হওয়া এই ব্যবস্থা ক্রমে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। বস্তুত সে কারণেই এর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এই প্রথম নয়

২০১৫ সালে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ফ্রান্স সীমান্তে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বাড়িয়েছিল। ২০১৫ সালেই স্লোভেনিয়া ও হাঙ্গেরি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছিল অস্ট্রিয়া। অনুপ্রবেশ রোধ করতেই অস্ট্রিয়া এই ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রত্যেক ছয় মাসে ওই দুই দেশের সঙ্গে অস্ট্রিয়া এই নীতির পুনর্নবীকরণ করে। আবার এই একই কাজ স্লোভেনিয়া শুরু করেছে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে। সেখানেও অনুপ্রবেশের বিষয়টিকেই সামনে রাখা হয়েছে।

মজার বিষয় হলো, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশ এমন কাজ দীর্ঘদিন ধরে করতে পারে না। অস্থায়ীভাবে কোনো ব্যবস্থা নিলেও তার ব্যাখ্যা দিতে হয় ইইউকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নেওয়া এই কোনো সিদ্ধান্তকেই ইইউ এখন পর্যন্ত প্রশ্ন করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশগুলোও অস্থায়ী ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা তৈরি করে ফেলেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, এই পদক্ষেপগুলো যতটা না অনুপ্রবেশ আটকানোর জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য। ইউরোপজুড়ে অতি দক্ষিণপন্থার উত্থান যত দ্রুত ঘটছে, তত বেশি এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মধ্যপন্থীরা অনুপ্রবেশ রুখতে পারছেন না। আর সেই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে দক্ষিণপন্থীরা এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের সমর্থন পাচ্ছে।

আদৌ কোনো লাভ হচ্ছে

তথ্য বলছে, যে ধরনের সুরক্ষাব্যবস্থা সীমান্তে গ্রহণ করা হচ্ছে, তাতে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। জার্মানি জানিয়েছে, গত কয়েক মাসে পোল্যান্ড সীমান্তে ১৬০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে আটকানো হয়েছে। অন্যদিকে পোল্যান্ডের দাবি, গত কয়েক সপ্তাহে জার্মানি পোল্যান্ডে এক হাজার অনুপ্রবেশকারীকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই সংখ্যাগুলো আগের সংখ্যার চেয়ে খুব আলাদা নয়। অর্থাৎ সীমান্তে সতর্কতা বাড়ানোর আগেও একই সংখ্যা ছিল।

নাইজেরিয়ায় অতর্কিত হামলায় নিহত অন্তত ৪০

পোস্ট ডেস্ক : নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় প্লাটেয়াও রাজ্যে সশস্ত্র গ্যাংয়ের অতর্কিত হামলায় গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী আত্মরক্ষা দলের অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন। রেড ক্রস ও স্থানীয় বাসিন্দারা মঙ্গলবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে ভারী সশস্ত্র দলগুলো নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলীয় গ্রামীণ এলাকায় আক্রমণ তীব্র করে তুলেছে, যেখানে প্রশাসনের উপস্থিতি কম। তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা ও মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করছে।

প্লাটেয়াও রাজ্যের রেড ক্রস সচিব নুরুদ্দিন হুসাইন মাগাজি বলেন, কুকাওয়া গ্রামে রবিবার শতাধিক পাহারাদার অতর্কিত হামলার শিকার হয়। এতে ৩০ জন নিহত হয়। নিকটবর্তী বুনিয়ান নালুম গ্রামে সংঘর্ষে ১০ জন পাহারাদার নিহত হওয়ার পর তারা যখন পুনরায় সংগঠিত হচ্ছিল, তখন এই হামলাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় একজন বাসিন্দা।

মাগাজি আরো বলেন, 'মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, অনির্দিষ্টসংখ্যক আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

অন্তত ৩০টি মৃতদেহ এখন স্থানীয় হাসপাতালে পড়ে আছে।' এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

এ ছাড়া স্থানীয় কর্মকর্তা ও বাসিন্দারা রাতের বেলায় হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে নিহতের সংখ্যা নির্দিষ্ট ভাবে জানায়নি তারা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজ্যটি কৃষক ও রাখালদের মধ্যে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ঘিরে সহিংস সংঘর্ষের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তবে স্থানীয় কর্মকর্তারা রবিবারের হামলার জন্য দায়ী করেছেন তথাকথিত দস্যুদের, যাদের নাইজেরিয়ায় সাধারণত অপরাধী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

আন্দোলনে গুলির নির্দেশ দেন শেখ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন যেখানে শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘বিবিসির উল্লেখ করা টেপ রেকর্ডিংটি সত্য কিনা তা আমরা নিশ্চিত করতে পারছি না’।

চট্টগ্রামে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ, হতাশ

উপেক্ষিত। এদিকে চট্রগ্রামে স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের সংবাদ সিলেটে পৌছালে আইনজীবিসহ বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এদিকে চট্রগ্রামে সুপ্রীমকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের সুপারিশ করায় সরকারকে স্বাগত জানিয়েছেন ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দসহ ৩১৫ জন বিশিষ্ট আইনবিদ। মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে আইনজীবীগণ ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি কমাতে দ্রুত বেঞ্চ স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করার আহ্বান জানান।

বিবৃতিদাতাদরে মধ্যে রয়েছেন- জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও বার কাউন্সিল সদস্য এসএম বদরুল আনোয়ার, শামসুদ্দিন আহমদ মির্জা, মাহাবুব উদ্দিন আহমেদ, খোরশেদ আলম চৌধুরী, রেজাউল করিম চৌধুরী (রেজা), দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, আব্দুল কুদ্দুস, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বর্তমান সভাপতি আবদুস সাত্তার, সেক্রেটারী হাসান আলী চৌধুরী, সাবেক সেক্রেটারী আবদুর রাজ্জাক, সাবেক এজিএস কাশেম কামাল, বর্তমান এজিএস ফজলুল বারিসহ আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী, মো. কফিল উদ্দিন চৌধুরী, মো. রফিকুল কাদের, মো. সালেহ উদ্দিন হায়দার সিদ্দিকী, মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, জিয়াউদ্দিন আহমেদ শিবু প্রমুখ।

বিবৃতিদাতারা বলেন, বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম তার জনসংখ্যা, ভৌগলিক অবস্থান ও জনসংখ্যানুপাতে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবী দীর্ঘদিনের। ঢাকা কেন্দ্রিক আমলাতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী, স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক এ যৌক্তিক দাবির বিরোধীতা আজকের নতুন নয়। তাদের দাবি বৈষম্যমূলক কারণ ঢাকায় থাকা আইনজীবীরা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবেন অন্যরা তাদের চেয়ে বেশি মেধাবী হলেও হাইকোর্টে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে প্র্যাকটিস করতে পারবে না তা কোনভাবে ন্যায়নুগ নয়। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বিচার প্রার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে এ সংস্কার প্রস্তাবের আলোক চট্টগ্রামে অবিলম্বে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান।

ফেঞ্চুগঞ্জে মাটির নিচে জ্বলছে আগুন

আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

দেখা যায়, ফেঞ্চুগঞ্জ পশ্চিম বাজার এলাকায় সড়কের একাধিক জায়গায় এভাবে গ্যাস বুদবুদ তুলছে। স্থানীয় জনতা আগুন দিয়ে পরিক্ষা চালালে আগুন জ্বলে উঠে। ঘটনাস্থলেই বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থাকায় বিষয়টি বিপদজনক হয়ে উঠেছে। সেই সাথে চলমান যানবাহনেও ঘটতে পারে বিপদ। ফেরীঘাট থেকে হাকালুকি জিরো পয়েন্টে যাওয়া নোহা চালক শাকিল মনসুর বলেন, বাইসাইকেল ছাড়া সব যানবাহনই হয় বৈদ্যুতিক না হয় জ্বালানির। এ সড়ক দিয়ে চললে যখন তখন বিপদ ঘটে যেতে পারে। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান তিনি।

অথচ যোগাযোগের চেষ্টা করেও জালালাবাদ গ্যাসের কর্তৃপক্ষের সাড়া মিলেনি!

এ ব্যাপারে সিলেটে জালালাবাদ গ্যাসের উপ-ব্যবস্থাপক মনসুর আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এটা ফেঞ্চুগঞ্জ অফিস দেখার কথা! তিনি একটি মোবাইল নাম্বার দিলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়!

ইউরোপে দাবদাহে ২৩০০ মানুষের

লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ও গবেষণার অন্যতম লেখক ম্যালকম মিসট্রি বলেন, কেন দাবদাহকে নীরব ঘাতক বলা হয় এ গবেষণায় সেটাই উঠে এসেছে। স্পেন, ফ্রান্স ও ইতালিতে হাতে গোনা কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও তীব্র তাপমাত্রার কারণে আরও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চীনের প্রতি ঝুঁকছে বাংলাদেশ, হতাশ

সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, সম্পর্ক এখন পুনর্গঠনের পর্যায়ে রয়েছে। মার্চে প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে যান ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে তিনি ২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদান নিশ্চিত করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের নেতৃত্বস্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ করেছে বেইজিং। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, চীন বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী। সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গেও বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নতি হয়েছে। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুয়ো জিয়াকুন বলেছেন, এই ত্রিদেশীয় জোট বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা ও কৃষিসহ অন্যান্য সহযোগিতা বিষয়ক কর্মসূচিতে সম্মত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক ওবায়দুল হক বলেছেন, বেইজিংয়ের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা। যার জন্য এক সময় ভারতে পাড়ি জমাতেন বাংলাদেশের মানুষ। ভারত যখন চিকিৎসা সেবার জন্য যাওয়া বাংলাদেশিদের দেশটিতে প্রবেশ কঠিন করে দেয় তখন এ দেশের মানুষকে তিনটি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবার সুযোগ করে দেয় চীন।

গত বছর পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্র পথে বাণিজ্য শুরু হয়েছে। এতে চিন্তার ভাঁজ দেখা গেছে ভারতের কপালে। ডস্থি বলেছেন, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশটির প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ঢাকার এমন কোনো সরকারকে মেনে নিতে অনিচ্ছুক। ঢাকা, ইসলামাবাদ ও বেইজিংয়ের মধ্যকার দৃশ্যমান সম্পৃক্ততা এই ধারণাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি একে অপরের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে প্রতিবেশী এ দুই দেশ। ভারত সম্প্রতি বাংলাদেশের ওপর একাধিক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর মধ্যে ভারতীয় তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক পণ্য ও খাদ্যপণ্য আমদানির ওপর কঠোর নিয়ম আরোপ অন্যতম। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সাবেক বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেছেন, ঢাকার উচিত জোট গঠনের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং বহুপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের চেষ্টা করা। এদিকে বাংলাদেশের ওপর শতকরা ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। যা ১লা আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। এ নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে বাংলাদেশের বাণিজ্য মহল। বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বোয়িং বিমান, গম, তেল আমদানি বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা। জুনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে বলেন ড. ইউনূস। অন্যদিকে ডস্থি বলেছেন, দিল্লি যদি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হয় এবং ঢাকায় যোগ্য কাউকে ক্ষমতায় আসতে দেখে তখনই পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে।

এদিকে ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল অনিল চৌহান বলেছেন, বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তান নিজেদের স্বার্থে একে-অপরের দিকে ঝুঁকছে। তাদের এই ঘনিষ্ঠতা ভারতের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। জেনারেল চৌহান বলেন, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ঋণ কূটনীতির মাধ্যমে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বাইরের শক্তিগুলো প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে। এটি ভারতের জন্য একটি দুর্বলতা।

তিনি বলেন, একইভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় সরকারে ঘনঘন পরিবর্তন, ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ এবং আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আমাদের সামনে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি, চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে একে-অপরের আগ্রহের একটি সম্ভাব্য সমন্বয়ের কথা বলা যেতে পারে যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে মিয়ানমারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশটি শরণার্থীদের জন্য সংকট তৈরি করছে। এ সংকট দেশটির উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি একটি সমস্যা তৈরি করছে। এটি দীর্ঘমেয়াদে ভারতের মতো একটি দেশের জন্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

জেনারেল অনিল চৌহান বলেন, ভুল তথ্যের বিস্তার, সাইবার হুমকি ও ডিজিটাল স্পেসে অস্ত্রায়ন সংঘাতের নতুন সীমানা তৈরি করেছে। এতে আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে এবং এমন ধারণাকে কাজে লাগাচ্ছে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে চলেছে।

তিনি বলেন, আমরা সকলেই জানি, আজকের বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা পরিস্থিতি এক অস্থির অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বিশ্ব দুটি বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জটিলতায় অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেছে।

গুম কমিশনে নিখোঁজ ২০০ জনের

পুনর্বাসন এবং গুমের ঘটনাগুলোর বিষয়ে বিচারিক উদ্যোগ গ্রহণ আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

গুম প্রতিরোধে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের বিষয়টিও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিনিধিদলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং কমিশনের পক্ষ থেকে আইনি কাঠামোর মধ্যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

অবৈধ অভিবাসী ঠেকাতে একমত

স্যার কেয়ার স্টারমার এবং ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করেছেন।

বৈঠকে অভিবাসি ঠেকাতে উভয় পক্ষ একে অপরকে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, স্যার কেয়ার স্টারমার এবং ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ চ্যানেলে ছোট নৌকা পারাপার রোধে একটি "নতুন প্রতিরোধ" তৈরির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছেন।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ফরাসি রাষ্ট্রপতির যুক্তরাজ্য সফরের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী আজ বিকেলে মিঃ ম্যাক্রোঁর সাথে দেখা করেন।

দুই নেতার শীর্ষ এজেন্ডা হল চ্যানেলে ছোট নৌকা পারাপার মোকাবেলা করা, যা মিঃ ম্যাক্রোঁ গত সোমবার যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স উভয়ের জন্যই একটি "বোঝা" বলে মন্তব্য করেছেন।

ছোট নৌকা সংকট প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এই বছরের প্রথম ছয় মাসে ২০,০০০ এরও বেশি অভিবাসী ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন - যা ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় ৫০% বেশি।

স্যার কেয়ার আশা করছেন যে তিনি বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স শীর্ষ সম্মেলনের আগে ফ্রান্সের সাথে একের পর এক প্রত্যাবর্তন চুক্তির জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারবেন, যেখানে উভয় দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের দল অংশগ্রহণ করবে।

এই চুক্তির ফলে অবৈধভাবে চ্যানেল পাড়ি দেওয়া ব্যক্তিদের ফ্রান্সে ফেরত পাঠানো হবে এবং বিনিময়ে ব্রিটেন যুক্তরাজ্যে পারিবারিক সম্পর্ক থাকা যেকোনো আশ্রয়প্রার্থীকে গ্রহণ করবে।

দেশের ১২ আমলা-বিচারক পাচ্ছেন না উপহারের ফ্ল্যাট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : শেখ হাসিনার সরকার সাবেক আমলাদের উপহার হিসেবে দেয়া ফ্ল্যাট বরাদ্দ বাতিল।জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ঢাকার ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকার বিভিন্ন পরিত্যক্ত বাড়িতে সাবেক ১২ আমলা ও বিচারকের নামের ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল করেছে।

গত মঙ্গলবার গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে ফ্ল্যাটগুলো বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ‘আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (গৃহায়ন ধানমন্ডি) (১ম পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার সড়ক নং-১৩ (নতুন-৬/এ) এর বাড়ি নং-৭১১ (নতুন-৬৩) এর ওপর নির্মাণাধীন ভবনে বরাদ্দকৃত সাবেক সচিব, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের ১২টি ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। যাদের ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে, সাবেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক কমিশনার মো. জহুরুল হক (ফ্ল্যাটের আয়তন ৪১০৫.০৫ বর্গফুট), সাবেক সিনিয়র সচিব মো. ইউনুসুর রহমান (ফ্ল্যাটের আয়তন ২৩১৫.৮৩ বর্গফুট), সাবেক সিনিয়র সচিব ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান (ফ্ল্যাটের আয়তন ৪৩০৮.৬৮ বর্গফুট), সাবেক সচিব এম এ কাদের সরকার (ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৪৯.১৩ বর্গফুট), সাবেক সিনিয়র সচিব ড. এম আসলাম আলম (ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৪৯.১৩ বর্গফুট), সাবেক সচিব আকতারী মমতাজ (ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৪৯.১৩ বর্গফুট), সাবেক সচিব মো. সিরাজুল হক খান (ফ্ল্যাটের আয়তন ২৩১৫.৮৩ বর্গফুট), সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ (ফ্ল্যাটের আয়তন ২৩১৫.৮৩ বর্গফুট), সাবেক রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সাবেক সিনিয়র জেলা জজ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম (ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৪৯.১৩ বর্গফুট), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ (ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৪৯.১৩ বর্গফুট), সাবেক সিনিয়র সচিব ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান (ফ্ল্যাটের আয়তন ২৩১৫.৮৩ বর্গফুট) এবং সাবেক সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক (ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৪৯.১৩ বর্গফুট)। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ২৭৪ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এ সকল ফ্ল্যাটের বরাদ্দ বাতিল করা হয় বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংসদে কিয়ার স্টারমারের প্রশ্নোত্তর পর্বে যা ছিল

পোস্ট ডেস্ক : এই সপ্তাহের প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে কর নিয়ে আলোচনা ছিল, কারণ কেমি ব্যাডেনোচ লেবার পার্টির ইশতেহারে আয়কর, ভ্যাট বা জাতীয় বীমা না বাড়ানোর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে কেয়ার স্টারমারকে চাপ দিয়েছিলেন।

স্টারমার দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে সরকার তার আর্থিক নিয়ম মেনে চলবে, কিন্তু বিরোধীদলীয় নেতার চাপের মুখে সম্ভাব্য সম্পদ কর বাতিল করতে তিনি ব্যর্থ হন। মাসের শেষে পাঁচ দিনের ধর্মঘট ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আবাসিক ডাক্তারদের কাছে নতি স্বীকার করার অভিযোগও আনা হয়েছিল।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় সফরে আসার সাথে সাথে অভিবাসন বিষয়টিও আলোচনার জন্য উঠে আসে এবং এড ডেভি প্রধানমন্ত্রীকে তার সফররত প্রতিপক্ষের সাথে ছোট নৌকা নিয়ে একটি চুক্তি করার আহ্বান জানান।

২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ২০,০০০ অভিবাসী ছোট নৌকায় করে চ্যানেল

পাড়ি দিয়েছেন - যা ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ৪৮% বেশি - এবং নাইজেল ফ্যারেজ "ব্রেক্সিট-বিরোধী" ম্যাক্রোঁর সমালোচনা করেছেন এবং অভিবাসনের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার ঠিক আগে এবং স্টারমার ম্যাক্রোঁর সাথে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আগে, প্রধানমন্ত্রী সাউথপোর্ট হামলায় জড়িত কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান - এবং পরিবারগুলি লিভারপুল টাউন হলে একটি পাবলিক তদন্তে প্রমাণ পেশ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচি আগামীকাল ম্যাক্রোঁর সাথে একটি সংবাদ সম্মেলন, তবে আপাতত, আমরা এখানে আমাদের লাইভ কভারেজ শেষ করছি।

প্রধানমন্ত্রীকে ফ্রান্সের সাথে একটি নতুন অভিবাসী প্রত্যাবর্তন চুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে, লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা এড ডেভি বলেছেন: "কনজারভেটিভ সরকার আমাদের সীমান্তের নিরাপত্তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যে চুক্তিটি অভিবাসীদের ইউরোপে ফেরত পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল।"

তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করছিলেন, যা ডাবলিন রেগুলেশন নামে পরিচিত, যেখানে যুক্তরাজ্য ২০২০ সালে ব্রেক্সিট পরিবর্তনের শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছিল।

এই প্রকল্পে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে কোন অংশগ্রহণকারী ইইউ দেশ আশ্রয় দাবি প্রক্রিয়াকরণের জন্য দায়ী। এতে পারিবারিক পুনর্মিলন এবং আবেদনকারীরা প্রথম অনুমতি ছাড়াই কোন দেশে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন তার মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছিল।

যদিও এই প্রকল্পের অধীনে যুক্তরাজ্য ইইউতে ফিরে আসা অভিবাসীর সংখ্যা কখনও খুব বেশি ছিল না।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০১৫ সালে - ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট ভোটের আগের বছর - বহিরাগত ১৩১ জনকে ইইউ থেকে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং ৫১০ জন অন্য পথে চলে গিয়েছিল।

এবং, ২০১৬ সাল থেকে, এমন বছর ছিল যখন যুক্তরাজ্যে আসা লোকের সংখ্যা দেশত্যাগের চেয়ে বেশি ছিল।

২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, যুক্তরাজ্য এই প্রকল্পের আওতায় ৫৭৭ জনকে ফিরিয়ে এনেছে। একই সময়ে, যুক্তরাজ্যে ২,৮১১ জন আগমনকারীর সংখ্যা ছিল।

ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি

বয়সীদের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা এবং ভোটিং বুথ রাখার বিষয়ে যেন খতিয়ে দেখেন সেই নির্দেশনা দিয়েছেন। নির্বাচনকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন হবে সেসব নিয়ে আলোচনা হয়। ৮ লাখ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ৫ লাখ ৭০ হাজার আনসার এবং ১ লাখ ৪১ হাজার পুলিশ বাহিনীর সদস্য। ৪৭ হাজারের মতো ভোটিং কেন্দ্র থাকবে। এর মধ্যে ১৬ হাজারের মতো ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই তিনি এসব ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে কীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনটা হয় সে নির্দেশনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুলিশের বডি ক্যামেরা ও প্রত্যেক কেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। এই সিসিটিভিগুলো যাতে মনিটরিং ঠিকমতো হয় সে বিষয়ে তিনি কাজ করতে বলেছেন। এছাড়া জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের কীভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায় সে বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।

শফিকুল আলম বলেন, আগে নির্বাচনের সময় ৪দিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন থাকতো সেটি এবার ৭দিন করা হচ্ছে। যাতে নির্বাচনের পরেও ভায়োলেন্স ঠেকানো যায়। আর নির্বাচনের আগে ডিসি, এসপি, ওসিদের বদলি করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এক থানার পুলিশ সদস্যদের অন্য থানায় দায়িত্ব দেয়া যায় কি না সে বিষয়েও নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। অন্যদিকে কোনো আসনে ব্যাপক অনিয়ম হলে সে আসনের ভোট বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে পুনরায় দেয়া যায় কি না সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, গত তিন নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসারসহ যে সমস্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের বাদ দিয়ে নির্বাচন করার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়া সব কেন্দ্রে সিসি টিভি বসিয়ে জেলা, উপজেলাসহ কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন মনিটরিং করা হবে যাতে অনিয়ম হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া যায়। এক্ষেত্রে ভোটারদের জন্য হটলাইন নম্বর চালু হবে।

প্রেস সচিব বলেন, আগের তিন নির্বাচন ছিল মুখ দেখানো। আন্তর্জাতিকভাবে কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তাই এবারের নির্বাচন স্বচ্ছ করতে সব ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু ভিডিও ডকুমেন্টারি করে সেগুলো টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। এছাড়া অর্ধেক ভোটার যেহেতু নারী তাদের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, আগের মতো এবারের নির্বাচনে ইন্টারনেট ধীর গতি করা নয়, বরং যেন ভালোভাবে সচল থাকে সে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মিডিয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকতে যেগুলো নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে। আমরা চাই কেউ যেন মিডিয়ার নাম ব্যবহার করে দলীয় লোক কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠাতে না পারে। একই সঙ্গে পর্যবেক্ষণের নামে দলীয় লোক পাঠানোও বন্ধ হবে।

ব্রিফিংয়ে উপ-প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর ও সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ নিষিদ্ধের পক্ষে

অ্যাকশন’-এর কয়েকজন সদস্য। তারা ঘাঁটিতে থাকা দুটি বিমানে লাল রঙ ছিটিয়ে দেন। আর এটাকেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’-কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই ইস্যুতে গত বুধবার হাউস অব কমন্সে ভোটাভুটি হলে এর পক্ষে ভোট দেন ৩৮৫ জন এমপি, আর বিপক্ষে ভোট দেন ২৬ জন। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়া এমপিদের মধ্যে দুজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি। তারা হলেন, টিউলিপ সিদ্দিক এবং রুশনারা আলী। তারা দু’জনই যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি।

অন্যদিকে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত স্বতন্ত্র এমপি আপসানা বেগম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। প্রথম হিজাব পরা মুসলিম নারী এমপি হিসেবে আলোচিত আপসানা শুরু থেকেই ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তার ভাষায়, ‘লাল রঙ ছিটানো, প্রতীকী প্রতিবাদ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধকে সন্ত্রাস আখ্যা দেওয়া ভয়ংকর ও অগণতান্ত্রিক’।

ভোটে অংশ নেননি বা ভোট রেকর্ড হয়নি আরেক লেবার এমপি রুপা হকের।

ব্রিটিশ সরকার দাবি করেছে, আইনি প্রতিবাদের ছদ্মাবরণে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ধ্বংসে লিপ্ত হয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে সন্ত্রাসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার এক বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি হলো।

যুক্তরাজ্যের স্বতন্ত্র আইনপ্রণেতা জারা সুলতানা এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘একটি স্প্রে ক্যান আর আত্মঘাতী বোমার মধ্যে তুলনা টানা শুধু হাস্যকর নয়, এটি নৈতিকভাবে বিকৃত। এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনে, (নৈতিক) সংহতিকে অপরাধ হিসাবে দেখাতে এবং সত্যকে ধামাচাপা দিতে আইনের অপব্যবহার।’

প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা। এক বিবৃতিতে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ নামের সরাসরি কর্মসূচিভিত্তিক প্রতিবাদী গোষ্ঠীকে ২০০০ সালের সন্ত্রাসবাদ আইনে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ না করতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ আন্দোলনকে ভিত্তিহীনভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেওয়ার ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রতিবাদের অংশ হিসেবে সম্পত্তির ক্ষতি ঘটানোজদি তা মানুষ হত্যা বা আঘাতের উদ্দেশ্যে না হয়তবে তাকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে গণ্য করা যায় না।’

মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্যের প্রধান নির্বাহী সাশা দেশমুখ এই নিষেধাজ্ঞাকে ‘অতিরিক্ত আইনি ক্ষমতার নজিরবিহীন উদাহরণ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে এমন ক্ষমতা দিচ্ছে, যার মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন, নজরদারি বৃদ্ধি এবং মানুষকে আটক করা সহজ হবে।

ক্যানারি ওয়ার্ফে নির্মিত হচ্ছে ৩০০

মিশ্র-ব্যবহারের কমিউনিটি।

ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের উদ্যোগে এই সুবিশাল প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে উড হোয়ার্ফের ব্রানান স্ট্রিট ও চার্টার স্ট্রিটে এবং এটি হচ্ছে লন্ডনের বেসরকারি খাতে পরিচালিত সবচেয়ে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর একটি।

নির্মানাধীন নতুন দুই আবাসন ভবনের মোট ১৬শ ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রায় ৩০০টি হবে সোশ্যাল রেন্টেড অর্থাৎ এফোর্ডেবল হাউজ। এর মধ্যে ৪ বেডরুমের ৩৬টি ও ৩ বেডরুমের ১০৪ ফ্ল্যাট। ব্রানান স্ট্রিটের ভবনের কাজ আগামী বছরের জুলাই মাসে এবং চার্টার স্ট্রিটের সুবিশাল বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ আগামী বছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উড হোয়ার্ফ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় নির্মিত হচ্ছে ৩,৬০০ টি আবাসিক ইউনিট, যার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফ্ল্যাট হবে সামাজিক ও সাশ্রয়ী আবাসন। এর পাশাপাশি থাকছে ৯ একরেরও বেশি নয়নাভিরাম সবুজ উন্মুক্ত স্থান ও পাবলিক স্কয়ার, হাঁটার পথ, খেলার মাঠ ও অবকাশযাপনের স্থান, একটি নতুন জিপি সার্জারি, যা এলাকার স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করবে। আরো আছে একটি নতুন প্রাইমারি স্কুল।

৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার, ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের আমন্ত্রণে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, সহ কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বারবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁরা একটি নির্মাণাধীন ২৪ তলা ভবন থেকে পুরো প্রকল্প এলাকার প্যানোরামিক ভিউ উপভোগ করেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে ক্যানারি হোয়ার্ফ গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরিদর্শনকালে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের সাথে ছিলেন ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, কাউন্সিলের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার স্টিফেন হলসি, ক্যানারি ওয়ার্ফের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শোবি খান, কাউন্সিলের রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিল্ডিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর কবির আহমেদ, কাউন্সিলের হাউজিং ও রিজেনারেশন বিষয়ক কর্পোরেট ডিরেক্টর ডেভিড জয়েস।

উড ওয়ার্ফ প্রকল্প পরিদর্শনকালে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “এই প্রকল্পের পরিকল্পনার সূচনা হয়েছিল মেয়র হিসেবে আমার প্রথম মেয়াদকালে ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে, যখন আমরা ক্যানারি হোয়ার্ফকে একটি প্রাণবন্ত, বাসযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এলাকায় রূপান্তর করার স্বপ্ন দেখেছিলাম। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে দেখে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আবেগাপ্লুত।”

মেয়র বলেন, “এটি শুধুমাত্র একটি নির্মাণ প্রকল্প নয় - এটি আমাদের কমিউনিটির ভবিষ্যৎ গঠনের অংশ। যা আমাদের এলাকায় বাস করা সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

তিনি বলেন, “আবাসন এখন শুধু একটি ছাদ নয় - এটি নিরাপত্তা, স্থিতি এবং সম্মানের বিষয়। বিশেষ করে আমাদের মত একটি বহুজাতিক, বহু-সাংস্কৃতিক বারায়, যেখানে বহু পরিবার সাশ্রয়ী আবাসনের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, এই প্রকল্প তাদের জন্য একটি আশার আলো।

“আমি ক্যানারি হোয়ার্ফ গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই তাদের প্রতিশ্রুতি এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের সঙ্গে অংশীদারিত্বের জন্য। এই প্রকল্প প্রমাণ করে - যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে উন্নয়ন সম্ভব - তবে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায্য হতে হবে।”

কাউন্সিলের রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজবিল্ডিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেন, “উড হোয়ার্ফ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ১,৬০০ ইউনিটের মধ্যে ৩০০-এরও বেশি সামাজিক হাউজিং ইউনিট নির্ধারিত হয়েছে, যার বেশিরভাগই তিন থেকে চার বেডরুম বিশিষ্ট বড় ফ্ল্যাট। এটি আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক হাউজিং নীতিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে স্থানীয় বৃহৎ পরিবারগুলোর জন্য উপযোগী আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।”

কাউন্সিলের হাউজিং ও রিজেনারেশন বিষয়ক কর্পোরেট ডিরেক্টর ডেভিড জয়েস আরও যোগ করেনঃ “এই প্রকল্পে মোট ৬০০ সাশ্রয়ী বাসস্থান অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে দুই শতাধিকের নির্মানকাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর অনেকগুলো সামাজিক ভাড়ায় বরাদ্দ দেওয়া হবে - যা আমাদের এলাকার নিম্নআয় ও মধ্যমআয়ের পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ সহায়ক হবে।”

ক্যানারি হোয়ার্ফ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী শোবি খান বলেন, “আমরা কেবল বিল্ডিং তৈরি করছি না - আমরা একটি সম্পূর্ণ কমিউনিটি তৈরি করছি। এই উন্নয়নের মাধ্যমে টেমস নদীর পাশে একটি বিশ্বমানের জীবন্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পাড়া গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে মানুষ বসবাস করবে, কাজ করবে এবং পরিবার নিয়ে আনন্দে থাকবে।”

বিয়ে করছেন সালমান খান?

তার অনুরাগীরা রীতিমতো চমকে গিয়েছেন।

বুধবার সালমানের ভগ্নিপতি অতুল অগ্নিহোত্রীর জন্মদিন। দিনটিতে বোনের স্বামীকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুল করেননি পর্দার টাইগার। এ জন্য বেছে নিয়েছেন এমন এক ছবি যেখানে বোন অলভিরা খানের কাঁধে মাথা রেখে অতুল নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।

বোন ও ভগ্নিপতির আদুরে ছবি পোস্ট করে সালমান লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন অতুল। আমার বিল (ব্রাদার-ইন-ল)। তুমি আমার বোনকে খুব যত্নে রেখেছ। তুমি একজন শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ বাবা। তোমাকে অনেক ভালোবাসা।’

সঙ্গে ভাইজান আরও লিখেছেন, ‘আমিও একদিন সব ভূমিকায় তোমার মতো একজন শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠব।’ ব্যস সালমানের পোস্টের শেষ এই লাইন থেকেই ছড়িয়েছে গুঞ্জন। ভগ্নিপতির মতো হতে চান শুনেই নেটিজেনদের মধ্যে ফিসফাস চলছে। চিরাচরিত রসিকতার ভঙ্গিমাতেই এই কথা বলেছেন কি সালমান? নাকি ভগ্নিপতিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নিজের বিয়ের বার্তাও ছড়িয়ে দিয়েছেন ? এমন প্রশ্ন মাথায় উঁকি দিয়েছে অনেকের। যদিও সম্প্রতি কপিল শর্মার শোয়ে এসে সালমান বলেছিলেন ‘এখন সামান্য কারণে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। ধুমধাম করে বিয়ে করে কিছুদিনের মাথাতেই বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। তারপর তাকে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে সঙ্গে সম্পত্তির অর্ধেকও। এখন জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে এসে বিয়ে করে এগুলো সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইরান ছেড়েছে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ

হাজার ৩২৬ জন আফগান নাগরিক নিজ দেশে ফিরেছেন। মে’র শেষে অনথিভুক্ত আফগানদের ৬ জুলাইয়ের মধ্যে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয় ইরান। যা নিয়ে ইরানে বসবাসরত ৬০ লাখের ৪০ লাখ আফগানই বেশ চাপে আছেন। জুনের মাঝামাঝি সীমান্ত অতিক্রমকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১ জুলাই কমপক্ষে ৪৩ হাজার মানুষ হেরাত প্রদেশের ইসলাম কালা সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর।

সহজ শর্তে আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা

আবুধাবি কিংবা দুবাইতে রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ছাড়াই সরকারি মনোনয়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি (১০ বছর মেয়াদি) বসবাসের সুযোগ পাচ্ছেন। গোল্ডেন ভিসা পেতে আগ্রহী ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, প্রভাবশালী ব্যক্তি, ইনফ্লুয়েন্সার, শিল্পী ও অন্য যোগ্য আবেদনকারীরা এখন ওয়ান ভাস্কো ইউএই গোল্ডেন ভিসা পোর্টাল (ুড়হব ঠধংপড় টঅঊ এড়ষফবহ ঠরংধ চড়ৎঃধষ) ভিজিট করে বা নির্দিষ্ট হেল্পলাইনে কল করে পেশাদার সহায়তা নিতে পারবেন।

ভিএফএস গোবাল জানায়, এটি হলো ঢাকায় তাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত সেন্টার অব এক্সিলেন্স-এর প্রথম সেবা চালু। তারা ভিএফএস ইটিএম ও রায়াদ গ্রুপের সঙ্গে যৌথভাবে এটা চালু করেছে। এই সেন্টারে উন্নত ‘জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞ আইন পরামর্শকদের সহায়তায় ভিসা প্রক্রিয়াগুলো আরও সহজ, স্বচ্ছ ও আইনি নিয়মে পরিচালিত হবে।

গোল্ডেন ভিসাপ্রাপ্তরা তাদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান (প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসহ), এমনকি বাবা-মাকেও স্পন্সর করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাস করাতে পারবেন। ফলে যারা পরিবারসহ আন্তর্জাতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের সুযোগ খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ বিকল্প। দক্ষিণ এশিয়ায় ভিএফএস গোবালের প্রধান পরিচালনা কর্মকর্তা ইয়ুমি তালওয়ার বলেন, আমরা মনে করি, বিশেষ করে ইউএই গোল্ডেন ভিসার জন্য বাংলাদেশে অভিবাসন পরামর্শ সেবার চাহিদা ব্যাপক। গ্রাহককেন্দ্রিক নীতির অংশ হিসেবে আমরা এই সেবা চালু করতে পেরে আনন্দিত।

চাঞ্চল্যকর রক্ত কলেঙ্কারি.....

বরাদ্দ করেছে এবং বলেছে যে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ প্রদান দ্রুত করার জন্য লাল ফিতা কেটে দিচ্ছে।

গত বছর প্রকাশিত এই কেলেঙ্কারির তদন্তের মূল প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ যদি সেই সময়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিত তবে এই দুর্যোগ মূলত এড়ানো যেত।

এতে বলা হয়েছে যে ১৯৭০ এবং ৮০ এর দশকে বিদেশ থেকে দূষিত রক্তের পণ্য আমদানি বন্ধ করার জন্য খুব কমই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং কেলেঙ্কারির উপাদানগুলি ধামাচাপা দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

এই বছরের মে মাসে, স্যার ব্রায়ান "চিঠির পর চিঠি, ইমেলের পর ইমেল" পাওয়ার পর দুই দিনের অতিরিক্ত শুনানির আদেশ দেন, যেখানে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারের ক্ষতিপূরণ প্রকল্প পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বুধবার প্রকাশিত তার অতিরিক্ত ২০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি সেই প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে গত ১২ মাস ধরে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তাতে তারা "আরও ক্ষতিগ্রস্ত" হয়েছেন।

সরকার কর্তৃক অর্থ প্রদান পরিচালনার জন্য গঠিত সংক্রামিত রক্ত ক্ষতিপূরণ কর্তৃপক্ষ (ওইঈঅ) এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান দেখায় যে এখন পর্যন্ত ২০৪৩ জনকে তাদের দাবি শুরু করতে বলা হয়েছে এবং ৪৬০ জন সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

এই প্রকল্পটি তাদের জন্য উন্মুক্ত যারা সংক্রামিত ছিলেন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের, যাদের মধ্যে বাবা-মা, সন্তান এবং ভাইবোনরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের অধিকারে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

স্যার ব্রায়ান বলেন: "যুক্তরাজ্য সরকার বহু বছর ধরে জানে যে হাজার হাজার মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণ অনিবার্য ছিল এবং যাদের এটি পাওয়া উচিত তাদের অনেককে চিহ্নিত করেছে।

"কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৪৬০ জন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন এবং আরও অনেককে প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।"

তদন্তের নতুন প্রতিবেদনে একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে:

আমন্ত্রণের অপেক্ষায় না থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেওয়া উচিত :

গুরুতর অসুস্থ, বয়স্ক, অথবা যারা কখনও ক্ষতিপূরণ পাননি, তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত

"অবিচার"-এর একটি ধারাবাহিক সমাধান করা প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮২ সালের আগে এইচআইভিতে সংক্রামিত কিছু ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেওয়া

চিকিৎসা পরীক্ষার শিকার এনএইচএস রোগীরা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা উচিত

আক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের আরও বেশি সম্পৃক্ততার সাথে সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাটিকে আরও স্বচ্ছ হতে হবে

সেন্ট্রাল লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার চ্যাপেলে তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের এবং তাদের পরিবারের সাথে কথা বলতে গিয়ে, স্যার ব্রায়ান বলেন যে রক্ত কেলেঙ্কারির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল এই বিশ্বাস যে কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে ভালোভাবে জানে এবং মানুষের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, "বদ্ধ দরজার পিছনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং যখন জিনিসগুলি ভুল হয়ে যায় তখন লোকেরা শুনছিল না।

"ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের নকশায় এটি আবার ঘটেছে। এই ভুলগুলি বারবার পুনরাবৃত্তি করা একটি প্রহসন হবে। "মানুষকে হাতের কাছে রাখা উচিত নয়।"

হিমোফিলিয়া সোসাইটির প্রধান নির্বাহী কেট বার্ট বলেছেন, "দূষিত রক্ত কেলেঙ্কারির মূল বিষয়গুলির কথা শুনতে সরকারের ব্যর্থতা সংক্রামিত রক্ত তদন্তের মাধ্যমে আবারও লজ্জাজনকভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

"এই ব্যর্থতা ক্লান্তিকর, ক্ষতিকারক এবং এই সম্প্রদায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে।"

টেরেন্স হিগিন্স ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী রিচার্ড অ্যাঞ্জেল বলেন, "আমরা এমন একটি পরিবারের সাথে কাজ করি যাদের ছোট ছেলে তিন দশক আগে সংক্রামিত রক্তের কারণে এইডস-সম্পর্কিত অসুস্থতায় মারা গিয়েছিল।

"তার বাবার এখন ডিমেনশিয়া আছে। তার ছেলেকে মনে রাখতে পারলেও ক্ষতিপূরণ পাওয়া তার জন্য খুব বেশি কিছু হওয়া উচিত নয়।"

হেপাটাইটিস সি ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী র‍্যাচেল হ্যালফোর্ড বলেন, সরকার "প্রতিটি পদক্ষেপ বিলম্বিত করেছে এবং নিয়মিতভাবে সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করেছে; ফলস্বরূপ, আমাদের একটি দুর্বল পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণ প্রকল্প রয়েছে যা হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতির প্রতিফলন ঘটায় না।"

এর আগে, ক্যাবিনেট অফিসের মন্ত্রী নিক থমাস-সাইমন্ডস অস্বীকার করেছিলেন যে সরকার ক্ষতিপূরণ নিয়ে "পিছনে পিছন ফিরে" যাচ্ছে।

তিনি বিবিসি রেডিও ৪-এর টুডে প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে "দশকের অবিচার"-এর পরে তিনি আর কোনও বিলম্ব চাপিয়ে দিতে চান না।

"আমরা ৪৮৮ মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করেছি," তিনি আরও বলেন যে তিনি "খুব খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আমি দেখতে ইচ্ছুক, ক্ষতিগ্রস্তদের কণ্ঠস্বর শুনতে"।

সরকার গত সপ্তাহান্তে আরও বলেছিল যে তারা লাল ফিতা কেটে দিচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দ্রুত করার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আল্লাহর জিকিরে মেলে হৃদয়ে শান্তির পরশ

মাওলানা যাকারিয়া মাহমুদ অনূদিত

মদিনার মসজিদুন নববী। বিশ্ব মুসলিমের দ্বিতীয় তীর্থস্থল। গত শুক্রবার সেখানে জুমার খুতবা দিয়েছেন শায়খ বুদাইর। খুতবায় তাঁর নির্ধারিত বিষয় ছিল আল্লাহর জিকির। কোরআন ও হাদিসের সমন্বয়ে তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন জিকিরের গুরুত্ব। শায়খ বুদাইরের খুতবার অনুবাদ করেছেন মাওলানা যাকারিয়া মাহমুদ।

হে মুসলিম জাতি! আপনারা আপনাদের প্রতিপালককে ভয় করুন। সৎপথে চলুন।

অসৎপথ থেকে বিরত থাকুন। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

‘হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো। আর প্রকৃত মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।’

(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)

মুসলিম বন্ধুরা, আল্লাহর জিকির হলো আত্মার তৃপ্তি, ক্ষতের নিরাময় ও প্রশান্তির নিদর্শন।

আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে সফলকাম হও।’

(সুরা : আনফাল, আয়াত : ৪৫)

যে ব্যক্তি নিয়মিত আল্লাহর জিকির করে, তার ওপর আল্লাহর নুর বিকশিত হয়, বর্ষিত হয় আল্লাহর রহম, দয়া ও বরকত।

জিকির হলো, উত্তম রসদ, যার ব্যবসা লাভজনক। কবি বলেন, ‘কল্যাণপ্রত্যাশী, পুণ্যের কামনাকারী আল্লাহর জিকির আঁকড়ে ধরো!’

কেননা, যে দয়াময় আল্লাহর জিকির করে, আল্লাহ তার সঙ্গী হন। যে তাঁকে স্মরণ করে, তিনিও তাকে স্মরণের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন।

আল্লাহই বলেছেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

‘তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব।

(সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৫২)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণার অনুরূপ হয়ে থাকি। যখন সে আমার জিকির করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যখন সে আমায় একাকী স্মরণ করে, আমি তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যখন সে আমাকে কোনো মজলিসে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪০৫)

হে মুসলিম জাতি, আল্লাহ তার বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন, বেশি পরিমাণে তাঁর প্রশংসা করার। বিনিময়ে তিনি নির্ধারণ করেছেন অফুরন্ত পুরস্কার ও উজ্জ্বল পরিণাম।

আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

‘তোমরা অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।’ (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৪১-৪২)

আবদুল্লাহ ইবনে বিশর (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ‏"

জনৈক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য ইসলামের শরিয়তের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন, সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তায়ালার যিকরের দ্বারা সিক্ত থাকে।

(সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৭৫)

কাজেই আপনার বেচাকেনা, আদান-প্রদান, প্রকাশ্যে, গোপনে, সকাল-সন্ধ্যায়, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করুন। জিকির দ্বারা জিহ্বাকে সিক্ত রাখুন। জাবের (রহ.) উমাইর বিন হানি (রহ.)-কে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তো দেখি, আপনি আল্লাহর জিকির করে ক্লান্ত হন না। আপনি দিনে মোট কতবার তাসবিহ পড়েন? জবাবে ইবনে হানি (রহ.) বলেন, আমার আঙুল যদি ভুল না করে, তাহলে এক লাখ বার।

সুতরাং আমার মুসলিম ভাইয়েরা! নিজেদের মজলিসগুলোতে অযথা আলাপ, গিবত ও চোগলখোরি থেকে বিরত থেকে আসুন আমরা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করি। তাদের পথ ও পন্থা আঁকড়ে ধরে দ্বিন ইসলামের সঠিক পথে চলি। আল্লাহ আমাদের অধিক পরিমাণে জিকির করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আসুন জান্নাতের বাগানে গাছ লাগাই

মুফতি সাইফুল ইসলাম

মানবজীবনের লক্ষ্য শুধু এই পৃথিবীর সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরকালই প্রকৃত গন্তব্য। মুসলমান হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত বাসস্থান হওয়া উচিত জান্নাত। এই জান্নাতে প্রবেশের অনেক সুযোগ মহান আল্লাহ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম একটি হলো জান্নাতে গাছ লাগানো।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

‘যে ব্যক্তি বলবে: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ, [সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়াবিহামদিহী] তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরগাছ রোপণ করা হয়

(তিরমিজি, হাদিস: ৩৪৬৪)

এখানে "غُرِسَتْ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ- রোপণ করা হলো। অর্থাৎ, প্রত্যেকবার এই জিকির করলে জান্নাতে একটি করে খেজুরগাছ রোপণ হয়।

আরেকটি জিকিরের বিবরণ দেখুন

রাসুল (সা.) বলেন:

أَيْ عَبْدَ اللَّهِ! قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ

‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি বলো: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। কেননা, প্রত্যেকটি বাক্যের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে গাছ রোপণ করা হয়।

(সহিহুল জামে’, হাদিস: ৭৯৬৭)

কুরআনের দৃষ্টিতে জান্নাতের বাগান

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

‘সুসংবাদ দাও তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত।’

(সুরা বাকারা, আয়াত: ২৫)

এই আয়াতে জান্নাতের উদ্যান ও শান্তিময় পরিবেশের কথা বলা হয়েছে। আর আমরা যদি চাই আমাদের জন্য এই বাগানে একটি গাছ হোক, তা সম্ভব শুধু সহজ জিকিরের মাধ্যমে।

আমাদের করণীয়

- ❑ প্রতিদিন নির্ধারিত সময় যিকিরে ব্যয় করা
- ❑ বাসায়, পথে, ঘুমানোর আগে নিয়মিত সহিহ জিকিরগুলো বলা
- ❑ অন্যকে এই আমলের প্রতি উৎসাহিত করা
- ❑ শিশুরাও যেন ছোট থেকে জিকির শিখে এবং জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই ব্যবস্থা করা।

এই পৃথিবীতে গাছ লাগালে তা কারও ছায়া দেয়, কারও জন্য ফল দেয়। কিন্তু জান্নাতের গাছ তা শুধু ফল নয়, বরং তা চিরস্থায়ী পুরস্কার ও সম্মানের প্রতীক।

আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হতে পারে জান্নাতে গাছ লাগানোর সুযোগ- শুধু মুখে কয়েকটি পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করলেই!

আসুন, আজ থেকেই সিদ্ধান্ত নিই- প্রতিদিন অন্তত কয়েকবার করে জিকিরের মাধ্যমে জান্নাতে গাছ লাগাবো।

‘হে আল্লাহ! আপনার উত্তম জিকিরের মাধ্যমে জান্নাতে আমাদের জন্য অনেক অনেক গাছ রোপণ করার তাওফীক দান করুন।’

আবু জাহেল কি মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিল?

শাব্বির আহমদ

ইতিহাসে কিছু নাম থাকে, যাদের উচ্চারণেই নেমে আসে ঘৃণার এক ছায়া। আবার কিছু নাম রয়েছে, যেগুলো আলো ছড়ায় চিরন্তন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। ইসলামের ইতিহাসে এমনই এক অন্ধকার নাম-আবু জাহেল। যে ছিল হক ও সত্যের চরম বিরোধী, যে ছিল আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি কঠিনতম শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি।

আবু জাহেল শুধু ইসলামবিরোধিতায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সে ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন একজন ব্যক্তিগত বিদ্বেষী, যে মহানবী (সা.)-এর রক্তপাতকেই জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছিল। তার প্রতিটি ষড়যন্ত্র, প্রতিটি অপপ্রচার, এমনকি হত্যাচেষ্টাও ছিল শুধুই মহানবী (সা.)-এর দাওয়াত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায়- কেউ কেউ আবু জাহেলকে মহানবী (সা.)-এর আপন চাচা বলে মনে করেন। তারা আবু জাহেলকে মহানবী (সা.)-এর পিতা খাজা আব্দুল্লাহর ভাই আবু লাহাবের মতোই একজন মনে করেন।

কিন্তু এই ধারণা ভুল। কারণ আবু লাহাব ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহর আপন ভাই- অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। কিন্তু আবু জাহেল কুরাইশ গোত্রভুক্ত একজন হলেও আবদুল মুত্তালিবের বংশধারাভুক্ত কেউ ছিল না।

আবু জাহেলের পূর্ণ নাম ছিল আমর ইবনু হিশাম ইবনু মুগীরাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু মাখযুম। অর্থাৎ সে ছিল বনি মাখযুম গোত্রের সদস্য। এই গোত্রটি কুরাইশদের একটি শাখা হলেও আবু জাহেল মহানবী (সা.)-এর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় নয়। আর এ কথা তো সবাই জানেন যে, কুরাইশ গোত্র তৎকালীন আরব্য সমাজের সর্ববৃহৎ গোত্রগুলোর একটি ছিল।

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস-ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘উমদাতুল কারী’-তে (খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ৮৪) বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে, যেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে আবু জাহেল মহানবী (সা.)-এর চাচা নন, বরং এক কট্টর শত্রু-যার বিদ্বেষ ও অহংকারই তাকে ‘উম্মতের ফেরাউন’ বলে চিহ্নিত করেছে।

আল্লাহ আমাদের সঠিক ইতিহাস জানার তাওফিক দিন এবং সত্যকে সত্যরূপে উপলব্ধি করার যোগ্যতা দান করুন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১১.০৭.২৫ শুক্রবার	3:22	4:54	01:45	6:39	9:25	10:45
১২.০৭.২৫ শনিবার	3:24	4:55	01:30	6:38	9:24	10:45
১৩.০৭.২৫ রবিবার	3:25	4:56	01:30	6:38	9:23	10:45
১৪.০৭.২৫ সোমবার	3:27	4:57	01:30	6:37	9:22	10:45
১৫.০৭.২৫ মঙ্গলবার	3:28	4:58	01:30	6:37	9:21	10:45
১৬.০৭.২৫ বুধবার	3:30	5:00	01:30	6:36	9:20	10:45
১৭.০৭.২৫ বৃহস্পতিবার	3:32	5:01	01:30	6:36	9:19	10:45

◗ *নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।*

আইপিএল জয়ী পেসারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা

পোস্ট ডেস্ক : ১৮ বছরের অপেক্ষা শেষে গতমাসে আইপিএলের শিরোপা জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। অধরা শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন দলটির ভারতীয় পেসার যশ দয়াল। এবার তার বিরুদ্ধেই ধর্ষণের মামলা হয়েছে। গত মাসে এক নারী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক নিপীড়নের অভিযোগ আনেন। তার প্রেক্ষিতেই এবার মামলা করেছেন তিনি। উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ পুলিশের বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর অনলাইন অভিযোগ পোর্টালের মাধ্যমে গত ২১শে জুন ওই নারী এই অভিযোগ করেন। অভিযোগে প্রতারণা ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার দাবি করেন তিনি। পুলিশের কাছে অভিযোগে সেই নারী দাবি করেন, তিনি পাচ বছর ধরে যশ দয়ালের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন।

দয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই নারী বলেন, 'সে আমাকে বারবার বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। আমাকে তার পরিবারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়, যারা আমাকে বলেছিল যে আমি হব তাদের পুত্রবধূ। আমি সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলাম।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি অনেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। মানসিক যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না। ও এবং ওর পরিবার আমাকে বারবার মিথ্যা আশ্বাস দিত। ওর অন্য নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার ভেতরটা ভেঙে দেয়, প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা পেতে হয়।'

দয়াল ২০২৫ আইপিএলে ১৫ ম্যাচে ১৩টি উইকেট নেন। ২৭ বছর বয়সী এই পেসার ২০২২ চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটানস দলেও ছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, দয়ালের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঘটনার বিষয়ে গাজিয়াবাদের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ পাটিল নিমীশ দশরথ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, যশ দয়াল ইতিমধ্যে পুলিশকে তার বক্তব্য দিয়েছেন। নিমীশ বলেন, 'আমরা নতুন ফৌজদারি বিধির ৬৯ নং ধারা অনুযায়ী (বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন) তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছি এবং তদন্ত চলছে।'

দুর্ঘটনার কবলে ওয়েলস নারী ফুটবল দল

পোস্ট ডেস্ক : ইউরো নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে ওয়েলস নারী ফুটবল দল। মঙ্গলবার ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সেন্ট গ্যালেনের এরিনা স্টেডিয়ামে অনুশীলনে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দলটির বাস। তবে সৌভাগ্যক্রমে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের কেউ আহত হননি।

দুর্ঘটনার সময় দলটির প্রধান কোচ রিয়ান উইলকিনসন ও অধিনায়ক আংহারাদ জেমস বাসে ছিলেন না। তারা সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে আলাদাভাবে যাত্রা করেছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে উইলকিনসন বলেন, 'সবার শারীরিক অবস্থা ভালো আছে, তবে সবাই কিছুটা বিচলিত।' তিনি আরো জানান, এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর দলের অনুশীলন বাতিল করা হয়েছে।

ওয়েলস ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএডব্লিও) জানিয়েছে, 'ইউরো ২০২৫-এর ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে যাওয়ার পথে আমাদের জাতীয় দলের বাস একটি সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে।

তবে বাসে থাকা খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং অন্য যাত্রীরা সবাই নিরাপদে আছেন।'

দুর্ঘটনার পর খেলোয়াড়দের দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের অনুশীলন ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনা হয়। সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক আঙ্গহারাদ জেমসের সঙ্গে কোচ উইলকিনসন জানান, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল খেলোয়াড়দের দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। এখন আমরা তাদের মানসিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কাজ করছি।

বুধবার ফ্রান্সের বিপক্ষে ইউরো ২০২৫-এর গ্রুপ ডি ম্যাচে মাঠে নামবে ওয়েলস। আপাতত ম্যাচটি নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হ্যাটট্রিক পুরস্কার জিতলেন মেসি

পোস্ট ডেস্ক : ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) এক পুরস্কারকে প্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়েছেন লিওনেল মেসি।

সেই পুরস্কারটি হচ্ছে- 'প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ'।

প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন পুরুস্কারটি জয়ে সবার থেকে এগিয়ে মেসি। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের লিগে তৃতীয়বারের মতো পুরস্কারটি জিতেছেন মায়ামির অধিনায়ক।

মন্ট্রিয়েলের বিপক্ষে ৪-১ গোলের জয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার জিতেছেন তিনি। তার করা দুটি গোলেই ছিল অবিশ্বাস্য। সেরা সময়ের মেসিকেই দেখা গিয়েছিল সর্বশেষ ম্যাচে। শরীরের নাচন আর বাঁ পায়ের জাদুতে প্রতিপক্ষের তিন থেকে পাঁচজন খেলোয়াড়কে বোকা বানিয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেছেন মেসি। সবমিলিয়ে মায়ামির হয়ে ৯ম বারের মতো প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতেছেন। তাতে লিগের ইতিহাসে ছোট্ট এক তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী প্লে-মেকার। ১৯৯৬ সালে এমএলএস শুরু হওয়ার পর মাত্র ১১ জন খেলোয়াড় নয়বার এই পুরস্কার জিতেছেন। অন্যরা যখন কয়েক বছর খেলে এই স্বীকৃতি অর্জন করেছেন তখন মেসি মাত্র ২ বছরে।

লিগে এখনো খেলছেন এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ৯ বার পুরস্কার জিতেছেন মেসি। এই কীর্তির অপরজন হচ্ছেন আটালান্টা ইউনাইটেডের জোসেফ মার্তিনেজ। মেসি অন্যদের পেছনে ফেলার সুযোগ পাচ্ছেন আগামী ১০ জুলাই। সেদিন নিউ ইংল্যান্ডের মাঠে আতিথেয়তা নেবে মায়ামী।

আরও দুই বছর বার্সাতেই থাকছেন সেজনি

পোস্ট ডেস্ক : বার্সেলোনায় ভয়চেক সেজনির নাটকীয় অধ্যায় এখনই শেষ হচ্ছে না। গত অক্টোবরে অবসর ভেঙে কাতালান ক্লাবটিতে নাম লেখানো এই পোলিশ গোলকিপার নতুন চুক্তি করেছেন আরও দুই বছরের। সোমবার নিজেদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা।

এর আগে গত মে মাসে সেজনি জানান, স্প্যানিশ জায়ান্টদের থেকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান সেসময়। সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ২০২৭ পর্যন্ত কাতালান পরিচয়ই ধারণ করবেন এই ৩৫ বছর বয়সী তারকা। ইতালিয়ান জায়ান্ট জুভেন্টাস থেকে গত বছরের আগস্টে পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে দেন সেজনি। অন্যদিকে স্প্যানিশ লা লিগায় চোটে পড়ে গোটা মৌসুমের জন্য ছিটকে যান বার্সার মূল গোলকিপার মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগান। তখন দায়িত্ব সামলান ইনিয়াকি পেনিয়া। এমন অবস্থায় স্টেগানের দুয়ারে কড়া নাড়ে বার্সা। ইউরোপিয়ান জায়ান্টদের অনুরোধ ফেলে দিতে পারেননি সেজনি, যোগ দেন বাকি মৌসুমের জন্য। গোলপোস্টের নিচে ক্রমেই কোচ হান্সি ফ্লিকের আস্থা অর্জন করে দ্রুতই হয়ে ওঠেন দলের মূল গোলকিপার, খেলেন ৩০টি ম্যাচ। অবদান রাখেন বার্সার লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে। কাতালানদের দলে বর্তমানে গোলকিপার সংখ্যা চারজন। সম্প্রতি এস্পানিওল থেকে জায়ান্টরা দলে টেনেছে তরুণ হোয়ান গার্সিয়াকে।

এমবাপ্পে-রুডিগারের শাস্তি বহাল রেখেছে উয়েফা

পোস্ট ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর ম্যাচে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে জয় উদ্যাপনের সময় 'অশোভন আচরণে' জড়িয়ে পড়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের তিন তারকা অ্যান্টোনিও রুডিগার, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও দানি সেবায়োস। সেই ঘটনায় ইউরোপীয় ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা যে শাস্তি দিয়েছিল, তা বহাল রেখেছে তারা। রিয়াল মাদ্রিদের করা আপিল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ করে দিয়েছে সংস্থাটি।

উয়েফার তদন্তে দেখা যায়, গত ১২ মার্চ অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে জয়ের পর উদ্যাপনের সময় রুডিগার গলা কেটে ফেলার অঙ্গভঙ্গি করেন, এমবাপ্পে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করেন এবং সেবায়োস প্রতিপক্ষ দর্শকদের সঙ্গে উসকানিমূলক আচরণে লিপ্ত হন। এই আচরণের শাস্তিস্বরূপ রুডিগারকে ৪০ হাজার ইউরো, এমবাপ্পেকে ৩০ হাজার ইউরো এবং সেবায়োসকে ২০ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া রুডিগার ও এমবাপ্পেকে এক ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তবে সেটি কার্যকর হবে শুধুমাত্র ভবিষ্যতে একই ধরনের অপরাধে জড়ালে।

এ শাস্তির বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ আপিল করেছিল।

সেটা খারিজ করে দিয়েছে উয়েফা। উয়েফার আপিল কমিটি জানিয়েছে, শৃঙ্খলা কমিটির আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করার মতো কোনো যুক্তিক কারণ তারা খুঁজে পায়নি। ফলে আগের সিদ্ধান্তই বহাল থাকছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

হিজরী বছরকে যেভাবে অর্থবহ করে তোলা যায়

হিজরী একটি বছর পার হয়ে গেল। সময় যেন দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। আমি সেই হাদীসটির কথা মনে করি, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের সময় আসবে না যতক্ষণ না সময় সংকুচিত হয়ে যায়। তখন এক বছর মনে হবে এক মাসের মতো, এক মাস মনে হবে এক সপ্তাহ, এক সপ্তাহ মনে হবে এক দিন, আর এক দিন মনে হবে যেন এক ঘণ্টা। এখন ঠিক সেরকমই লাগছে।

এটা আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে- আমরা কীভাবে বয়স ও বার্ধক্য নিয়ে কথা বলি। মানুষ গর্ব করে বলে, "আমি ৭০ বা ৮০ বছর পেরিয়ে গেছি।" কিন্তু আমি যখন শুনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন তার দিনের অবস্থা কেমন, তখন তিনি বলেছিলেন- মূলত, "প্রতিটি দিন আমি আমার শেষ সময়ের এক ধাপ কাছে পৌঁছাই"-তখন সেটা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। আমরা সাধারণত এভাবে ভাবি না। জন্মদিন বা কোনো অর্জনকে আমরা সফলতা হিসেবে দেখি, কিন্তু ভুলে যাই, প্রতিটি অতিবাহিত বছর আমাদের এই পৃথিবীতে সময়ের শেষ প্রান্তে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়।

সত্য হলো-আমাদের জীবন গঠিত প্রতিটি দিন দিয়ে । আর প্রতিটি দিন অতিবাহিত মানে আমাদের একটি অংশ চলে যাচ্ছে-যেটা আর কখনো ফিরে আসবে না। এটা হয়তো হাত বা পা হারানোর মতো দৃশ্যমান ক্ষতি নয়, কিন্তু এটি ক্ষতি বটে । সময় থামে না। সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে না। আমরা নিরন্তর এগিয়ে যাচ্ছি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিকে।

তবুও দীর্ঘ জীবন একটি আশার উৎস হতে পারে-যদি তা ভালো কাজে ভরা থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "সেরা মানুষ সেই, যার জীবন দীর্ঘ এবং আমল উত্তম।"

আমাদের কাউকেই উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করা হয়নি । আমাদের সকলকেই আমাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে । আমরা একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হব, আর সেই দিনে কিছুই গোপন থাকবে না। সবকিছু প্রকাশ পাবে । সেটা চিন্তা করলে ভয় লাগতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রহমত কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি। তাঁর রহমত সবকিছু ঢেকে দেয়।

সূরা আরাফ ১৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার রহমত সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করেছে।" আর কেউ যদি সেই রহমত থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে সত্যিই সবকিছু হারিয়েছে।

এখন আমরা মুহাররম মাস অতিবাহিত করছি, যা হলো আরবী চারটি পবিত্র মাসের একটি। এই সময়ে ভালো কাজের প্রতিদান বেশি, আবার পাপও বেশি গুরুতর হয়। আলেমগণ বলেছেন, এই পবিত্র সময়ে গোনাহ করা আরও বড় অপরাধ। এটা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত-বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, যখন দৃষ্টিকে সংযত রাখা কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন হয়। কিন্তু তখনই আরও বেশি সচেতন থাকা দরকার।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের এই মাসে রোজা রাখতে উৎসাহ দিয়েছেন, বিশেষ করে ১০ই মুহাররম, 'আশুরা' দিনে । যখন তাঁকে এই দিনের রোজার সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন: "এটি পূর্ববর্তী এক বছরের গোনাহর কাফফারা।"

এছাড়াও ৯ই মুহাররম, অর্থাৎ 'আশুরা দিনেও রোজা রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর আগের বছরে বলেছিলেন, "আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে ৯ তারিখেও রোজা রাখব।"

এই বছর ৯ই মুহাররম শুক্রবার পড়েছে । সাধারণত শুধু শুক্রবারে একা রোজা রাখা নিরুৎসাহিত করা হয়, যদি না তা অন্য দিনের সাথে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু আশুরার বিশেষ হাদীস থাকার কারণে এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা যায়। তাই এই শুক্রবারে রোজা রাখলেও কোনো সমস্যা নেই।

তবে শুধু রোজা রাখাই যথেষ্ট নয়। এই পুরো মাস একটি সুযোগ-আরও বেশি দোআ করার, কুরআন পাঠ করার, আত্ম-পর্যালোচনার। এবং ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো গোনাহ থেকে বিরত থাকা। এমনকি দৃষ্টিকে সংযত রাখার মতো ছোট কাজও এই পবিত্র দিনগুলোতে বড় অর্থ বহন করে।

> **এই সময়ে ভালো কাজের প্রতিদান বেশি, আবার পাপও বেশি গুরুতর হয়। আলেমগণ বলেছেন, এই পবিত্র সময়ে গোনাহ করা আরও বড় অপরাধ। এটা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত-বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, যখন দৃষ্টিকে সংযত রাখা কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা কঠিন হয়**

যখন আমি গত বছরের কথা ভাবি, তখন নিজেকে প্রশ্ন করি: "আমি এই সময়টা কীভাবে কাটালাম?"

আর আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: "এই বছর আমি কী পরিবর্তন করব?"

আমরা কেউই জানি না, আমাদের আর কত বছর আছে। কিন্তু এটুকু জানি, এই মুহূর্তটা আমাদের হাতে আছে।

হে আল্লাহ, আমাদের সময়কে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে সাহায্য করুন। আমাদের বাকি বছরগুলোতে ভালো কাজ করার তাওফিক দিন। অতীতের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিন, আর আগামীর জন্য আমাদের শক্তি দিন।

জুমার খুতবা। ইস্ট লন্ডন মসজিদ। ২৭ জুন ২০২৫।

শায়খ আব্দুল কাইয়ুম : ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতীব

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Extension of 56-day 'move -on' trial for new refugees

Staff Reporter : The Local Government Chronicle (LGC) reported on Friday that Dame Angela Eagle, the Minister of State for Border Security and Asylum, announced the Home Office is extending the 56-day 'move-on' trial for newly recognised refugees until the end of the year.

Initially scheduled to run for six months, the trial commenced last December and it doubled the normal 28-day time period given to new refugees to transition away from Home Office asylum support and accommodation.

As reported by the LGC, Angela Eagle told the Local Government Association conference last week: "I can tell you today that we're going to extend that pilot to the end of the year so we can collect a bit more information about it."

Eagle added that the current reliance on hotels for asylum accommodation was not sustainable and the Government wanted to use the pilot to explore how it could move away from a wholly private-sector accommodation model.

"It struck me very much that with the current accommodation contracts, we're spending a whole lot of money, but we're not really getting any assets. ... Perhaps we could do something that would be more effective and efficient, and there would be an asset that could be used at the end of it. It's that kind of transformation that I'm interested in talking to all of you about," the Minister was quoted as saying.

The Minister confirmed the extension in the House of Commons yesterday. She was asked if she could provide greater clarity on whether the six-month trial would be extended. Eagle responded: "As it happens, I can. We have extended the move-on trial until the end of the year."

In a debate on asylum support in the House of Lords last month, Labour peer Baroness Lister of Burtersett noted the pilot has been broadly well received. She told the Lords:

Overall, there has been a uniformly positive response, which is not to say that there have not been teething problems—partly due, according to local authorities in my home region of the East Midlands, to the short implementation time and partly due to delays in receiving necessary documentation. There have, inevitably, been variations in how well local authorities have responded to the longer move on period. Nevertheless, in the words of NACCOM—the UK-wide No Accommodation Network which works to prevent destitution among refugees, among others—the extension

"has proven overwhelmingly beneficial for new refugees and the organisations that support them".

One of the organisations in the north-east noted:

"I think the main lesson is the 56-day period is a much more humane and smoother transition process for everyone".

Similarly, London Councils has called it "a vital support", and it suggests that the impact is likely to increase because the 56-day period came into effect later in some boroughs. Feedback from the East Midlands is that it has made a huge difference, and Crisis has also referred to "the overwhelming response" from its services that it should be retained.

The pilot has helped to reduce homelessness and rough sleeping, particularly among single people. Although some refugees have still ended up rough sleeping, it has tended to be for shorter periods, and Crisis staff felt that the 56 days at least "make it possible" to find accommodation. The Glass Door Homeless Charity recorded a significant drop in the number of winter night shelter guests who have Home Office accommodation departure as the reason for their homelessness.

Little Litter League Celebrates 3,000 Bags of Waste Collected A Grassroots Victory for Cleaner Streets and Community Pride

By Muhammad Talha : The Little Litter League, a grassroots volunteer led initiative tackling urban waste, has reached a major milestone: collecting over 3,000 bags of litter since its formation in Barking & Dagenham. Expanding its reach, the group now organises regular "litter pucks" across Tower Hamlets, Newham, Hackney, and beyond, demonstrating the power of local action in promoting environmental responsibility.

Founded on the belief that small acts create big change, the Little Litter League is built on community pride, eco awareness, and social wellbeing. The group runs with a clear set of objectives:

- Encourage community-led street cleanups
- Inspire young and old to engage with their local environment
- Promote sustainability and civic action
- Improve mental and physical wellbeing through purposeful activity

Each litter puck is a celebration of civic pride and a reminder that everyone can play a part in creating cleaner, greener, more livable neighbourhoods. Volunteers, many of them students, parents, and local workers report a deeper sense of connection, purpose, and community spirit after taking part.

"At its heart, the Little Litter League is about ownership," says team captain Emdad Rahman, a long-time community volunteer and the driving force behind the initiative.

"We're not waiting for someone else to fix the problem. We're showing that if we all do a little, together we can do a lot."

Emdad has been active in local volunteering for over four decades, from food banks to mental health advocacy. His leadership in the League has been instrumental in mobilising diverse groups and turning litter-picking into a local movement.

The group hopes to inspire similar teams across the UK, strengthen ties with schools, faith groups and youth organisations, and push for more eco-conscious habits in everyday life.

"As much as we're cleaning streets," Rahman adds, "we're also clearing the mental clutter. Being outside, working together, having purpose improves lives, not just landscapes."

About the Little Litter League:

Founded in Barking & Dagenham, the Little Litter League is a volunteer driven initiative focussed on environmental responsibility, civic engagement, and community wellbeing. Since its inception, the group has expanded to multiple boroughs and collected over 3,000 bags of litter - one bag at a time.

Has Iran's Nuclear Genie Slipped Back Into the Bottle — Or Just Out of Sight?

By Shofi Ahmed

Iran's nuclear ambitions have long been the shadow looming over Middle East geopolitics. But after the most recent U.S. airstrikes and tightening sanctions, there's a growing question in Western circles: has the threat been contained — or merely concealed? The nuclear genie, once released, rarely returns willingly to the bottle.

This article dives into the tangled web of power games, backchannel alliances, and global recalibrations shaping what comes next.

1. Iran's Nuclear Ambiguity: Stalled or Strategic?

Iran's nuclear program has been many things — cautious, provocative, secretive, and open by turns. Following the 2015 JCPOA deal and the U.S. withdrawal under Trump in 2018, Iran has played a calculated game of push-and-pull.

Recent intelligence suggests Tehran may not be actively enriching uranium to weapons-grade levels. But that doesn't mean it's not capable. Experts call this a "latent capability" — having the tools ready, but keeping them quiet until politically expedient.

A recent White House insider put it bluntly: the air strike may have "bought time, not ended anything."

2. China: Quiet Gains, Global Leverage

While Iran draws Western headlines, China plays a longer, quieter game. In the vacuum of U.S.-Iran hostility, Beijing has grown bolder — brokering diplomatic deals, investing in Iran's oil and infrastructure, and expanding its Belt and Road footprint across Eurasia.

The 25-year strategic agreement between Iran and China, signed in 2021, gives Tehran a powerful economic lifeline — and gives Beijing yet another front in its chessboard of influence. Iran may not need to rush its nuclear play when it has a superpower subtly backing its regional standing.

3. Trump's Response: NATO, Tariffs, and Muscle Politics

Back in the U.S., Trump's response isn't diplomacy — it's leverage. He's pressing

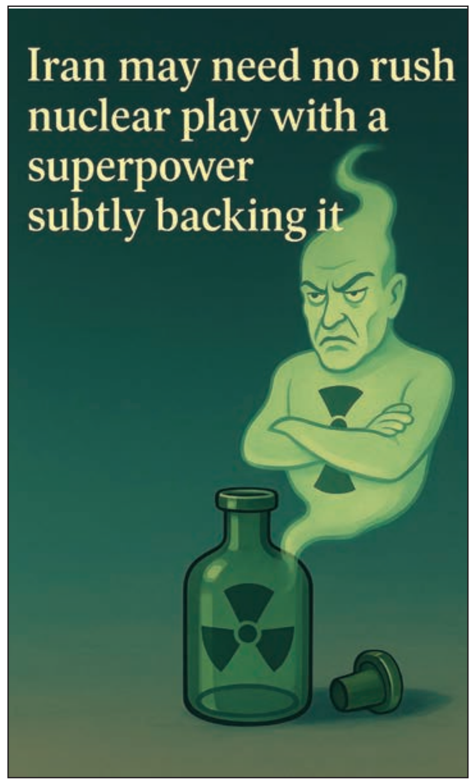

NATO members to increase military spending under threat of economic penalties. Reports suggest even Spain was warned of tariff strikes if it didn't "step up." His logic? American taxpayers won't foot the bill for defending Europe while China and Iran expand unchecked.

It's a doctrine of transactional power — where loyalty is measured in spending and strategy, not shared values.

4. Power Shifts and Unseen Alliances

The deeper concern isn't just what Iran may do — it's who might be enabling it. China is the obvious suspect, but Russia's alignment with both nations can't be overlooked. Add to that the rise of AI-driven warfare, space militarization, and disinformation campaigns, and the world is entering a new kind of cold conflict. One where open warfare is rare — but covert influence is relentless.

A Genie With Many Masters

Iran's nuclear program isn't isolated. It's woven into a larger geopolitical net where energy, trade, military tech, and ideology all collide. Whether the genie is back in the bottle or simply lurking in the dark depends less on Iran — and more on the powers now shaping its choices.

The U.S. may have hit pause.
China may be holding play.
But the game is far from over.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 22 ◆ Issue: 1062 ◆ Friday 11 July - Thursday 17 July 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করুন : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ সময়ের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোকে লোকবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ শেষ করতে হবে। এছাড়া বিগত তিন বিতর্কিত নির্বাচনে যে সমস্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের বাদ দিয়ে নির্বাচন করার বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে বলেছেন সরকার প্রধান। বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক এক বৈঠকে এসব নির্দেশনা দেন তিনি। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.), জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর

রহমান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী, পুলিশের আইজি, বিজিবি'র ডিজি, কোস্ট গার্ড প্রধান, আনসারের ডিজি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ দুই ঘণ্টার বৈঠক পরবর্তী রাত ৮টায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিসেম্বরের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে প্রায় ১৭ হাজার লোকবল নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ এ সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেক পাঁয়তারা হয় যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় সেজন্য তিনি জানিয়েছেন এখন থেকে যেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর হয়।

তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় ৮ লাখ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য ডিউটি করবেন। সেক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তাদের সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে বলেছেন। আর ১৮ থেকে ৩৩ বছর --১৭ পৃষ্ঠায়

'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন' নিষিদ্ধের পক্ষে ভোট দিলেন টিউলিপ-রুশনারা

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ হওয়া সত্ত্বেও গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা ইস্যুতে যুক্তরাজ্য নিশ্চল। ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া তো দূরের কথা, উলটো ব্রিটিশ সরকারের অনেক পদক্ষেপই ইসরাইলের পক্ষে যাচ্ছে। এমনকি সরাসরি ইসরাইলের গণহত্যায় নানাভাবে সহায়তারও অভিযোগ রয়েছে দেশটির বিরুদ্ধে। এসবে ক্ষিপ্ত হয়ে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ব্রাইজ নর্টন সামরিক ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েন ফিলিস্তিনপন্থি অ্যাকটিভিস্ট সংগঠন 'প্যালেস্টাইন --১৭ পৃষ্ঠায়

ক্যানারি ওয়ার্ফে নির্মিত হচ্ছে ৩০০ সোশ্যাল হাউজঃ গড়ে উঠছে লন্ডনের সর্বাধুনিক কমিউনিটি

স্টাফ রিপোর্টার: টাওয়ার হ্যামলেটসের ক্যানারি ওয়ার্ফ, যা এতদিন ইউরোপের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক ও আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, সেই এলাকাতেই এখন গড়ে উঠছে এক নতুন রূপে- বসবাস, কাজ এবং অবকাশযাপনের এক আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ --১৭ পৃষ্ঠায়

চাঞ্চল্যকর রক্ত কলেঙ্কারি..... ২০০ পৃষ্টার প্রতিবেদনে যা রয়েছে

পোস্ট ডেস্ক : ক্ষতিপূরণের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার ফলে সংক্রামিত রক্ত কেলেঙ্কারির হাজার হাজার ভুক্তভোগী "আরও ক্ষতিগ্রস্ত" হচ্ছেন বলে দুর্যোগের পাবলিক তদন্তের চেয়ারম্যান স্যার ব্রায়ান ল্যাংস্টাফ এ তথ্য দিয়েছেন।

এক কঠোর প্রতিবেদনে, স্যার ব্রায়ান ল্যাংস্টাফ বলেছেন যে এই পরিকল্পনাটি যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল তাতে "স্পষ্ট অবিচার" ছিল। ধারণা করা হয় যে ১৯৭০ এবং ৮০ এর দশকে এনএইচএসে দূষিত রক্তের পণ্য সরবরাহের পর ৩০,০০০ মানুষ এইচআইভি এবং হেপাটাইটিস বি বা সি-তে আক্রান্ত হয়েছিল।

সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ১১.৮ বিলিয়ন পাউন্ড --১৭ পৃষ্ঠায়

সহজ শর্তে আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা পাবেন বাংলাদেশিরা

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য এক সুসংবাদ। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে পারলে এখন তারাও দূর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) আকর্ষণীয় গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। ভিএফএস গোবাল, বাংলাদেশের রায়াদ গ্রুপের সঙ্গে যৌথভাবে ঢাকায় চালু করেছে বিশেষ অভিবাসন পরামর্শক সেবা। সেখান থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের এই ১০ বছরের রেসিডেন্সি ভিসার আবেদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে।

এতে বলা হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা, পেশাজীবী, বিনিয়োগকারী ও সৃজনশীল ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত পরামর্শ নিয়ে --১৭ পৃষ্ঠায়

বিয়ে করছেন সালমান খান?

পোস্ট ডেস্ক : বলিউডের 'এলিজিবল ব্যাচেলর' বলা হয় সুপারস্টার সালমান খানকে। বয়স ৫৯, কিন্তু তাতে কী? পর্দায় তার জাদু আজও বহু অষ্টাদশীর মনে ঝড় তোলে। অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ এখনও জানতে চান, কবে বিয়ে করবেন সালমান? এর মাঝেই হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় বোমা ফাটালেন অভিনেতা। বুধবার এক পোস্টে বিয়ের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন তিনি। সালমানের এই পোস্টের পরই --১৭ পৃষ্ঠায়

ইরান ছেড়েছে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ আফগান

পোস্ট ডেস্ক : জুন থেকে এ পর্যন্ত ইরান থেকে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার আফগান নাগরিক দেশে ফিরেছেন। সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)। এর আগে ৬ জুলাই অনথিভুক্ত আফগানদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয় তেহরান। আইওএমের এক মুখপাত্র জানিয়েছে, এ বছরে এ পর্যন্ত মোট ৯ লাখ ৬ --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk